INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

19th August, 1968.

The House met in the Assembly Chamber **Agartala at** 11 A. M. on **Monday** the 12th August, 1968.

Present

Shri M. L. Bhowmik, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, four Ministers, Deputy Minister and twenty three Members.

Mr. Speaker :—First item in the List of Business is starred question to be answered by the ministers concerned. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—697 (postponed).

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 697.

QUESTION

১। [illegible] আসামী'কে আদালতে বে-কসুর মুক্তিদান করিয়াছেন।

২। ইহা কি সত্য যে আদালত আসামীদের বিরুদ্ধে কোন প্রাথমিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

৩। ইহা কি সত্য যে [illegible] মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতার সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছিলেন যে এই ডাকাতির জন্য কমিউনিষ্টরা দায়ী।

৪। ইহা কি সত্য যে [illegible] এই ডাকাতের [illegible] করিয়াছেন এবং এই ডাকাতের জন্য কমিউনিষ্টদের দায়ী করিয়াছেন।

৫। যদি (১) এবং (২) সত্য হইয়া থাকে তবে সরকার আসামীদের উচিত ক্ষতিপূরণ দিবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে বালকগুলি এই কাণ্ড করছে তাদের নাম কি ? তারা বালক না সাবালক ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলাই হয়েছে যে পুলিশ দেখিয়া তারা চলিয়া গিয়াছে অতএব নাম জানা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন অনুরূপ ঘটনা অন্যান্য সময় ও ঘটেছিল কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত বৎসর কোন একটি ফাংশান উপলক্ষে চীফ মিনিস্টার যখন ঐ স্কুলে ছিলেন, বাইরে থেকে সেখানে ইট পড়েছিল কি না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার অরিজিনাল কোয়েশ্চানের সংগে এই প্রশ্নের কোন রিলেশান নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে ছেলেগুলি এই কার্য্য করেছে তাদের এ্যারেস্ট না করার হেতু কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ : —হেতু প্রশ্নোত্তরেই বর্ণিত আছে যে ছেলেগুলি অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন। আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে আছে কি না ? যারা এই ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি করে জানলেন ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—পুলিশ রিপোর্ট থেকে যাহা পাওয়া গেছে, তাই ই বলা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন প্রভাবশালী দলের যে সমস্ত ছেলেরা গত নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টির কাজ করেছিলেন তাদের রক্ষা করার জন্য সেইসব কেসগুলি হাশ আপ করা হয়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— হাশ আপ করা হয়নি, কেস তার নিজস্ব গতিতে চলে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— ছেলেগুলি প্রাপ্ত বয়স্ক না অপ্রাপ্ত বয়স্ক এটা এনকোয়েরী করতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাজী আছেন কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :- মাননীয় সদস্যের এই সম্পর্কে জানা থাকলে পুলিশকে জানিয়ে দেওয়াই তার কর্ত্তব্য ছিল।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 196.

Shri S. L. Singh :—Mr Speaker, Sir, question No. 196.

QUESTION	REPLY
1. How the Sub-Deputy Collector of the Tripura Govt. are recruited ,	1. 80% by direct recruitment and 20% by promotion.
2. Who are eligible for absorption in the cadre of Sub-Deputy Collector ?	2 There is no provision for absorption.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং : —এই পর্যন্ত [illegible] সাব-ডেপুটি কালেক্টরের [illegible]

Shri S. L. Singh : –Direct recruitments are made in consultation with Union Public Service Commission. In some cases owing to urgency, some ad-hoc appointments are mede purely on temporary basis, subject to selection of candidate by Union Public Service Commission. Number of such ad-hoc appointment is 16,

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ : [illegible]

শ্রীএস, এল, সিংহ : —নোটিশ চাই

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং : [illegible]

শ্রীএস, এল, সিংহ : —নোটিশ চাই

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ : —এই সাব-ডেপুটি কালেক্টরের [illegible]

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ : —এই পোষ্টের সাব-ডেপুটি কালেক্টর [illegible] আগে পর্যন্ত কি পোষ্ট ছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 208.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 208.

ANSWER

(১) বিভিন্ন উন্নয়ন ব্লকে মোট ১৬ জন সাব-ডেপুটি কালেক্টর আছেন।

(২) ৬·২৫°/.

(৩) কেহ বেকার থাকা সরকারের জানা নাই।

(৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—রিক্রুটমেন্ট করার সময় সিডিউল্ড ট্রাইবসদের জন্য যে ১১°০ পারসেন্ট তথা ৩০ ভাগ পোষ্ট রিজার্ভ রাখার কথা আছে সেই রিজার্ভেসান করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এখানে আগেই বলা হয়েছে যে ৬·২৫ পারসেন্ট দেওয়া হয়েছে

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত টি. ডি. ব্লক এবং সি. ডি. ব্লক আছে এই সমস্ত ব্লকের মধ্যে সিডুল্ড ট্রাইবের কোন বি. ডি. ও. আছেন কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—বলাই আছে যে ৬·২৫ পারসেন্ট সেখানে আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমার প্রশ্নটা পরিষ্কার : যে সমস্ত বি. ডি. ও. টি. ডি. ব্লক এবং সি. ডি. ব্লকগুলিতে আছেন তাদের মধ্যে ট্রাইবেল বি. ডি. ও কেউ আছেন কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—242.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, qoestion No. 242.

QUESTION

(১) R. K. pur P. S. এর case No. GR 180/67 caseটির charge sheet দেওয়া হইয়াছে কিনা ? এই কেসটি এখন কি অবস্থায় আছে ?

ANSWER

না। এরূপ কোন কেইস দায়ের করা হয় নাই।

শ্রীএরশাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার অরিজিন্যাল কোয়েশ্চান জি, আর নয়। সেটাতে ছিল জি, ডি, ১৮০।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যদি এটা ভুল হয়ে থাকে তা হলে আমরা পরে উত্তর দেব।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 151.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 151.

QUESTION

(১) কমলপুরের বিচার বিভাগীয় তদন্তের কাজে সাহায্য করিবার জন্য কতজন উকিল সরকার হইতে নিযুক্ত হইয়াছে,

(২) তাহাদের দৈনিক ভাতা কত,

(৩) তাহাদের নাম কি,

(৪) বিচার বিভাগীয় তদন্তের কাজ আনুমানিক কতদিন পর্য্যন্ত চলিবে?

ANSWER

(১) ২ জন।

(২) উকিল মহাশয়কে তাহাদের ফি ছাড়া কোনরূপ ভাতা দেওয়া হয় না।

(৩) উকিল মহাশয়ের নাম :—

শ্রীরসময় ঘোষ।
শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৪) ইহা সঠিক বলার সুবিধা নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কোন ল-ইয়ারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করা হয়েছে কি না?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত উকিলকে সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সরকারের কোন বিভাগের কোন তহবিল থেকে টাকা দেওয়া হবে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সরকারের বিভিন্ন তহবিল আছে, অতএব উপযুক্ত তহবিল থেকে দেওয়া হবে?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমার প্রশ্নটা পরিষ্কার। কোন্ বিভাগের তহবিল থেকে দেওয়া হবে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা পরে রেগুলারাইজড করা হবে।

শ্রীএরশাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সমস্ত উকিল এখানে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের ডেইলি ফি কত?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—শ্রীরসময় ঘোষ, এডভোকেট—২৫০ টাকা, শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এ্যাডভোকেট—২৫০ টাকা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই পর্য্যন্ত তাদের নিয়োগ করার ব্যাপারে কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা এখন বলা অসম্ভব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে সমস্ত ল'ইয়ার পেনাল লিস্টে আছে তাদের থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে না বাইরে থেকে ল'ইয়ার আনা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, বাইরে থেকে কোন ব্যারিষ্টার আনা হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ব্যারিষ্টার আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৯।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৯, স্যার।

QUESTION

1. Whether the No. 1 Agenda of the meeting of the Land Utilisation and Soil Conservation Board held on 4. 7. 68 was release of 6.47 sqr. miles from Muhuripur P. R. F. in addition to 0.33 sqr. miles already released for rehabilitation of jhumia and landless agricultural workers ;
2. if so, what are the total number of landless agri. workers and jhumia families rehabilitated within 0.33 sqr. miles accordingly ?

ANSWER

1. Yes.
2. The matters relating to allotment of 0.33 sqr. miles of the area shown in Muhuripur proposed Reserve Forest is under consideration of the Government.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এখানে যে ০.৩৩ বঃ মাইল জায়গার কথা বলা হয়েছে, সেই জায়গাটা প্রি-অকুপাইড কি না, অর্থাৎ এই জায়গার মধ্যে আগে থেকে লোক বসতি আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে এটা রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তর্গত ছিল, এখনও সেটা ফাইনালাইজড হয় নি। It is still under examination for finalisation.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা রিজার্ভ ফরেষ্ট এ কথা আমার জানা আছে। কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে it has already been released for rehabilitation of jhumia and landless agriculturists. আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই জায়গায় জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া এবং ল্যাণ্ডলেস এ্যাগ্রিকালচার লেবারারদের দেওয়া হয়েছে না আগে থেকেই অন্য লোক সেখানে বসবাস করছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখনও সেই সমস্ত জায়গায় রিহ্যাবিলিটেশান দেওয়া হয় নাই। দি প্রপোজাল ইজ স্টিল আণ্ডার এগজামিনেশান।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে জায়গার কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি—[illegible] বঃ মাইল, সেই জায়গার মধ্যে বর্তমানে লোক বসতি আছে কি না?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে এটা রিজার্ভ করেই, অতএব সেই জায়গাতে কোন লোক থাকতে পারে না, যদি কেউ থাকে, তাহলে সে ইল্লিগেলি বাস করছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে জায়গার কথা বলা হচ্ছে, সেই জায়গায় ইল্লিগ্যালি কেউ বাস করছে কি না?

Shri S. L. Singh :—It is not known to me

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh, he is absent. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 209.

Shri S. L. Singh :—Question No. 209, Sir.

QUESTION

1. Is it a fact that there was a murder at Makumcherra under P. S. Kunchanpur on 13. 6. 68,
2. How many persons have so far been arrested in connection with this murder case :
3. Is the investigation still going on or already completed ?

ANSWER

1. Yes.
2. 7 (seven) persons
3. Investigation is still proceeding.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ইহা কি রাজনৈতিক দলের মার্ডার না ডাকাতরা এই মার্ডার করেছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখন এটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, সাংক্রাক পার্টি লিগ্যাল পার্টি, না বে-আইনি কোন দল? সাংক্রাক কি রাজনৈতিক দল?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পার্টিকে বে-আইনি কোন জায়গাতে বলা হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই যে সাংক্রাক পার্টি,

এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ল এণ্ড অর্ডার তারা ডিষ্টার্ব করে কি না, পাবলিক পিস্ এণ্ড ট্রাংকুইলিটি তারা ডিস্টার্ব করে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যদি ট্রাংকুইলিটি কেউ ডিস্টার্ব করে, তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত পার্টি রাষ্ট্রের, ষ্টেটের ল এণ্ড অর্ডার ডিষ্টার্ব করে, পাবলিক পীচ ডিষ্টার্ব করে, তাদের বেআইনি বলে ঘোষণা করা হবে কি না ? আইনে এই রকম বিধান আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আইনে বিধান আছে। কিন্তু ডেমক্রেটিক প্যাটে পীচ ডেসট্রয়েড হলে পরেই সে পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করতে হবে এটা এখন পর্যন্ত কোন জায়গায় করা হয় নি। যদি এমন কোন অবস্থা আসে, সরকার নিশ্চয়ই সেই সম্পর্কে চিন্তা করবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইণ্ডিয়ান ক্রিমিনেল ল এমেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯০৮ 'এ আছে যদি কোন পার্টি ল' এণ্ড অর্ডার ডিস্টার্ব করে, পাবলিক ট্রাংকুইলিটি ডিস্টার্ব করে, পাবলিক পীচ ডিস্টার্ব করে, তাহলে সেই পার্টিকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হবে, সেই সম্বন্ধে সরকার চিন্তা করেছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আইনের বিধান অনুসারেই কার্য গ্রহণ করা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ল'টা আইনের মধ্যে উল্লেখ করতে চাই—"Indian Criminal Law Amendment Act, 1908 authorises the State Govt. to declare any association illegal if in its opinion the Association interferes with the Administration of the Law and Order or that it constitutes a danger to the public peace".

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আইন তো আছেই, সেই সম্বন্ধে বিধানও আছে যে যদি কোন লোক বে-আইনী কাজ করে এবং মার্ডার প্রভৃতি কাজ যদি সাংঘাতিক আকার ধারণ করে তখন সেটা সরকার চিন্তা করবেন এবং সেজন্য ঐ বিধান রাখা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে জোড়াছাড়াতে ঘটনা ঘটে, বিভিন্ন জায়গাতে মার্ডার হয়েছে সেজন্য পাবলিক ট্রাংকুইলিটি, পিস্ বিঘ্নিত হয়েছে বলে সরকার মনে করেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আইন অনুসারে সেই সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এখানে দেখা যাচ্ছে যে এইগুলি ত্যাংকার পার্টি করছে। সেই দিকে গভর্ণমেন্ট কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মার্ডার করুক আর যাই করুক যখনি সরকার দেখবেন যে আইন অনুসারে কোন কাজ হচ্ছে না তখনি সরকার এইরকম একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, তার আগে নয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—তা'হলে কি সরকার বলতে চান যে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—বলাই হয়েছে যে সেজন্য সরকার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন সাংক্রাক পার্টি কোন রাজনৈতিক দল কিনা এবং যদি রাজনৈতিক দল হয়ে থাকে তাহলে তার নীতি কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এখনও আমরা ঠিকমত বলতে পারছি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—সাংক্রাক পার্টিটা কোন্ দলের লোকেরা লীড করছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—সাংক্রাক দলের লোকেরা লীড করছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—সাংক্রাক দলের লীডারদের নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এখনও সরকারের হাতে সমস্ত তথ্য আসে নাই।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 197.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 197.

QUESTION.

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কত বৎসর চাকুরী করিলে কোয়াসী পারমানেন্ট এবং পারমানেন্ট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা হয়.

২। নিয়ম অনুযায়ী কোয়াসী পারমানেন্ট হওয়ার যোগ্যতা থাকিলেও ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কতজন কর্মচারী এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত এবং ইহার কারণ কি ?

ANSWER

১। কোয়াসী পারমানেন্ট ও পারমানেন্ট হওয়ার জন্য শুধু চাকুরীর সময় সীমাই যথেষ্ট নয়। এইজন্য কর্মচারীদের (১) বয়স, (২) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (৩) শারীরিক যোগ্যতা (৪) সংশ্লিষ্ট পদে কাজ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য এবং, (৫) চরিত্র প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করার নিয়ম আছে। তাছাড়া চাকুরীতে পারমানেন্সি, স্থায়ী পদের প্রাপ্যতার উপরও নির্ভর করে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ পূরণ হইলে সাধারণতঃ নিরবিচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসর চাকুরী হইলে অস্থায়ী কর্মচারী কোয়াসী পারমানেন্ট বলিয়া ঘোষিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। পারমানেন্ট হওয়ার জন্য কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট নাই।

২। যাহারা কোয়াসী পারমানেন্ট ও পারমানেন্ট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে তাহাদের কাহারও বঞ্চিত হওয়ার কারণ নাই। তবে ২৮১৭ জন কর্মচারীকে নিম্নবর্ণিত কারণাধীন এখনও কোয়াসী পারমানেন্ট বা স্থায়ী বলিয়া গণ্য করা যায় নাই।

(ক) চরিত্র ও অতীত কার্যাবলি সম্পর্কে তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া.

(খ) মেডিকেল এক্জামিনেশান সমাপ্ত না হওয়া.

(গ) কোয়াসী পারমানেন্টরূপে গণ্য করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকা,

(ঘ) অস্থায়ীপদ স্থায়ী বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর সেই পদে স্থায়ী করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকা।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—স্থায়ী পদে তাদের নিযুক্ত করার পূর্বে ঐ পদের জন্য তাদের বয়স, কোয়ালিফিকেশন প্রভৃতি যে রকম নির্দিষ্ট থাকে সেটা দেখেই তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। এখন কোয়াসী পারমানেন্ট, পারমানেন্টের বেলায় এই প্রশ্ন উঠে কেন?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা চেক্ করতে হয়, কেবল তাই নয় পারমানেন্ট হওয়ার জন্য তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, শারীরিক যোগ্যতা যা থাকা দরকার সেই সমস্ত দিক দেখা হয়, দেখে তারপর পারমানেন্ট করতে হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—চাকুরীতে থাকা কালীন কি এই সমস্ত দেখা হয় না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তিন বছর চাকুরী করে বিকলাংগও হয়ে যেতে পারে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—সরকার স্যাটিসফাইড হয়েই তো এদের চাকুরী দেন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তারপর যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্য বিধান আছে এইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—কোয়াসী পারমানেন্ট বা পারমানেন্ট হওয়ার পর যদি বিকলাংগ হয়ে যায় তাহলে কি হবে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তার যে বিধান আছে, সেই বিধান অনুসারে তাকে সমস্ত ছুটি ইত্যাদি ভোগ করতে দিয়ে তারপর প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কোয়াসী পারমানেন্ট সম্পর্কে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে কোন ইনষ্ট্রাকশন আছে কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আছে, এই সমস্ত দেখতে হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি রুলসের মধ্যে কি আছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker ;—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 259.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 259.

QUESTION

১) দুর্বৃত্ত সেংক্রাক পার্টি এই পর্যন্ত ত্রিপুরায় কোন্ স্থানে কতবার হামলা করিয়াছে;

২) তাহাতে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কত;

৩) ক্ষতিগ্রস্তদের কোন প্রকার সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০ স্যার।

QUESTION

1. Whether it is fact that Shri Satish Ch. Saha and Shri Krishna Mohan Saha of Banamalipur have recently been arrested and bailed out ;

2. if so, the reasons thereof ?

ANSWER

1. No.

2. Does not arise.

শ্রী অঘোর দেববর্মা : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বনমালীপুরের সতীশ চন্দ্র সাহা নামীয় কোন ব্যক্তিকে চাউলের চোরাই ব্যাপারে ধরা হয়েছে কি না এবং কোন কেস্ তার এগেইনষ্টে থানার মধ্যে আছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত ১২ই জুন বনমালীপুরের ৩নং ওয়ার্ড থেকে আধা মণ চাউল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া কার্ড নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রী সতীশ চন্দ্র সাহাকে পাকড়াও করা হয় এবং জোনাল এস. ডি. ও'র কাছে হাজির করা হয় এবং জোনাল এস. ডি. ও'র কথামত থানার মধ্যে কেস দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি আগে বলেছি যে সে এ্যারেষ্ট হয় নাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অস্বীকার করতে চান যে এরকম একটা কেস থানার মধ্যে নাই ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এ্যারেষ্টেড হয় নাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, এই সতীশ চন্দ্র সাহার নামে কোন কেস্ থানার মধ্যে আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই জুন মাসের কেসটির ব্যাপারে টিমা তালবাহানা হচ্ছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মনোরঞ্জন নাথ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০ স্যার।

QUESTION

1. What is the extent of loss on account of the damages caused by arson, looting etc. at Chailengta Block Office.
2. Has there been any seizure of arms and ammunition in this connection ?
3. Has there been any arrest concerning this incident ?

ANSWER

1. Loss of Government property is Rs 2,00,000 -(approximately).
2. Yes.
3. Yes.

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আর্মস এবং এ্যামুনিশান কি কি সীজ করা হয়েছে ঐ জায়গাতে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ : — During search, one S. B. B. L. gun and S.B. M. L. guns, some cartridges, gun powder and fixed cartridges of 12 bores gun were seized.

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে আর্মস এবং এ্যামুনিশান এগুলি কার্তুজ এইগুলি বাইরে থেকে আনা হয়েছে ।

শ্রী এস, এল, সিংহ : — [illegible] এস. বি. বি. এল. গানস্ আছে ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই গান কাহার ।

শ্রী এস, এল, সিংহ : আমি নোটিশ চাই ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে দুষ্কৃতকারী পার্টি লুটপাট করল, তাদের এরেষ্ট করা হয়েছিল কি না — আসামীদের [illegible] এরেষ্ট করেছিল কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ : — [illegible] সব ঘটনাস্থলে গেছে ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঘটনার সময় কেউ রেজিষ্ট করেছিল কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ : ঘটনার সময় কেউ সেখানে ছিল না ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেই সময় ব্লক অফিসের কর্মচারীরা কোথায় ছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ : — কিছু কিছু বাড়ীতে ছিল আর কিছু কিছু অফিসেও থাকতে পারে ।

শ্রীএর্সাদ আলী চৌধুরী :—যে গানগুলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কি লাইসেন্স বিহীন না লাইসেন্স আছে ? লাইসেন্স থাকলে কার নামে আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৭।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৭ স্যার।

QUESTION

(a) Whether the Preventive Detention Prisoners have submitted memorandum to the Chief Commissioner and the Chief Minister from Agartala Jail and Bhagalpur Central Jail, Bihar.

(b) If so, what are their submissions ;

(c) What steps have been taken to meet their demands ;

(d) Whather any of the P. D. Prisoners has been given family allowance ;

(e) if not, the reasons thereof ?

ANSWER

(a) Yes.

(b) (i) Their submissions were for higher classification from Group 'B' to Group 'C'.

(ii) Re-transfer from Bhagalpur Central Jail to Agartala Central Jail.

(iii) sanction of family allowance.

(iv) Increase of allowances.

(v) Supply of Spectacles ; and

(vi) Facility of dental treatment.

(c) all the demands (except item No. iv) have been fulfilled. As regards demand (ii) they have been transferred to Presidency Jail, Calcutta.

(d) Family allowance has been sanctioned to 6 (six) detenus ; proposal for sanction of such allowance to 3 (three) more detenus is under consideration.

(e) does not arise.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭ স্যার।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা এ পর্য্যন্ত কে কত টাকা T. A. এবং অন্যান্য Perquisite বাবদ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মোট হিসাব ;

২। মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীরা কে কত টাকা ঘর ভাড়া বাবদ গ্রহণ করেন তাহার হিসাব ?

উত্তর

১। মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, উপমন্ত্রী যিনি যত টাকা T. A. বাবত এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

Travelling allowance

	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯ (জুলাই পর্য্যন্ত)
মুখ্যমন্ত্রী—	১৪/৩/৬৭ হইতে ৩১/৩/৬৭ইং পর্য্যন্ত ৬৬·১৫	৫৯১১·৫০	৭,৭৭৮·৩০
ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার মন্ত্রী—	৭৬৬·৬০	৩,৮২০·৬০	৬১৯·৩৫
কাষ্টমার্স ও শিক্ষা মন্ত্রী	—	৪,০২৫	৩,৬৬৬·১৫
চিকিৎসা ও শ্রম মন্ত্রী—	—	৭,৩০৯·১০	২,৫৫৬·৭০
পশুপালন ও কারা মন্ত্রী—	—	১,৪৩৮·৩০	২,১৬৪·৯০
উপমন্ত্রী—	—	৩,২২০·১০	১,২০০·০০

Conveyance Allowance ও Compensatory Allowance বাবত কিনি যত টাকা এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	Conveyance Allowance			Compensatory Allowance		
	১৯৬৬-৬৭ (১৩/৩/৬৭ হইতে ৩১/৩/৬৭ইং পর্যান্ত)	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯ (জুন পর্যন্ত)	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯ (জুলাই পর্যন্ত)
মুখ্যমন্ত্রী—	৬১·২৯	১,২০০·০০	৫০০·০০	—	—	—
ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার মন্ত্রী—	৬১·২৯	১,২০০·০০	৫০০·০০	—	—	—
কান্নাল ও শিক্ষামন্ত্রী—	৬১·২৯	১,২০০·০০	৫০০·০০	৯১·৯৪	১,৮০০·০০	৭৫০·০০
পশুপালন ও কারা মন্ত্রী—	৬১·২৯	১,২০০·০০	৫০০·০০	৯১·৯৪	১,৮০০·০০	৭৫০·০০
চিকিৎসা ও শ্রম মন্ত্রী—	৬১·২৯	১,২০০·০০	৫০০·০০	৯১·৯৪	১,৮০০·০০	৭৫০·০০
উপমন্ত্রী—	৬১·২৯	১,২০০·০০	৫০০·০০	—	—	—

২। উপরি-উক্ত Compensatory Allowance এর হিসাব হইতে দৃষ্ট হইবে যে, মাত্র তিনজন মন্ত্রী নিজের বাড়ীতে অবস্থান করেন বলিয়া মাসিক ১৫০·০০ টাকা হিসাবে ভাতা প্রাপ্ত হন।

Mr. Speaker .—The question hour is over. There are four unstarred questions today, The Ministers may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions. and unreplied answers of the starred questions,

(Placed on the Table of the House)

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন ছিল উমাকান্ত স্কুলের স্ট্রাইক সম্পর্কে আলোচনার জন্য। যদিও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা রিফিউজ করে দিয়েছিল কিন্তু আজকে—

Mr. Speaker :—I have already given reply to your motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তবুও আমার বলার আছে। একটা জিনিষ বুঝা দরকার। আমাদের বিরোধীদলের একজন ছিল এখন দুইজন। যদি একটা ডিসকাশন অপেন করতে হয় তা হলে তিনজন লোক লাগে পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসে। লোকসভায় প্রায় সময়েই দেখি এবং বিধানসভাগুলিতেও দেখি যে হাউসের মধ্যে অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন মুভ করতে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের এখানে আজ পর্য্যন্ত কোন অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন মুভ করতে দেওয়া হয় নি।

Mr, Speaker :—Please listen to me. I shall discuss the matter with you.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এখানে একটা মাত্র বিরোধী দল। তাদের ডিসকাশনের সুযোগ দেওয়া দরকার। আজকে আসেম্বলী সেসানের শুরু থেকেই আমি দেখছি যে যখনি মুখ্যমন্ত্রী অসুবিধায় পড়েন তখনি তিনি চাপ আপ করে দিতে চান।

Mr. Speaker :—It is not a fact.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— আমার অন্যদিকে যারা আছেন তাদের বলার কোন স্কোপ নাই। সুতরাং আমাকেই বলতে হয়। এই উমাকান্ত স্কুলের একটা ঐতিহ্য আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ফেলে রাখুন আপনার পয়েন্ট অব অর্ডার। আপনার পয়েন্ট অব অর্ডার আমি শুনবো না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তা হলে আমরাও আপনার কোন কথা শুনবো না। (গোলমাল)

Mr. Speaker !--He is not abiding by the rules of procedure of the House. You should obey the rules of procedures.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, please adjourn the House for half an hour.

Mr. Speaker :—I adjourn the House for half an hour.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Mr. Speaker :—I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House upto the 27th August, 1968.

I call on Shri Monoranjan Nath designated by me to move the motion that the House agrees to the allocation of time proposed by the Committee,

Shri Monoranjan Nath :—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

The motion was passed by voice vote.

Shri Aghore Deb Barma :—Mr. Speaker, Sir, on point of order, আমি এ্যাডভাইসরী কমিটির রিপোর্ট পাই নাই।

মিঃ স্পীকার :—আপনি আপনার ড্রয়ার দেখুন, আপনাকে অলরেডি সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে।

GOVERNMENT BUSINESS
FINANCIAL.

Presentation of the Demands for Excess Grants for the year 1964-65,

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business is the presentation of the Demands for Excess Grants for 1964-65.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to present the Demands for Excess Grants for 1964-65.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to present before the House the Demand for Excess Grant for the expenditure incurred in the year 1964-65.

Mr. Speaker : -Hon'ble Members, you are requested to submit your Cut Motions, if any, on Demands for Excess Grants for 1964-65 within 5 P.M. on Tuesday, the 20th August, 1968. You are also requested to have your copies of the Demands for Excess Grants for 1964-65 from the Notice Office.

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker :—I announce the Obituary References of Hareswar Goswami, Late Speaker of the Assam Legislative Assembly and B. Vaikuntha Baliga. the Late Speaker of the Mysore Legislative Assembly.

OBITUARY REFERENCE

Honourable Member,

I would refer to the sad demise of Hareswar Goswami, Late Speaker of the Assam Legislative Assembly on the 10th May, 1968.

Born in February, 1918 he had his early education at Gauhati. He left Cotton Collegiate School in 1930 in protest against Cunningham Circular and joined Kamrup Academy wherefrom he passed Matriculation Examination and graduated from the Cotton College, Gauhati with Honours in Economics. After obtaining M. A. degree in Economics from St. Catherine College. Cambridge, in 1940 he was called to the bar in Lincoln's Inn. London and was awarded Bucharan Prize for standing first. He was an active member of the Congress but left congress in 1948 along with Jaiprakash Narayan and other Congress socialist members and played an active role in the formation of Praja Socialist Party.

Mr. Goswami was the Chairman of the P. S. P. in Assam for twelve years, member of the National Executive of the P. S. P. for sixteen years; president railways, river transport, road transport, Hind Majdoor Sabha besides being president of many Governmet officers organisations. He took active part in Indian's independent movement and suffered imprisonment

several times for taking part in satyagraha and other such movements in 1940. He was also arrested and externed from Manipur for joining the movement for abolishing pass system in Manipur in 1947.

He was elected to the Assam Assembly in 1952 and was the Leader of the opposition party but lost in 1962 general election. During his tenure as an M. L. A. he was for some time the Chairman of the Public Accounts Committee and Estimates Committee.

He rejoined Congress in 1964 and was again elected to the State Assembly in 1967 general elections from Chaygaon constituency and was elected S eaker of the Assam Legislative Assembly.

Mr. Goswami was a lawyer of the Assam High Court and a member of the Assam Bar Council. He was also a lecturer in Bangabashi College, Calcutta and Barooah College at Gauhati for some time. He wrote three books, namely,—"Soviet Russia". "Natshibad" and "Naba Samarajya" and a drama "Rajshing" besides a number of articles in newspapers and journals

This House expresses its deep sense of sorrow and condolence at the premature demise of this great political leader and conveys the same to the members of the bereaved family.

With a grievous heart I am to refer to the sad demise of B, Vaikunta Baliga. the Late Speaker of the Mysore Legislative Assembly on the 6th June, 1968 at Madras.

Born on the 10th April, 1895 at Bantwal, sixteen miles from Mangalore. headquarters of south Kanara District, he received his early education in Sree Venkataramana Elementary School and Base' Evangelical Mission School, Mangalore and St. Aloysius College, Mangalore respectively for the High School and Intermediate Examination in Arts. He then went to Madras to study in Pachiappa's College taking Branch II A Physical Science as Optional Subject. He passed first from the College and the University Examinations securing Mac Donald Gold Medal for the year 1916-17. He then studied Law in the Law College at Madras and set up practice in Manga

He joined the Canara Banking Corporation Ltd., as a Director in about 1926 and continued till 1957 whence he resigned consequent upon the acceptance of a seat in the Cabinet. He was the Director and Chairman of the Canara Public Conveyance Company Limited. Chairman of the Board of Directors of the Canara Mutual Assurance Company Limited, till it was nationalised. He was the President of the Academy of General Education at Manipal which established the Manipal High School, the First Grade College, styled Mahatama Gandhi Memorial College and a Law College at Udipi and the Kasturba Medical College at Manipal and Mangalore and an

Engineering College at Manipal. He was an Honorary Life Member of the Canara Chamber of Commerce for services rendered in establishing it and the President of the Chamber for one year. He was the President of Iswaranada Mahila Sevashram, the Chairman of the Board of Directors of the General Investment Trust Ltd., and the President of Deenabandhu Seva Sangha, Mangalore and a member of the District Board and the Leader of the Congress Party in 1942 and resigned membership and came out of the Board.

He inaugurated the G. S. B. Parishat in Bombay. He was elected a member of the Madras Legislative Assembly from Panemangalore Constituency in 1952 and was a member of some of Committees appointed by the Madras Government.

He was elected to the Mysore Legislative Assembly from Mangalore-1 constituency in the second general election and was Minister for Labour and Legal Affairs from April, 1957 to May, 1958 and was again Minister for Law and Labour from February, 1961 to March, 1962. He was re-elected from Belthangadi constituency in the third general election and was elected Speaker of the Mysore Legislative Assembly on the 15th March, 1962, re-elected from Belthangadi constituency in the fourth general election and elected Speaker on the 15th March, 1967.

This House expresses its deepest sense of sorrow and condolence at the sad demise of this great Leader and conveys the same to the members of the bereaved family.

Mr. Speaker : I would now request all the Ministers and Members to stand and observe two minutes' silence in honour of the departed souls.

(Silence was observed)

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday the 20th August, 1968.

UNSTARRED QUESTION NO. 55.

BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
১। Central Inteligence Bureau কি ত্রিপুরায় গত দুই বছরের মধ্যে কোন দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন ?	জনস্বার্থের খাতিরে ইহা প্রকাশ করা যায় না।
২। তদন্ত করিয়া থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?	প্রশ্ন উঠে না।
৩। তদন্তের ফলাফল কি ?	প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 265.

BY SHRI AGHORE DEB BARMA, MEMBER.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

1. Total number of Govt. Employees whose services have been Terminated under rule 5 of Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1949 and under rule 3(1) of Central Civil Services (Temporary Service) Rule 1953 during the period of July, 1963 to July, 1968 ?

2. And its year-wise and department-wise break up ?

ANSWER

1. Materials are under collection.

2. Does not arise.

Question	Answer
২। Tripura Preventive Detention Order 1957 অনুসারে আটক বন্দীদের কত সময় Interview দেওয়ার কথা।	আত্মীয় এবং অন্যান্যদের সহিত যথাক্রমে অনধিক এক ঘণ্টা ও আধঘণ্টা।
৩। যদি Interviewর সময় সঙ্কুচিত করা হইয়া থাকে কোন আইনে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে।	Tripura Preventive Detention Order 1957 অনুযায়ী।
৪। ইহা কি সত্য যে জেলে আত্মীয় স্বজন Interview লইতে আসিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বটগাছ তলায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় এবং অনেক দিন ফিরিয়া যাইতে হয়।	কাহাকেও অপেক্ষা করিতে হয় না অথবা চলিয়া যাইতে হয় না, যদি দরখাস্তকারী জেইল গেইটে বাংলার বড় হরপে লিখিত নোটিশ অনুযায়ী কার্য্য করেন বা বিধান মত পাওনা অনুযায়ী দেখার প্রার্থী হন।
৫। যদি সত্য হয় ইহার প্রতিকার হইবে কি?	প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে পি. ডি. এক্টের বলে তাদের ডিটেনশান রাখা হয়েছে, সেই এক্টের মধ্যে ইন্টারভিউ সম্পর্কে সময় কত দেওয়া হয়েছে?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—এখানে উত্তরে বলাই হয়েছে যে আত্মীয় হলে এক ঘণ্টা এবং অন্যান্যদের সহিত আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩১।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩১, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই সাবডিভিশনের কল্যাণপুর এলাকায় ত্রিপুরার ৫টি উপজাতির জন্য ১৯৩১ সনে ১১০ বর্গ মাইল ১৯৪৩ সনে সাতটি সাবডিভিশনে ১৯৫০ বর্গ মাইল ভূমি সংরক্ষণ করা হইয়াছিল?	এখানে ত্রিপুরার মহারাজার আমলে যেই ভূমি সংরক্ষণ করা হইয়াছিল তার কিছু অঞ্চল সেই মহারাজার অনুসারেই সংরক্ষিত হইয়া থাকে।
২। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে বর্ত্তমানে প্রচলিত ভূমি সংস্কার আইন ও নিয়মাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি না?	না।
৩। না হইয়া থাকিলে কারণ ও হইয়া থাকিলে কত নম্বর ধারাতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে?	ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডার নামক বিশেষ আইন ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন দ্বারা বাতিল হয় নাই। উভয় আইনই পরস্পর নির্ভরশীল।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কি, আজ পর্য্যন্ত সেই আইন পুরোপুরিভাবে মানিয়া চলা হইতেছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আইন নিশ্চয়ই মানিয়া চলা হইতেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ১৯৩৯ সন থেকে ১৯৪৩ সন পর্যান্ত তৎকালীন মহারাজা যে উপজাতি এলাকা বলে ঘোষণা করেছিলেন তার থেকে যে অংশ মুক্ত করা হয়েছে, সেটা কোন সময়ে করা হয়েছিল, কার আদেশ বলে এবং কোন আইনের বলে সেটা করা হয়েছে ? ভূমির পরিমাণ কত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহা জানেন কি, ভূমির অধিকারে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলের মধ্যে পার্থক্য কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান। তবুও আমি বলছি যে এই জায়গাতে একটা আইন আছে সেটা হচ্ছে বর্গা আইন। এই আইন বলে সে ট্রাইবেলই হোক আর নন-ট্রাইবেলই হোক, যে জমি বর্গা করবে সেই জমির মালিকানা পাবে। সেখানে ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল বলে কিছু নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্তমানে যে অংশটাকে উপজাতি রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ইন এক্জিস্টেন্স, সেই আওতায় কোন্ কোন্ গ্রাম আছে এবং ভূমির পরিমাণ কত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, ফরেষ্ট রিজার্ভ এর আওতারে পড়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যদি এ ঘোষণা এখন পর্যান্ত বলবৎ থাকে তাহলে আজ পর্যান্ত সেটেলমেন্ট কোন অধিকার বলে সেই সমস্ত এলাকায় নন-ট্রাইবেলদের বন্দোবস্ত দিচ্ছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যদি এইরকম কিছু হয়ে থাকে তাহলে দে কান গো টু দি কোর্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন খোয়াই বিভাগের শান্তিনগর উপজাতি রিজার্ভের এলাকাভুক্ত কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সেই এরিয়াতে কিছু লুঙ্গা জমি আছে না শুধু টিলা

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ঘোষণা বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক লেখালেখি করার পর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারকে স্যাংশান দেওয়া হয়েছিল, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইহা সম্পূর্ণ অসত্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে, যে সমস্ত এলাকায় রিজার্ভ বলবৎ আছে সেইসমস্ত এলাকায় সেই আইনটা অগ্রাহ্য করে নন-ট্রাইবেলদের যথেচ্ছভাবে সেখানে সেটেলমেন্ট দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট আইন রক্ষা করছেন এবং ভবিষ্যতে তা করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যে সমস্ত রিজার্ভ এলাকার মধ্যে এই ঘোষণা অগ্রাহ্য করে নন-ট্রাইবেলদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, সরকার তাদের সম্বন্ধে কি করবেন ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—তারা কোর্টে উপস্থিত হয়ে মোকদ্দমা করতে পারেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—কোর্টে কারা উপস্থিত হবেন ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—যারা মনে করেন ডিপ্রাইভড্ হয়েছেন তারাই যাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যে ঘোষণাটা আইনতঃ বলবৎ আছে রাজ্য সরকার সেই ঘোষণাটা মেনে চলেছেন বলে রাজ্য সরকার মনে করেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে আইন অবজার্ভ করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আইন ইন এক্জিসটেন্স সেই আইনটা কিভাবে অবজার্ভ করা হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আইনানুগভাবে করা হয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—ভূমি সংস্কার আইনের কত নম্বর ধারাতে ট্রাইবেলদের এ অধিকার দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ভূমি আইনের প্রত্যেক ধারার কথা আমি বলতে পারব না। মাননীয় সদস্যের জানা থাকলে উল্লেখ করলে আমি কৃতার্থ হব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কথা বলেছেন যে আইনটা পরিপূরক। এই পরিপূরকটা কোন ধারা থেকে আসে বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা সময় সাপেক্ষ। তবে মাননীয় সদস্যের যদি জানা থাকে তাহলে যদি বলেন তবে বাধিত হব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বারবার বলেছেন যে আইনানুগভাবে করা হয়েছে, এই আইনানুগ কথাটার অর্থ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আইনকে আইন বলেই জানি। অতএব তিনি যদি আরও ভাল একস্প্লেনেশন দিতে পারেন তাহলে কৃতার্থ হব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—তুমি সংস্কার আইনের মধ্যে যে ১৮৭ নং ধারাটি আছে তাতে এই আইনটি কাভার করে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ কাভার করে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে ট্রাইবেলদের জায়গা নন্-ট্রাইবেলদের কাছে হস্তান্তর করতে হলে ডি, এম,এর পারমিশন দরকার। কিন্তু রিজার্ভ এলাকাভুক্ত জায়গা সম্পর্কে পরিষ্কার উল্লেখ নাই। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিভাবে এই কথা বলতে পারেন যে মহারাজার ঘোষিত রিজার্ভ এলাকা ১৮৭ নং ধারাতে কাভার করে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি যতটুকু জানি সেটা কাভার করে এবং সেই অনুসারেই আমি বলেছি। তা যদি না করে থাকে তবে বিশেষজ্ঞের মত পেলে পরে আমি বাধিত হব।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 201.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 201.

QUESTIONS

১) জি. বি. হাসপাতালে প্রতি ওয়ার্ডে রোগীর আসন সংখ্যা কত ?

২) প্রতি ওয়ার্ডে প্রতি ডিউটি টাইমে কত জন এবং অথরিটিজ নির্দিষ্ট নার্সেস ডিউটি দিয়া থাকেন ?

৩) রোগী ও নার্সের হার (রেসিও) যথেষ্ট কিনা ?

৪) একজন নার্সকে প্রতিদিন কত ঘন্টা ডিউটি দিতে হয় ?

ANSWER

১) জি, বি, হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডে রোগীর আসন সংখ্যা নিম্নরূপ :—

1.	Male Medical Ward I	40 Nos.
2.	Female Medical Ward I	40 ,,
3.	Male Surgical Ward II	40 ,,
4.	Female —Do—	40 ,,
5.	Male Combined Ward III	40 ,,
6.	Female —Do--	40 ,,
7.	T. B. Ward	50 ,,
8.	Eye Ward	15 ,,
9.	Cabin	10 ,,
	TOTAL :	315 Nos.

২) দৈনিক প্রতি শিফটে নার্সের সংখ্যা নিরূপ :—

Name of Wards	Categories of staff	Morning shift	Evening shift	Night shift
1	2	3	4	5
Male Medical I. Female Medical Ward I, Male Surgical II, Female Surgical Ward II, Male Combined III, Female combined Ward III, T. B. Ward.	Staff Nurse	2		
	Asstt. Nurse	2	2	2
Eye Ward } Cabin }	Staff Nurse	1		
	Asstt. Nurse	1	1	1

৩) রোগী ও নার্সের আনুপাতিক হার স্বাভাবিক।

৪) ৮ (আট) ঘণ্টা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে রেশিও এখানে দেওয়া হয়েছে সাধারণতঃ রোগীর সংখ্যা হাসপাতালে এই রেশিও থেকে কম থাকে না বেশী থাকে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—রোগীর সংখ্যা বাড়া সত্বেও যে সীট আছে তাতে পড়ে দেখা যায় যে রেশিও আছে, সাধারণতঃ নিয়ম হচ্ছে হাসপাতালে রেশিও থাকবে ওয়ান নার্স ইজ টু সিক্স টু এইট এবং তার মধ্যে যেটা আছে আমাদের এখানে সিক্সের উপরে আছে, এইটের উপরে নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে প্রতি ওয়ার্ডে যে বেড নাম্বার আছে সেই বেড নাম্বার অনুযায়ী থাকে কি না ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—কোন কোন সময় বেশী থাকে। বেশী রোগী থাকা সত্বেও যে রেশিও আছে তা নার্সের ট্রেনথের সিক্সের চেয়ে বেশী নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন নার্সের ডিউটি সম্পর্কে কোন রুলস্ আছে কি না, অক্জিলারী নার্স কি করবে ষ্টাফ নার্স কি করবে ?

শ্রী টি, এম. দাসগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে অক্জিলারী বা অ্যাসিস্টেন্ট নার্স যারা আছে তারা রোগীর সংখ্যা অনুপাতে যথেষ্ট কিনা ?

শ্রী টি, এম. দাশগুপ্ত :—আমি তো আগেই বলেছি যথেষ্ট।

Mr. Speaker : – Shri Manoranjan Nath.

Shri Manoranja Nath :—227.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 227.

QUESTION

1. Is there any contemplation of the Government for opening of T. B. Chest Clinic at Dharmanagar.
2. Is there any contemplation for construction of building for T. B, Chest Clinic at Dharmanagar ;
3. If so, when the Govt. undertake to do the work ?

ANSWER

1. Yes.
2. Yes.
3. As soon as all the formalities regarding budget etc. are completed.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই এষ্টিমেট প্রিপেয়ার করতে কতদিন লাগবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সময় বলা সম্ভব নয়। মেজারমেন্ট ইত্যাদি পি. ডব্লু. ডিপার্টমেন্ট করছে, তারপর আমাদের কাছে যখন স্পেসিফিক প্রপোজাল আসবে, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এপ্রুভেল হলে পরে কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই কনটেমপ্লেশান আরও পাঁচ ছয় বৎসর আগে ছিল কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি তার জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মফঃস্বল সাবডিভশানের মধ্যে ধর্ম্মনগরে টি. বি. পেশেন্ট বেশী, ইহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ওয়ার্ড এ্যা ওয়ানস একজিবিউশান করার চেষ্টা করা হবে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান না করলে পরে এটা স্টার্ট করা সম্ভব হবে না। তবে টি, বি, রোগীর চিকিৎসার পুরোপুরি ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে স্পেশালিষ্ট

সেই সমস্ত জায়গায় যান এবং খারাপ কেস থাকলে পরে সেটা আগরতলা ট্রান্সফার করা হয় এবং চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া ধর্মনগরে এক্স-রে করার ব্যবস্থা আছে, এক্স-রের জন্য আগরতলা আসতে হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কোথায় সে চেস্ট ক্লিনিক বিল্ডিং হবে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ঐ এরীয়ার মধ্যেই হবে যেখানে হাসপাতাল আছে।

মি: স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার, ২৪১।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪১, স্যার।

প্রশ্ন

১) জি, বি, হাসপাতালের দোতালার উপরের ছাদ চোয়াইয়া বৃষ্টির জল ওয়ার্ডগুলিতে ও বারান্দায় পড়ে বলিয়া সরকার অবগত আছেন কি?

২) থাকিলে, উহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

Answer

১) হ্যাঁ।

২) জি, বি, হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিতে ও বারান্দায় যাহাতে বৃষ্টির জল চুয়াইয়া না পড়িতে পারে, তজ্জন্য পূর্ত বিভাগকে সত্বর যথাবিহিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীনরেশ রায় :—এই ব্যবস্থা কবে হইতে কার্যকারী করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—অল্প কিছুদিন আগে ইঞ্জিনীয়ার যেয়ে দেখে এসেছেন, অতএব মনে হয় শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীএর্শাদ আলি চৌধুরী :—এই বিল্ডিংটি কবে করা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, ছাদ দিয়ে যে জল পড়ছে সেটা কতদিন ধরে পড়ছে?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—অনেকদিন ধরেই পড়ছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার : —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে বলবেন কি, তিনি স্বচক্ষে এই জল পড়ার অবস্থা দেখেছেন কি?

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :—আমি দেখেছি, স্যার।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, জল পড়ার জন্য রোগীদের কোন ট্রাবলস সৃষ্টি হয়েছে বা পৃথক কোন রোগের উৎপত্তি হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি যতটুকু জানি বেশী জল বারান্দায়ই পড়ে এবং যখন জল পড়ে তখন সেখান থেকে রোগীর বিছানা অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে কন্ট্রাক্টার এই বিল্ডিং তৈরী করেছে, জল পড়ার জন্য কন্ট্রাক্টার থেকে কোন কম্পেনসেশান আদায় করা হয়েছে কিনা বা তাকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বিল্ডিং তৈরী হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে যদি সেই বিল্ডিংয়ের কোন ক্ষতি হয় তাহলে কন্ট্রাক্টারের দায়িত্ব থাকে, তারপরে আর কোন দায়িত্ব তার থাকে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—৫৮।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮ স্যার।

QUESTION

১। কমলপুর বিভাগের দক্ষিণ উপজাতি প্রধান অঞ্চল আমবাসাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন একটি টি. ডি. ব্লক চালু করিবার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না ;

২। যদি থাকে তবে কবে চালু করা হইবে ?

ANSWER

উঃ।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ছামনু টি. ডি. ব্লক এবং রাইমা-সরমায় ডুম্বুর টি. ডি. ব্লক অবস্থিত আছে কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—রাইমা-সরমায় আছে, ডুম্বুরেও আছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কিসের ভিত্তিতে ছামনু টি. ডি. ব্লক এবং ডুম্বুর টি. ডি. ব্লক খোলা হয়েছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—সাধারণতঃ লোকসংখ্যার উপর বেসিস করে করা হয়, বিশেষতঃ এইগুলি ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চল বলে সেখানে টি. ডি. ব্লক খোলা হয়েছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, এই অঞ্চল সীমান্তবর্তী এবং বহু বিতর্কিত শিকারিবাড়ী কলোনী, চাঁদছড়া কলোনী, এবং চন্দ্রাইবাড়ী কলোনী এই জায়গায় অবস্থিত ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সীমান্তবর্তী অঞ্চল হলেই ব্লক করা হয় না, অন্যান্য দিক বিবেচনা করেই সেইসব ব্লক করা হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্তমানে ত্রিপুরায় কয়টি টি, ডি, ব্লক চালু আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরায় কোন কোন অঞ্চলে টি, ডি, ব্লক করা যায় তারজন্য সার্ভে করা হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যেসব টি, ডি, ব্লক আছে সেইসব অঞ্চলে উপজাতির সংখ্যা শতকরা কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮১।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮১ স্যার।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়াতে আয়ুর্বেদী ঔষধালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত উহা কার্যকরী হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়াং

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২ স্যার

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that the present Superintendent of G. B. Hospital is not allowed to supervise the treatment of patients other than the patients of Surgical Ward ;	Superintendent is responsible for the over-all administration of of hospital and supervision of treatment in each ward is the responsibility of the Officer-in-charge of the Unit.
2. If so, the reasons there of.	Does not arise.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 203.

Shri Taritmohan Dasgupta :—Question No. 203, Sir.

প্রশ্ন

১) হাসপাতালের রোগীদের (জি, বি, ও ডি, এম,) জন্য ডায়েট চার্ট (তালিকা) কত প্রকার ;

২) প্রত্যেক প্রকারের ডায়েট চার্টে (মাখন, দুধ, চাউল, ফল, ডিম ইত্যাদি) কি কি জিনিষ প্রত্যেক বেলায় দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক জিনিষের পরিমান কত ?

উত্তর

১) জি, বি, ও ডি, এম, হাসপাতালের রোগীদের জন্য ছয় প্রকারের ডায়েট চার্ট (তালিকা) আছে।

২) সংগীয় চার্ট দ্রষ্টব্য।

Starred Question No. 203

SCALE OF DIET PER PATIENT PER DAY
APPROVED BY THE GOVT. OF INDIA

Diet No. I

Milk—930 Ltr.
Barley—29 Gr.
Sugar—58 Gr.
Orange &
banana or two varieties of
seasonal
Fruits ——2 Nos.
Tea 4 Gr.

Diet No. II

Milk—930 Ltr.
Bread—117 Gr.
Butter—29 Gr.
Sugar—58 Gr.
Tea — ·4 Gr
Egg — 1 No.
Orange or banana or any
two seasonal
varieties fruits—1 No.

Diet No. III

Milk—467 Ltr.
Sugar—29 Gr
Rice —292 Gr.
Bread—58 Gr.
Butter—29 Gr.
Dal —58 Gr.
Vegetables—175 Gr.
Potatoes—58 Gr.
Fish or meat—117 Gr.
Tea—4 Gr.
Egg— 1 No.
Banana— 1 No.

Diet No. IV

Milk—467 Ltr.
Sugar—53 Gr.
Rice—292 Gr.
Bread—58 Gr.
Butter—29 Gr.
Dal —58 Gr.
Vegetables—233 Gr.
Potatoes —233 Gr.
Orange or Banana or any
other seasonal fruit—1 No.
Tea— 4 Gr.

Diet No. V

Milk—767 Ltr.
Sugar—29 Gr.
Rice—117 Gr.
Bread—58 Gr.
Butter—29 Gr.
Potatoes—117 Gr.
Dal —58 Gr.
Fish or meat—117 Gr.
Orange or banana or any other seasonal fruit—1 No.
Egg —1 No.

Diet No. VI

Milk—700 Ltr.
Sugar—29 Gr.
Rice—117 Gr.
Bread—58 Gr.
Butter—29 Gr.
Vegetables—117 Gr.
Potatos— 58 Gr.
Dal — 58 Gr.
Orange or banana or any other seasonal fruit 1 No.

Spices.

Salt—14 Gr.
Chilli, Haldi, Jira —14 Gr.
M. Oil —042 Gr.
Firewood - 700 Gr.

N. B :—The Medical Officer in charge of the patient may, if desire, prescribe extra diet in addition to the scale

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কেটাগরি অব ডায়েটের কথা বলা হয়েছে তা কিসের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত ঃ—এটা স্টান্ডার্ড হসপিটালের জন্য আছে। প্রত্যেক হাসপাতালেই কম বেশী অবস্থার সংগে ঠিক করে এই ধরনের চার্ট করা হয়েছে

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মেল মেডিকেল ওয়ার্ড এবং সার্জিকেল ওয়ার্ডের মধ্যে ডায়েটের তারতম্য আছে কিনা, থাকলে কি রকম ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত ঃ—আমার কাছে যে চার্ট আছে তার থেকে দেওয়া হয়, এছাড়াও কিছু স্পেশাল ডায়েট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সকল রোগীকেই সকালে রুটির সংগে বাটার দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীটি. এম. দাশগুপ্ত ঃ—সকলকে কিভাবে দেওয়া হবে বুঝতে পারি না। যে রোগীর যা দরকার সেই রোগীকে চার্ট থেকে বেছে ডায়েট প্রেসক্রাইব করতে হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—হসপিটালের রোগীদের বাটার দেওয়া হয় না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এনকোয়ারী করে দেখবেন কি ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ—স্পেসিফিক কমপ্লেইন থাকলে তা এনকোয়ারী করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—হসপিটালের সার্জিকেল ওয়ার্ডের মধ্যে সকালে যে রুটি দেওয়া হয়, তার সংগে বাটার দেওয়া হয় না।

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—এটা হল জেনারেল ডায়েট : তার মধ্যে ডাক্তারের ডিস্‌ক্রিশন থাকে, তা ছাড়া এই যে চার্ট আছে তার উপর স্পেশ্যাল ডায়েট দেওয়ার অধিকার ডাক্তারের আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—সার্জিকেল ওয়ার্ডের মধ্যে ইন জেনারেল রোগীদের বাটার দেওয়াই হয় না। এটা এনকোয়ারী করে দেখবেন কি ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আমি এ বিষয়ে আগেই উত্তর দিয়েছি যে স্পেসিফিক পয়েন্ট থাকলে বলবেন। জেনারেল ডায়েট ডাক্তাররা যা দেবেন তার মধ্যে দেখার কিছু নেই

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—জেনারেল ডায়েটের মধ্যে সংগে রুটির সংগে বাটার দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা তো আমি মেনে নিয়েছি। আমি বলছি সার্জিকেল ওয়ার্ডে দেওয়ার কথা, মেল মেডিকেলে নাও দেওয়া হতে পারে। কিন্তু সার্জিকেল ওয়ার্ডে দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—সেরকম যদি কোন স্পেসিফিক কমপ্লেন থাকে দেওয়া হচ্ছে না দাবি [illegible] গুরুত্ব [illegible]।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি যে, হসপিটালে দুপুরে ঠিক টাইমমত দেওয়া হয় কিনা তিনি জানেন কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—দুপুরের খাবার একটার সময় দেওয়া সুরু হয়, তবে জায়গায় জায়গায় দিতে দিতে হয়ত কিছু দেরী হয়ে যায়। তবে একটা থেকে দুইটার মধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে যায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে, হাসপাতালে যে দুপুরে ডায়েট দেওয়া হয় সেটা দুইটার পরে দেওয়া সুরু হয় এবং এটা নিয়ে সার্জিকেল ওয়ার্ডের রোগীরা খাওয়া বিফিউজ করছে কি না ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বর্ত্তমানে জি, বি, হসপিটালে পাচকের সংখ্যা কত ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Cl. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal : Question No. 285.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 285.

QUESTION

১) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে অমরপুর মহকুমার হাসপাতালে পাম্পিং মেশিন-এ জল পাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না।

২) না থাকিলে কিভাবে জল সরবরাহ করা হয়।

৩) Indoor-এর ভিতরে জলের ব্যবস্থা না থাকায় অসুবিধা হয় কি না?

৪) কবে পর্যন্ত এগুলি কার্যকরী হইতে পারে?

ANSWER

১) অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে পাম্পিং মেশিনে জল সরবরাহের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

২) উক্ত হাসপাতালের কম্পাউণ্ডের ভিতর দুইটি টিউবওয়েল হইতে জল সরবরাহ করা হয়।

৩) জল সরবরাহের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের ভিতর দুইটি টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার জন্য আধুনিক পাম্পিং মেশিন বসানোর প্রাথমিক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই উদ্যোগ করিতেছেন।

৪) পাম্পিং মেশিনের spare-parts সংগ্রহ করা সাপেক্ষে পাম্পিং মেশিন বসানো স্থগিত রাখা হইয়াছে। Spare parts সংগ্রহ হইলে যথাসম্ভব পাম্পিং মেশিন বসানো হইবে।

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riang.

Shri Bajuban Riang —Question No. 143.

Shri T. M. Dasgupta : —Mr. Speaker, Sir, Question No. 143.

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে জি. বি. হাসপাতালের রোগীদের বেডগুলিতে ছারপোকায় ভর্তি;

২) যদি সত্য হয়, প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছেন কি ও কবে পর্যন্ত ছারপোকা নির্মূল করা যাইবে?

ANSWER

১) হ্যাঁ, ছারপোকা আছে।

২) ছারপোকা নির্মূলের সর্বিধ ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। যেমন, টিক-টুয়েন্টি, ডালফ কুমিগেশান ইত্যাদি ছড়ানো।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 284.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 284.

QUESTION

১) তেলিয়ামুড়া মর্গ স্থানান্তরের জন্য তেলিয়ামুড়ার জনসাধারণ সরকারের নিকট লিখিত আবেদন জানাইয়াছে কি ?

২) জানাইয়া থাকিলে, কবে পর্যান্ত মর্গ স্থানান্তর হইবে জানাইবেন কি ?

৩) মর্গে মরা পচিয়া জনসাধারণের পক্ষে অসুবিধা হয়, একথা স্বীকার করেন কি ?

ANSWER

১) ইং, ২।৮।৬৮ইং তারিখের লিখিত আবেদন পত্রখানি ১৩-৮-৬৮ইং তারিখে কর্তৃপক্ষের হস্তগত হইয়াছে।

২) বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন।

৩) পচনশীল মৃতদেহ জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে যেখানে মর্গ টা আছে তার কাছেই লোকালয় আছে কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত : —যেখানে মর্গ আছে তার কাছে লোকালয় আছে। কিন্তু যখন হাসপাতাল করা হয় তখন লোকালয় ছিল না। হাসপাতাল করার পর লোকালয় হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই পচনশীল মৃতদেহ স্বাস্থ্যের জন্য সেই লোকালয়ের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—যদি পচনশীল থাকে তবে ক্ষতিকর হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পচনশীল থাকলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর স্বীকার করলেন। আমার প্রশ্ন সেগুলি পচনশীল থাকে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—সম্প্রতি এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল, তারপর একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে পাবলিককে যে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে কেউ মৃতদেহ নিয়ে না যায় তবে সরকার থেকে সেগুলি ডিসপোজ করা হবে।

মিঃ স্পিকার :—স্টার্ড কোশ্চেন শেষ হল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১১ (প্রস্তুত)

শ্রী এস. এম, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৫, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। খোয়াই বিভাগের লক্ষ্মীনারায়ণপুর মৌজায় ট্রাইবেল এবং বাংগালী কৃষকদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ আজও অমীমাংসিত রহিয়াছে কিনা ?	মামলা নিষ্পত্তির পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
২। যদি অমীমাংসিত থাকিয়া থাকে তাহা মীমাংসা করার জন্য সরকার পক্ষ হইতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে ?	
৩। এই বিরোধের ফলে যেসব উপজাতি কৃষক নিজেদের দখল করা জমি হইতে উচ্ছেদ হইয়া গেল তাহাদের সেই জমি ফেরত দেওয়ার কোন সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে কি না ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই বিরোধের ফলে সেখানে কত পরিবার উপজাতি উচ্ছেদ হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, লক্ষ্মীনারায়ণপুরের কৃষকের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট কোন দরখাস্ত পেশ করেছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—দরখাস্ত আছে। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যান্ত আমরা কিছু করতে পারছি না।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, জেলা শাসক লক্ষ্মীনারায়ণপুরে গোলমালের তদন্তের জন্য কতবার গিয়েছিলেন এবং তিনি কি মন্তব্য করেছিলেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মামলা চলতে থাকলে তদন্ত অনবরত চলবে অতএব সেই অনুসারে চলছে

শ্রী নরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখান থেকে কোন বাঙ্গালী পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন, সম্প্রতি সেখানে ধান কেটে নেওয়ার কোন ঘটনা ঘটেছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিধাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১, স্যার।

প্রশ্ন

১। কলোনিয়া কাঠালিয়া ৪ড়ায় (ক) জুমিয়া কলোনী (খ) মাছের বাঁধ (গ) কৃষি কার্য্য (ঘ) পিগারী এণ্ড পোলট্রী (ঙ) মডেল ওচার্ড (চ) শিল্প (ছ) রাস্তাঘাট ও অন্যান্য বাবত এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে।

২। ঐ কলোনীতে কতজন জুমিয়া পুনর্বসতি পাইয়াছেন

৩। যাহারা প্রথমে পুনর্বসতি পাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে কতজন বর্তমানে কলোনীতে আছেন ?

Minister-in-charge of Tribal Welfare Deptt. —Chief Minister.

১। (ক) ১,২৪,৫০০.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

(খ) ৭,০০০.০০ " " "

(গ) ২,০০০.০০ " " "

(ঘ) ৬০০.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

(ঙ) কোন টাকা খরচ হয় নাই।

(চ) ১,৭৫০.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

(ছ) ১,০৯,১৫৪.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

মোট— ২,৪৫,৪০৪.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

২। ২৪৯টি জুমিয়া পরিবার পুনর্ব্বাসন পাইয়াছেন।

৩। ২১১টি জুমিয়া পরিবার বর্ত্তমানে বসবাস করিতেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কাঠালিয়া কলোনীর মাছের বাঁধ, কৃষিকার্য্য, পিগারী এবং পোলট্রি, ইত্যাদি পরিচালনার জন্য সেখানে সরকার পক্ষ থেকে কোন কর্ম্মচারী আছে কিনা—ই সুপারভাইজ দি ওয়ার্কস ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—যখনই কোন টাকা খরচ করা হয়, তখনই সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে তা করা হয়, অতএব কর্ম্মচারী বিহীন কোন টাকা কোথাও খরচ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্ত্তমানে এই সংস্থাগুলি পরিচালনার জন্য কয়জন সুপারভাইজার সেখানে আছেন ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭।

শ্রীএস. এল. সংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। Kailasahar মহকুমার Lalcherra Co-operative Farming-এর অন্তর্গত যে সকল Tribal Jumia পুনর্বসতি পাইয়াছে তাহাদের কি জুমিয়া Grant দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে ?

২। যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়া থাকে তবে ঐ Grant-এর টাকা কবে দেওয়া হইবে এবং কি ভাবে দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা। :—কোয়েশ্চান নম্বার ১৮।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮ স্যার।

প্রশ্ন

(১) ১৯৬৬ সাল হইতে এপর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কোন কোন শিল্পে কতবার শ্রমিক কর্মচারীরা নিজ নিজ দাবীতে ধর্মঘট করিয়াছেন ;

(২) ঐ ধর্মঘটের ফলে কত কাজের দিন ক্ষতি হইয়াছে ;

(৩) ধর্মঘটের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার কারণ কি ;

(৪) কয়টি ধর্মঘটে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী দাওয়া আংশিক বা পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, কয়টি ধর্মঘটে দাবী স্বীকৃত হয় নাই ?

উত্তর

সন	শিল্পের নাম	ধর্মঘটের সংখ্যা	কাজের দিনের ক্ষতির সংখ্যা।
১	২	৩	৪
১৯৬৬	১) দাস ব্রাদার্স	১ বার	১ দিন
১ ও ২ নং	২) ত্রিপুরা শিল্প সদন	১ বার	১ দিন
উত্তর।	৩) প্রসন্নময়ী ফ্যাক্টরী	১ বার	১ দিন
	৪) মেসার্স কে. ধর রায়	১ বার	১ দিন
	৫) সিমলাছড়া চা বাগান	১ বার	১২১ দিন
	(৬,৭,৮) হরেন্দ্রনগর, বিনোদিনী ও দুর্গাবাড়ী চা বাগান।	১ বার	৮৭ দিন
	(৯) মেখলীপাড়া চা বাগান	১ বার	৬ দিন
	১০) মহেশপুর চা বাগান	১ বার	৪ দিন
১৯৬৭			
	১) ধর্মনগর চা বাগান	১ বার	৩ দিন
	২) মেখলী পাড়া চা বাগান	১ বার	½ দিন
	৩) কালাইছড়া চা বাগান	১ বার	১ দিন
	৪) নৃপেন্দ্রনগর চা বাগান	১ বার	৩ দিন
	৫) কাটিকছড়া চা বাগান	১ বার	৩ দিন

১৯৬৮ সালের
জানুয়ারী হইতে

এপ্রিল পর্য্যন্ত (১) বেকারী	১ বার	১ দিন
২) স মিলস	১ বার	৩৫ দিন
৩) বিড়ি ফ্যাক্টরী	১ বার	৫৪ দিন
৪) হালাইছড়া চা বাগান	১ বার	৬ দিন

৩ নং উত্তর। বৃদ্ধি হয় নাই।

৪ নং উত্তর। ১৮টি ধর্ম্মঘটে কর্ম্মচারীদের দাবী আংশিক বা পূর্ণ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল মাত্র ১টিতে দাবী স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই ধর্ম্মঘটগুলি মীমাংসা করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—সরকারের তরফ থেকে লেবার বিভাগ কন্সিলিয়েশান এবং রিকনসিলিয়েশানের মধ্য দিয়ে সেগুলি সম্পন্ন করা যায় কি না সেই চেষ্টা করে থাকেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সরকারী চেষ্টায় এই পর্য্যন্ত কতটা ধর্ম্মঘট মীমাংসা হয়েছে এবং কয়টি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় আছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এটার জানাতে হলে আমি নোটিশ চাই, স্যার।

Mr. Speaker :—There are four Unstarred Questions to-day. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল আমি একটা পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছিলাম, অবশ্য মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয়ের পয়েন্ট অব অর্ডারের উপর রুলিং এর অপেক্ষায় আমি আমার পয়েন্ট অব অর্ডার পারস্যু করি নাই। আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে, প্রত্যেকটি এ্যাসেম্বলী সেশানের আগে লীডার অব দি হাউসের সঙ্গে চীফ কমিশনার বা এডমিনিষ্ট্রেটার আলাপ আলোচনা করে এসেম্বলী ডাকেন। এই এ্যাসেম্বলী কতদিন চলিবে, এ্যাসেম্বলীর বিষয় বস্তু কি আছে না আছে, এইসব আলাপ আলোচনা করে সাধারণতঃ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার এ্যাসেম্বলী সামন করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার এ্যাসেম্বলী বিশেষ করে এই সেশনের মধ্যে সরকারী বিল বা বিষয় বস্তু বলতে একমাত্র একটি আছে, যেটার ডিসপোশনের সময় হয়ত বড় জোর একদিন লাগতে পারে, এছাড়া সরকারী বিজনেস আর কিছু নাই, শুধু বেসরকারী বিজনেস দিয়ে ভর্ত্তি করতে হবে এবং সাত আট দিন এ্যাসেম্বলী সেসন চলবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এইভাবে সামন করা যুক্তিসংগত হয়েছে কি না।

Mr. Speaker—Honble Member, I reserve my ruling. You will have it tomorrow.

Shri Umesh Lal Singh :—Mr. Speaker, Sir, yesterday Shri Agore Deb Barma, M. L. A. committed a breach of privilege and contempt of the Chair alleging that Mr. Speaker is not impartial in his treatment with the opposition members. Hon'ble Chief Minister rightly pointed out this fact to the Chair stating that breach of privilege has been committed by Shri Deb Barma in actual view of the House. I think Shri Deb Barma committed breach of privilege and contempt of the House and the Chair. I therefore, beg to move that Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. has committed breach of privilege and contempt of the House and the Chair by mentioning that Mr. Speaker is not impartial in his treatment with the Opposition.

Mr. Speaker :—I will consider the question of the Hon'ble Member and give my ruling later on.

Here is an announcement, regarding transfer of M. L. A, Shri Bidya Chandra Deb Barma. I am reading the letter of the District Magistrate addressed to the Speaker for information of the Hon'ble Members.

"*Dear Sri Speaker,*

I have the honour to inform you that Sri Bidya Deb Barma, M. L. A. who was detained in the Bhagalpur Central Jail has been transferred to the Presidency Jail, Calcutta on 9th August, 1968 under order of the Administrator, Tripura in exercise of the powers conferred upon him under Clause (b) of Section 4 of the P. D Act, 1950 (Act IV of 1950) vide order No. F. 25(2)PD/68(18) dated the 4th August, 1968.

This is in continuation of this office letter No. 3642/DN/PD 68 dated 8. 8. 68.

Yours faithfully
Sd/- Illigible
District Magistrate.
Tripura, 16/8."

Mr. Speaker :—Intimation Regarding President's Assent to the Bill.

The Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) received the Assent of the President on the 27th April, 1968.

This is for information of all Members.

Next item of the House is the presentation of the Reports of the Committees :—

(1) RULES COMMITTEE

I would call on Shri Monoranjan Nath as authorised by me to proceed to present before the House the fifth Report of the Rules Committee.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the fifth report of the Rules Committee.

Mr. Speaker : –Hon'ble Members will have their copies from the notice office.

(ii) COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

I would call on Shri Benode Behari Das, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the Eighth Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

Shri Benode Behari Das :—Mr, Speaker, Sir. I, the Chairman of the Committee on Absence of Members from the House of the Tripura Legislative Assembly, submit the eighth report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House of the Tripura Legislative Assembly. The Committee was constituted in pursuance of Rule 239 of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly with the following members .—

1. Shri Benode Behari Das, Chairman.
2. Shri Monomohan Deb Barma, Member.
3. Shri Benoy Bhusan Banarjee, Member.
4. Suri Kshitish Chandra Das, Member.
5. Shri Naresh Roy, Member.
6. Shri Bidya Chandra Deb Barma, Member.

The Committee met on the 17th May, 1968 and 5th August, 1968 to consider the leave applications of Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A. and Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A. and recommended 26th days' leave to both of them with effect from 11th March, 1968 to 5th April, 1968 in view of the fact that they have to remain absent under circumstances beyond their control. The proceedings of the meeting of the Committee is enclosed herewith.

Mr. Speaker :—The Committee on Absence of Members from the sittings of the House in its eighth report has recommended that leave of absence be granted in respect of Sarbasree, Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A. and Abhiram Deb Barma, M.L.A. for a period of 26 days' leave with effect from 11th March, 1968 to 5th April, 1968. The Members are being informed accordingly."

Members are requested to collect their copies of reports from the Notice Office.

Next item in the List of Business is Private Members' Motion. Now, I shall call on Shri Aghore Deb Barma to move his motion that "the deterioration of Law and Order in protecting public life and honour as is revealed from matters of recent occurence be taken into consideration."

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজলিউশন হচ্ছে—

"the deterioration of Law and Order in protecting public life and honour as is revealed from matters of recent occurence be taken into consideration".

আজকে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় তা হলে এই কথাই বলতে হয় যে শহরের মধ্যে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার বলতে কিছুই নাই। প্রতি পাড়ায় পাড়ায় মস্তানদের একটা রাজত্ব। আগে এই শব্দটা ছিল কিনা জানি না কিন্তু এখন সর্ব্বত্রই শোনা যায় শুধু মস্তান। সকলেই বলে আমরা মস্তানদের রাজত্বে আছি। মস্তানদের হাতে যে কত দিনের জন্য রাজ্য সরকার এই রাজত্বকে লীজ দিয়েছেন তা আমরা জানি না। আর গ্রামাঞ্চলের কথা যদি চিন্তা করি তা হলে আমরা দেখতে পাই শুধু চুরি ডাকাতি ইত্যাদি। অর্থাৎ চোর এবং ডাকাতের অবাধ রাজত্ব। বেশ কিছুদিন আগে যখন প্রথম গ্রামের মধ্যে আউশ ফসল বেরুল তখন চাষীরা আর ধান বাড়ীতে কেটে নিয়ে যেতে পারে না। দলবদ্ধ ভাবে অন্য লোকে ধান কাটার আগেই রাত্রে মাঠ থেকে নিয়ে যায়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অভাব ত্রিপুরা রাজ্যে জুড়েই আছে, এটা যেন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। কাজেই গ্রামের মধ্যে প্রথম আউস ফসল যখন বেরুল, ধান পাকার আগেই দলবদ্ধ ভাবে রাত্রিতে সেগুলি চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। আমরা ছোট বেলায় দেখেছি যে গ্রামাঞ্চলে তখন বন জঙ্গলে ভর্তি ছিল কাজেই শুয়র ইত্যাদি ফসল নষ্ট করে ফেলত বলে ক্ষেতের নিকট টঙ করে সেগুলি পাহারা দিতে হত। আর এখন বাড়ীর সামনে টঙ করে পাহারা দিতে হয়, সেখানে যদি একজন পাহারাদার থাকে তাহলে আর কথাই নাই, তার গলা টিপে মেরে ফেলবে এই হল অবস্থা। গ্রামাঞ্চলে একটা সন্ত্রস্ত অবস্থা চলছে, চোর ডাকাতের একটা রাজত্ব সেখানে চলছে। চোর দেখেও অনেক সময় ধরিয়ে দিতে কেউ সাহস করে না। কারণ পুলিশে ধরিয়ে দেওয়াও আরেকটা বিপদজনক অবস্থা। এই গেল গ্রামাঞ্চলের কথা। আর সীমান্তবর্তী এলাকার কথা না বলাই ভাল। এটা যেন সরকার পাকিস্তানি গুণ্ডাদের হাতে, ডাকাতদের হাতে লীজ দিয়ে রেখেছেন এই হচ্ছে অবস্থা। ত্রিপুরার উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে ছামনু থেকে কাঞ্চনপুরের এইসব এলাকার কথা আমার বন্ধুবর্গ কংগ্রেসী সদস্যরাও জানেন, সেটা যেন সাংক্রাক বাহিনী মুক্ত এলাকা ঘোষণা করে বসে আছেন, এই জায়গায় ত্রিপুরার প্রশাসন বলতে যে কিছুই নাই, সেই সম্পর্কে অনেক সদস্যই বলেছেন, রুলিং পার্টির সদস্যরাও তা স্বীকার করেছেন, অতএব এই সম্পর্কে আমার বলার কিছু নাই। অন্যদিকে আমরা কি দেখতে পাই? যারা নিরীহ মানুষ, তাদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন হামেশাই চলছে। আমরা এই বিধান সভার সামনে খাদ্যের দাবীতে শান্তিপূর্ণ মিছিল করে আইন অমান্য করেছিলাম আগে থেকে ঘোষণা করে, তারজন্য আমাদের উপর লাঠি পেটা করা হল, পুলিশের যে ক্ষমতা আছে সেটা এই ক্ষেত্রে জাহির করা হল, এই আখাউড়া রাস্তার উপর একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেল এই হল অবস্থা। কমলপুরের ঘটনা সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে। ছাত্ররা তাদের খাদ্যের দাবীতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিছিল এবং এস, ডি, ও'র পারমিশান নিয়ে মিটিং করতে গেল

পেছন থেকে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হল, যার ফলে একজন ছাত্র মারা গেল, আরেকজন ছাত্র এখনও জি, বি, হাসপাতালে আছে, আর বহু মানুষ আহত হয়েছে, এদিকে পুলিশের খুব দাপট। বিলোনিয়ার মধ্যে পাহাড়ি মেয়েরা যখন বনের মধ্যে তরিতরকারী আনতে গেল, বনজ সম্পদ লাকড়ি ইত্যাদি আনতে গেছে, রিজার্ভ হলেও কিছু সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু রিজার্ভ থেকে অনেক দূরে, সেখানে তাদের গুলি করে মারা হল এই হল অবস্থা। আরেকটা হচ্ছে বে-আইনি আটক, অর্থাৎ প্রাণ মেটানো। রাজনৈতিক কর্মী, রুলিং পার্টির বিরোধী যদি হয়, তাদের জোর জবরদস্তি করে আটক রাখতে হবে, মার্কসিষ্ট কম্যুনিষ্টের অনেক নেতৃবর্গ, কর্মী এখনও অনেক আটক আছেন। এটা আর কিছুই নয়, জিঘাংসা চরিতার্থ করাই হচ্ছে এটার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি খুব ডিটেলের মধ্যে যাচ্ছি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে বহুদিন পর আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে ঘোষণা করেছেন যে, জুডিশ্যাল এনকোয়ারী হবে ২৮।-৯ আগষ্টের ঘটনার, বেশ ভাল কথা। জুডিশ্যাল এনকোয়ারীর উদ্দেশ্য হল সত্য জিনিষ উদ্ঘাটন করা। কিন্তু এখানে এই জুডিশ্যাল এনকোয়ারীকে একটা প্রহসনে পরিণত করার জন্য সেখানে পাঁচজন উকিল সরকার পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হয়েছে, তিনজন দৈনিক পান ৫০০ শত করে, আর জুনিয়রদের হচ্ছে ২৫০ টাকা করে। দৈনিক এইভাবে এটাকে চালান হচ্ছে, কাজেই আজকে আইন কানুন কোথায়? এখানে আমি কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করব একটা একটা করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কথায় আছে জোর যার মুল্লুক তার। মস্তানের কথা আমি বলেছিলাম। মস্তান কথাটা নতুন চালু হয়েছে, পূর্বে আমরা কখনও শুনি নাই। পাড়ার যে সমস্ত ছেলেরা পড়াশোনা করে না, বা কোন কাজকর্ম নাই, রাস্তায় জমাট বেঁধে বসে, দল বেঁধে যে সমস্ত কাজকর্ম করছে তা রুলিং পার্টির মন্ত্রীদের যে অজানা তা নয়, তাদের নাম শুনলে পুলিশ পর্যন্ত কম্পমান। কারণ অনেক সময় মস্তানদের বিরুদ্ধে কেস হয়, পাড়ার লোক বলাবলি করে যে তাকে ধরবে পুলিশ অফিসার? এদিকে পুলিশ অফিসার তাদের ধরতে গিয়ে বোকা বনে যায়, কারণ কোর্টে আনলেই তাদের ছেড়ে দিতে হয়, আর মস্তানরা টিটকারী দিয়ে বলবে এই বেটা খুবত ধরেছিলি, রাখতে পেরেছিস? এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই তাদের ইচ্ছা থাকলেও ধরতে পারে না কারণ এদের পেছনে কোন না কোন মন্ত্রীর হাত আছে, ধরার আগেই হয়ত ফোন করে বলে দেবে এই তাকে ধরবে না, আমার অসুবিধা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদেরও চাকুরী আছে, উন্নতির আকাংখা আছে, কাজেই পুলিশ চোখ থেকেও চোখ বুজে থাকে। এমন অনেকগুলি ঘটনা সহরের মধ্যে ঘটছে। এইভাবে এখানে একটা মস্তানদের রাজত্ব চলছে। জনসাধারণের মান সম্ভ্রম বলতে কোন কিছু নাই। একদিন আমার চোখের সামনে এক ভদ্রলোক বোধ হয় তার আত্মীয় বাড়ী থেকে ফিরছেন, সংগে তার মেয়ে বা অন্য আত্মীয় ছিল, বিকাল চারটা হবে, পাওয়ার হাউস চৌমুহনীতে যখন এসেছেন, সেই চৌমুহনীতে সবসময় কিছু যুবক থাকে এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ জানে না, তা নয়। আমার সামনে ঐ মেয়েটার পেছন পেছন যেভাবে অংগ ভঙ্গী করে নাচতে সুরু করল যে আমার মেজাজ

খারাপ হয়ে যায়, আমি তখন খপ করে একজনের হাত ধরে ফেলি এবং জিজ্ঞাসা করি তোমার বাড়ী কোথায়? সে বলল জেলখানার উত্তর দিকে বাস করি। আমি তাকে মারব ডিটারমিণ্ড হয়েছিলাম কিন্তু পরে তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম। এইভাবে কত ঘটনা যে হচ্ছে তার কোন ঠিক নাই। পাড়ার সমস্ত ছেলেরা খারাপ, সেকথা আমি বলছি না, পাড়ার মধ্যে ভাল লোকও আছে। যেমন ঘটনা হিসাবে আমি বলছি, তারিখটা আমার ঠিক মনে নেই, জুন মাসের শেষের দিকে হবে, বনমালীপুর মউরঘাটের ৬ নং ওয়ার্ড থেকে সতীশচন্দ্র সাহা নামে আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক উইদাউট রেশনকার্ড চাল নিয়ে আসছিল। তখন কিছু ছেলে তাকে ধরল এবং জিজ্ঞাসা করল কোথা থেকে চাল এনেছে। তখন সে স্বীকার করল যে রেশন দোকান থেকে চাল নিয়ে এসেছে। ইতিপূর্বেও এরকম ঘটনা অনেক ধরা পড়েছে। মস্তানের দল টাকা পয়সা নিয়ে ছেড়ে দেয়। তারা পুলিশের কাছে দেয় না। কারণ তারা জানে যে পুলিশের কাছে দিয়ে কোন লাভ হবে না। তারপর শশাঙ্ক ভট্টাচার্যের ছেলেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল। যখন তখন সে পাঁচশ' টাকা দিতে রাজী হল। তারপর তারা বললে যে তুমি লিখিত ভাবে দাও। নাম্বার ওয়ান ওয়ার্ড থেকে তুমি এনেছ। সে লিখিতভাবে দিল। কিন্তু কয়েকটা ছেলে নাছোড়বান্দা। তারা কিছুতেই ছাড়বে না। তারপর মাতব্বরদের পরামর্শমতে তারা তাকে সদর বিভাগের জোনেল এস, ডি, ও, দের কাছে নিয়ে গেল এবং চাল শুদ্ধ তার স্বীকারউক্তি নিয়ে এস, ডি, এম, এর কাছে পাঠিয়ে দিল। কিছু দিন পরে থানা থেকে এক দারোগা বাবু গেলেন এবং বললেন তোমরা যে কেসটা দিয়েছ, তোমাদের কোর্টে যেতে হবে, বড় ঝামেলা। তোমরা মীমাংসা করে ফেল। ইন দি মীন টাইম আমি শুনলাম পাঁচশ' টাকা নিয়ে এসেছে। তারপর আর খবর নাই, বেমালুম চাপা। তারপর অনেকদিন পরে ছেলেরা কুলচন্দ্র সিংয়ের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। তারা গিয়ে বললো, স্যার আমাদের তো কিছুই হল না। তিনি বলেন কেন কিছুই হল না? আমি আছি। এর পর তাকে থানাতে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে আসা হল। কিছু লোক চীফ মিনিষ্টারের বাড়ীতে সারা দিন ধরে ধর্ণা দেয়। ওরা লেগে গেল এবং তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। তারা ছেলেদের বললো যে এই মুহূর্তে এক হাজার টাকা নাও। কিন্তু এরা কিছুতেই রাজী নয়। তারা বলে যে যায় যদি এমনিতেই যাক্। টাকা নেব না। শেষ পর্যন্ত তারা বাধ্য হয়ে আবার কুলচন্দ্র সিংয়ের বাসায় গেল। তাকে অবশ্য পরে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হল। আমি সব ঘটনা জানি। এটাকে চেপে দেওয়া হল। অর্থাৎ যদি চোর ধরতে যায় তাহলে অনেকে বলেন যে দেখেছি তো পুলিশে দিয়েও কিছুই হল না। লোকের মর্যালিটি কোন দিকে গিয়েছে এখন অনুমান করুন। যদি চোরকে ধরে তবে ফোন করে বলে দেবে ছেড়ে দাও। কাউকে যদি ধরাও হয় তবে দেখা যায় যে সে হয়ত সি, এম, এর মস্তান। মস্তান মানে ভলান্টিয়ার বাহিনী। কাজেই তারা ভয় পায়, ধরলেও ছেড়ে দিতে হয়। চীফ মিনিষ্টার নিজেও একথা জানেন। আমার বাড়ীর

সামনে একটা হাই স্কুল আছে, অবশ্য আমি বাড়ীতে সব সময় থাকি না। বেশ কিছু দিন আগে স্কুলে যখন একটা ছেলে টিফিনটা নিয়ে যাচ্ছিল তখন রাস্তা থেকে কিছু মস্তান ছেলে তাকে ধমক দিয়ে তার কাছ থেকে টিফিনটা নিয়ে যায়। পুলিশ বলেছে যারা নিয়েছে তারা নাকি নাবালক। কিন্তু আমার প্রশ্ন যে জেলখানাতে কি নাবালক ছেলে নাই। এরা কিন্তু জোয়ান ছেলেই ছিল। ঘটনার অনেক পরে থানা থেকে বিকালে লোক আসলো এবং বাড়ীর উপর দিয়ে যখন যায় তখন ছেলেদেরকে বোধ হয় কিছু জিজ্ঞাসা করলো। আর কিছুই নয়। এই হল অবস্থা। তারপরের ঘটনা হলো, তারা বলাবলি করছিল যে ধরে যদি পুলিশ তাহলে না হয় ধরবে। ধরে তো আর একদণ্ডও রাখতে পারবে না, কারণ সি, এম, এর সঙ্গে তার পেটে পেটে ভাব। আমাদের পাড়ার ভদ্রলোকেরা বলেন যে যখন স্কুলটা ছুটি হয় তখন রাস্তায় রাস্তায় খারাপ কথাবার্তা, ফিসফিসানি, নানারকম কুৎসিত অংগভংগী ইত্যাদি স্বরু হয়ে যায়। হেড মিসট্রেস বলেন ওদের যন্ত্রণায় একটা ফাংশানও করতে পারেন না। কাজেই এইভাবে ওরা আসকারা পাবে না কেন? [illegible] পর্যন্ত কেসটা হলই না। পুলিশের ক্ষমতা নাই তাদের কিছু করবার। নাবালক বলে তাদের ছেড়ে দিল। কাজেই এইভাবে পথে ঘাটে নানা রকম অত্যাচার চলছে। এই সমস্ত ঘটনার জন্য মূলতঃ কারা দায়ী আজকে এটা চিন্তা করা দরকার।

আরেকটা ঘটনার কথা আমি বলছি, যদি একা হয় তা হলে কি যে তার অবস্থা। গত জুন মাসের শেষের দিকে উদয়পুরে আমাদের সি, এফ, ও শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের এক ভাতিজা যখন বাজার করে ফিরছিল, পথে হঠাৎ কোন খিটিমিটি হয়েছিল, যার ফলে তাকে দলবদ্ধভাবে মারা হয় এবং তাকে জি, বি, হাসপাতালে পাঠান হয়। এইরকম সব দলবদ্ধভাবে পুলিশের সামনে মারপিট হচ্ছে, হামেশাই এটা চলছে। আরেকটা হচ্ছে রূপবাণীর ঘটনা, সেটা সম্পর্কে সকলেই ভালভাবে জানেন, আমি অবশ্য এক ভদ্রলোকের মুখে শুনে বলছি বেশ কিছুদিন আগে এস, পি'র কোন আত্মীয় হবে সিনেমা দেখতে যায় এবং সেখানে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সকলেই সিনেমা হলের সামনে যে অবস্থা হয়, সেই সম্পর্কে জানেন। এই ঘটনার পর কয়েকজন পুলিশ, যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদের নাকি ধরতে যান, কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন যে তাঁর অসুবিধা আছে, তাদের যেন না ধরা হয়। তাদের তখন ধরা হয়নি। কিন্তু পরের দিন দলবদ্ধভাবে মারা হয়। এইভাবে পাঁচ ছয় জন মিলে বা দশ বার জন মিলে দোকানে দোকানে বা বাজারে ঢুকে জোর জবরদস্তি করে জিনিষপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা বা টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়ার ঘটনা হামেশাই ঘটছে। এক দল নাকি সূর্য পালের নিকট থেকেও টাকা জোর করে নিয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা হামেশাই চলছে। যারা সহরে থাকেন, তারা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। আরেকটা ঘটনার কথা আমি বলছি একদিন এক ভদ্রলোকের দোকানে ঢুকে চারটা তেলের টিন তুলে নিয়ে গেল, এইরকম কাপড় ইত্যাদিও হামেশাই নিয়ে নেওয়া হয়। আর হকার্স কর্ণারে যখন মেয়েরা কাপড় ইত্যাদি কিনতে যায়, তখন অনেক অভদ্রোচিত ব্যবহার করা হয়, যার জন্য মেয়েরা এখন হকার্স কর্ণারে যাওয়া

কমিয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগেও গার্লস কলেজের কাছে বাপের কাছ থেকে মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আর কমিউনিটী হলের কথা পুরানো হয়ে গেছে, সেকথা আমি আর বলছি না। বনমালিপুর, মঠচৌমুহনী ইত্যাদি জায়গায় এক একটা করে রিং আছে, পুলিশ থাকলেও তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হয় না, পুলিশই উত্তম মধ্যম খেয়ে আসে এই হচ্ছে অবস্থা। তা ছাড়া রুলিং পার্টি কংগ্রেস নির্বাচনের সময় তাদেরকে খুসি করেছেন, এখন তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কাজেই তাদের বাধা দেওয়ার কোন সুবিধা নাই, যে যেভাবে পারছে চরে খাচ্ছে। এই আগরতলা সহরেই ভাই বোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ভাইয়ের কাছ থেকে বোনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, ভাই যেমনি বাধা দিতে গেছে, তাকে মারধর করা হয়েছে, এমন ঘটনাও আছে। আগরতলা দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি দেখলে হামেশাই এইগুলি চোখে পড়ে। সিনেমা ব্ল্যাকারের কথা বলে লাভ নাই। সিনেমা টীকিটের নাম্বার তাদের জানা আছে, যেই মাত্র সিনেমা শো আরম্ভ হল, মেয়েদের পিছনে বসে যা খুসী তাই করল। মেয়েরা বাড়ীতে বাপ মাকে বলে না কারণ তাহলে হয়তো সিনেমায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, কাজেই তারা সহ্য করে যায়। কি যে একটা সহরে চলছে তা বুঝিয়ে বলা যায় না। সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত কিছু নীরবে হজম করে যাচ্ছে কারণ তারা জানেন যে বলে কিছু লাভ নাই। এমন ঘটনাও দেখা যায় যে পুলিশের নাকের ডগার উপর দিয়ে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় গাড়ী করে মেয়েও মারপিট হচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। গত পয়লা জুলাই সমাজ সেবিকা শ্রীমতী পুতুল রাণী চক্রবর্তী, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই ঘটনাটা জানেন, বেতন নিয়ে যখন সমাজকেন্দ্র থেকে বাড়ী ফিরছিল চন্দ্রপুরের দিকে, তাকে ছোরা দেখিয়ে সমস্ত টাকা নিয়ে যায়। আরেকটা ঘটনা অভয়নগরে ১৫ আগষ্ট ঘটেছিল। সি, সি'র বাড়ী থেকে একশত হাতের মধ্যে, অভয়নগর বাজার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এই হচ্ছে সহরের অবস্থা। চোর ডাকাতের কথা হামেশাই দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বেরুচ্ছে। তবা আগষ্টের গেজেটেও কতকগুলি তথ্য দেওয়া হয়েছে। যেমন মনু পি, এস শান্নাবুড়ায় একটি ডাকাতি হয়েছে ১১।৫।৬৮ ইং সনে, মনু পি, এস, ১২।৪।৬৮, মনু পি, এস ২১।৫।৬৮, মনু পি, এস, ০।৫।৬৮, মনু পি, এস, ২১।৫।৬৭, ধনিরামবুড়া, সিধাই পি, এস, ৩০।৫।৬৭ বীরেন্দ্রনগর সিধাই পি, এস কেস নাম্বার ৫।৫।৬৮ এইভাবে ঘটনার তারিখ বলে যাচ্ছি। ৫।৬।৬৭ বেংচুড়িয়া বাজার, তারপর সিধাই পি, এস, কলকলিয়া ৭।৫।৬৮, সিধাই পি, এস, ০১।৫।৬৮, তালতলা সিধাই পি, এস, ছেচুরি ০৩।৫।৬৮, ভিবানীয়া ৭।৫।৬৮, এইরকম বহু ঘটনা সেখানে দেওয়া আছে। সাব্রুম পি, এস, ১, ৫, ৬৮। এই হল ডাকাতির খতিয়ান। আর যে কথাটা আমি বলছিলাম পাকিস্তানের বর্ডারের সংলগ্ন জায়গাগুলি যেন রাজ্য সরকার পাকিস্তানী গুণ্ডাদের হাতে এবং ডাকাতদের হাতে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। যদিও বহু সংখ্যক বি, এস, পি, বা বি, এস, এফ, আছে তথাপি গরু পাচার প্রভৃতি কাজ যেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ সীমান্তে জনসাধারণের ধনপ্রাণ যেন কোন অবস্থাতেই নিরাপদ নয়। সিংগারবিলে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে অনেক দিন আগে শুনেছি যে মুখ্য মন্ত্রীর জানাশুনা

লোক এবং কংগ্রেসের পোষা লোক, তাকে একদিন পুলিশে ধরে আনলো। তার নাম সর্বানন্দ নাথ। আর একটা ঘটনা হল ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে, কংগ্রেস সেবাদলের একজন লোক এটাতে জড়িত আছে। এইরকম বহু আছে, শেষ নাই। পত্রিকার কথা যদি বলি তা হলে আমরা দেখতে পাই গণরাজ পত্রিকায় লিখেছে —

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, you have already taken 45 minutes.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—সময় তো আজকে এটার জন্যই আছে। সারাদিনই তো রয়েছে। কাজেই আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। যাই হোক, সোনামুড়া যদিও বর্ডার এলাকা এবং সেখানে পুলিশ মিলিটারী সবই আছে, কিন্তু গরু পাচার এবং ব্ল্যাক মার্কেটিং এর বেলায় সরকার যেন পাকিস্তানীদের বড় বেটা সাজিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এ অবস্থা পুলিশ মিলিটারীদের কিছুই করবার থাকে না। আর ১৬ই আগস্ট কিছু গরু পাকিস্তানীরা পাচার করছিল, তাও কারা ধরল ? ডিফেন্স পার্টি। পুলিশ মিলিটারী কিছুই করে নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম বহু নজীর আছে। ইদানিং ১৭ই আগস্ট ছেচুড়িয়া গ্রামে ডাকাতি হল, সেখান থেকে অনেক গরু চুরি করে নিয়ে গেল, মানুষ খুন করল, এরকম বহু নজীর আছে। সেগুলি উল্লেখ করে শেষ করা যায় না। আর সদর বিভাগের মধ্যেও যেমন টাকারজলা জিরানীয়া বা বড়ারের কথা যদি বাদও দিই তা হলেও ইনটিরিয়রে আমরা দেখতে পাই যে এমন দিন বাদ যায় না যেদিন ডাকাতি হয় কি [illegible] কয়েক মাস আগে বিশালগড়ে দেওয়ান দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে। সেখানে আর্মড কনস্টেবল উইথ আর্মস অ্যাণ্ড ইউনিফর্ম ধরা পড়েছে। আর্মড কনস্টেবল পর্যন্ত ডাকাতি করতে যায়। আর কিছু লোক আছে তারা পুলিশে ঢুকবে বটে, কিন্তু অন্য রকম উদ্দেশ্য নিয়ে। যখন ডাকাতি হয় তখন হয়ত নিরপরাধী লোককে বলবে যে তোমার নামে তো কেস আছে, ৫০০ টাকা দাও বা ১০০ টাকা দাও সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এই সমস্ত দেখতে দেখতে আজ জনমন তিক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছে। আজকে সুখ শান্তি তো নাই-ই এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ২৪শে জুলাই বলেছেন যে আমাদের সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী ত্রিপুরার সীমান্তে ভালভাবে কাজ করছে। এই ঘটনাগুলির পরেও কিভাবে সরকার বাহবা নিতে পারেন আমি বুঝতে পারি না। জনসাধারণ নিরাপদ আছে, তাদের কোন দুঃখ কষ্ট নেই, এটা যে কিভাবে বলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যাই। অবশ্য মিঃ চাবনের কোন দোষ নেই। রাজ্য সরকার এখান থেকে ভুল তথ্য পরিবেশন করেন হোম মিনিষ্ট্রিকে খুশী করবার জন্য। এখানকার যে প্রশাসন, যারা শাসন কর্তা, তারাই এই জন্য দায়ী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হল শহরে, গ্রামে বাইরে ও ভিতরের অবস্থা। অবশ্য আমি বিস্তৃত তথ্যে যাচ্ছি না যদিও আমার অনেক তথ্য ছিল। পানিসাগরেও এরকম খুন করা হয়েছে, লুঠ করা হয়েছে।

তারপর স্যাংক্রাকের কথা কিছুটা বলা দরকার। স্যাংক্রাক সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন কিছুদিন আগে দিল্লী যাচ্ছিলেন তখন দমদম বিমান ঘাটিতে তিনি সংবাদিকদের বলেছেন যে স্যাংক্রাক বাংগালী খেদানোর জন্য গঠিত হয়েছে। এইগুলির প্রকৃত তথ্য যদি

আমাদের জানতে হয় তাহলে সমস্ত ঘটনাগুলি বিচার করা দরকার। তেজাছড়ার হত্যাকাণ্ড, ছামনু ব্লক লুটপাট এই ঘটনা ছাড়া আজ পর্যন্ত স্যাংক্রাক ননট্রাইবেলদের কিছু করেছে বলে আমি জানি না। কম্প্যারেটিভলি উপজাতিদের উপর বেশী অত্যাচার কি হয় নাই? আমাদের মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন কাঞ্চনপুর এবং ছামনু এলাকায় বিশিষ্ট বিশিষ্ট কংগ্রেস এবং নন-কংগ্রেস উপজাতিদের উপর মারধর, লুটপাট, খুন জখম ইত্যাদি হয়েছে। কাজেই তিনি একজন দায়িত্বশীল মিনিষ্টার হয়ে কি ভাবে এই সমস্ত উক্তি করতে পারেন আমি বুঝতে পারিনা। যদি ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? কৈলাশহর বিভাগের গোবিন্দ নারায়ণ রোয়াজাকে সমস্যাস্ত করেছে, সে কি ননট্রাইবেল? এইভাবে সমস্ত ঘটনাগুলি যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে বাংগালী খেদানোর জন্য এই স্যাংক্রাক গঠিত হয়েছে, উপজাতিদের কিছু করেছে না একথাটা কতটুকু সত্য। আমাদের বাজেট সেশানে বাধিকাবাবু এই উক্তি করেছিলেন যে ঐ সমস্ত এলাকায় আমাদের সরকারের প্রশাসনের এর কোন অস্তিত্ব নাই, প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে ট্রাইবেলদের উপরও স্যাংক্রাকদের ভাল রকম অত্যাচার যে চলেছে সেটা ভাল করেই তিনি জানেন। তথাপি একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ট্রাইবেলদের উপর আক্রমণ চালাতে হবে। ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব প্রায় শেষ করে এনেছেন, আরও শেষ করতে হবে, তার জন্যই এই প্রচেষ্টা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি একথা মনে করেন যে ট্রাইবেলদের শেষ করে সমস্ত নূতন লোক পাকিস্থান থেকে এনে এখানে বসালেই সমস্ত কিছুর সমাধান হয়ে যাবে তাহলে আমি বলব যে তা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আজকের যে সমস্যা সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা, ট্রাইবেল, ননট্রাইবেল উভয়েরই সমস্যা, কিভাবে মানুষ বাঁচবে। কারণ ইকনমিক কম্পিটিশানের মধ্যে যারা গরীব তাদের মধ্যেই মারামারিটা বেশী লাগবে এটা সত্য কথা। শুধু ট্রাইবেলদের শেষ করলে ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতি হয়ে যাবে, সুন্দর ত্রিপুরা হয়ে যাবে এটা ঠিক নয়। ট্রাইবেলদের উপর যেহেতু এখন পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট প্রভাব বেশী, তার জন্যই স্যাংক্রাক বাংগালী খেদানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এই সব উক্তি করা হচ্ছে, যাতে করে ট্রাইবেলদের শেষ করে দেওয়া যায়। যখন সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এই পার্টির কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি না এবং এটা রাজনৈতিক কোন পার্টি কি না? তার উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে তাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। এখন আসল কথা হচ্ছে এই স্যাংক্রাক কারা, কারা পরিচালনা করে, কাদের দ্বারা গঠিত এই স্যাংক্রাক—একথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অজানা নয়। তিনি শাক দিয়ে মাছকে ঢাকার চেষ্টা করছেন। তিনি তাই বলছেন যে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট নেতারা এই স্যাংক্রাক বাহিনী পরিচালনা করছেন। কিন্তু যাদের ডিটেনশানে রাখা হয়েছে তার যে কারণ দর্শান হয়েছে, তার মধ্যেও একথা নাই। তিনি দেখাতে পারবেন না। এখন যত দোষ নন্দ ঘোষ। নিজেদের যত অপকীর্তি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হবে। যেভাবেই হউক ত্রিপুরার যে বিরোধী দল আছে, রাজনৈতিক দল, তাকে শায়েস্তা করতে হবে, একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে হবে, তার জন্যই এইসব উক্তি করা হচ্ছে, রাজনৈতিক জিঘাংসাকে

টাকা দেওয়া হবে স্বস্তি সমিতি উঠিয়ে দেওয়া হবে। এগুলি বলা হয়েছিল কাঞ্চনপুর এলাকায়, যেখান থেকে সবচাইতে বেশী ট্রাইবেল উচ্ছেদ হয়ে আসামের কাটাখাল এলাকায় চলে যায়। উচ্ছেদের ফলে জমি জমা না থাকলে মানুষের মনে একটা ফ্রাসট্রেশান দেখা দেয়, মানুষের মনে আর মমত্ববোধ থাকে না। এইসব লোকই শেষ পর্যন্ত সাংক্রাক পার্টি করলো। আমি যতটুকু জানি বলতে চেষ্টা করেছি। কাজেই আজকে আমাদের চীফ মিনিষ্টার মহাশয় শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চান। কাজেই এখন দোষ দাও বীরেন দত্ত, দশরথ দেববর্ম্মা, নৃপেন চক্রবর্তীর উপর। তাঁরা সাংক্রাক পার্টি করেছেন, বাঙাল খেদাও আন্দোলন করছেন। আমাদের চিফ মিনিষ্টার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা বলে থাকেন। তিনি একজন দায়িত্বশীল লোক, তাঁর পক্ষে কিছুটা সংযত হয়ে কথাবার্তা বলাই উচিত বলে আমি মনে করি। যে সমস্ত কথাবার্তা তিনি বলেন সেগুলি খুবই আপত্তিজনক বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিছুদিন আগে বীরেন দত্ত ভার্সাস জে. কে. চৌধুরীর নির্বাচনী মামলায় মাননীয় জুডিসিয়াল কমিশনার যে জাজমেন্ট দিলেন তার মধ্যে প্রায় ৩/৪ পাতা ভরা আছে শুধু এস. আর চক্রবর্তী প্রসঙ্গে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এটা তো সাবজুডিস, এখন সুপ্রীম কোর্টে আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ফেলে রাখেন আপনার সাবজুডিস।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উনি বলছেন যে সুপ্রীম কোর্ট আপনি ফেলে রাখুন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সুপ্রীম কোর্ট সম্পর্কে আপনার যে বক্তব্য সেটা খুব আপত্তিজনক।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সুপ্রীম কোর্ট সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নাই। আমি শুধু ঘটনাটা বলছি।

Mr. Speaker :—The Hon'ble Member will have the floor. The meeting is adjourned till 2 P. M. today.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, ত্রিপুরার সমস্ত সাংবাদিকদের নিরপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ কোন সংবাদ তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করলেই পত্রিকা অফিস আক্রমণ করবে দলবদ্ধভাবে: এটা এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন পূর্বে দৈনিক গণ-অভিযান পত্রিকা অফিসে তদ্রুপ একটি হামলা হয়। দলবদ্ধভাবে লোকজন গিয়ে তাদের অফিসের কাগজ-পত্র তছনছ করে ফেলে। অর্থাৎ আজ সাংবাদিকরাও নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছেন। কি সাংবাদিক, কি জনসাধারণ আজ সব নাগরিকরাই ভীত সন্ত্রস্ত—ল এণ্ড অর্ডার বলতে কিছুই নাই।

আর একটি ঘটনা গত ২৬শে জুলাই রাত ১০টা ১৫ মিঃ অনুমান, সিনেমা হলের সামনে একদল যুবক সুখরঞ্জন নামক একটি যুবককে আক্রমণ করে এবং অমানুষিক মারপিটের

ফলে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে। ঐ ঘটনার সময় কয়েকজন পুলিশ অফিসারও নাকি ঘটনাস্থলে ছিলেন। থানাটাও নিকটেই ছিল। থানাতে ঘটনা জানানো হলো। কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। পরবর্তী সময়ে পুলিশ অফিসারদের নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে পুলিশ অফিসাররা বললেন, "বাবা আমাদেরওতো প্রাণের ভয় আছে।" তাহলে প্রশ্ন হ'লো 'ল' এণ্ড অর্ডার" মেইনটেইন করবে কারা?

কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন যুবক সিনেমা হলের সামনে, সিনেমার টিকেট নিয়ে যারা ব্ল্যাক মার্কেট করে তাদের কয়েকজনকে ধরে এবং কয়েকজনের মাথা মুড়িয়ে দেয় আর বাকীদের হাতেনাতে ধরে থানায় নিয়ে আসে। থানায় দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাতো গ্রহণ করা হলোই না বরং ছেড়ে দেওয়া হলো। পুলিশের উপস্থিতিতেও পাঁচসিকা দামের টিকেট আড়াই টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। এটা পুলিশ, প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ও মালিক সকলেই জানেন। তা সত্বেও পুলিশ চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে না বরং যারা চোরাকারবারীদের ধরে তাদের উপর হামলা হয়। এই জন্য কে দায়ী? আমি দায়ী করবো চীফ মিনিষ্টারকে। তিনিই দায়ী।

কারণ, এই যে যুবকজন, সে নাকি চাকরী করতো বিশালগড় এলাকার কোন এক গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী, কিন্তু সে কার্যস্থলে যায় না, এখানেই থাকে। কারণ সে সি, এম, এর সন্তান। ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের প্রেসিডেন্ট।

Mr. Speaker—Black এর President হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমি যা শুনেছি, সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করের সে প্রেসিডেন্ট। তারপরে যে ব্লকে সে কাজ করে সেই ব্লকের কার্যালয়ে নিজে আগরতলা এসে তাকে বেতন দিয়ে যেতো। কারণ সে সি, এম, এর সন্তান। কাজেই তার কর্মস্থলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। আজ আগরতলা সহরের মা-বোনেরা নিরাপদে পথে বেরুতে ও চলাচল করতে পারে না। মা-বোনদের উপরও হামেশাই অত্যাচার হচ্ছে। আমি নিজে পুলিশ অফিসারদের মুখে শুনেছি একথা বলতে যে, "যদি আমরা কাউকে ধরি, মন্ত্রীদের ফোন আসলেই তাকে ছেড়ে দিতে হয়। কাজেই—আমরা নিরুপায়। ছেড়ে দেওয়ার পর তখন আমাদিগকে টিটকারী শুনতে হয়—কি মশায়, ধরেছিলেনতো খুব, পারলেন থানায় আটকে রাখতে।" এভাবে অপদস্থ হতে হয় পুলিশের।

কাজেই তাদেরও ভয় আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ এসব গুণ্ডামি দমন করতে পারে না একথা মনে করার কোন কারণ নাই। যথেষ্ট স্টাফ আছে। তারা ইচ্ছা করলেই দমন করতে পারেন? কিন্তু আজ পারছে না কেন? কারণ মন্ত্রীদের ফোন আসে। ওমুক মন্ত্রীর অসুবিধা আছে এসব কথা বলে পুলিশকে বাধ্য করা হয় ছেড়ে দিতে। কারণ পুলিশেরও ভয় আছে মন্ত্রীর কথা না শুনলে। তার চাকরীর ভয়, প্রমোশন ইত্যাদি সবই কর্তাদের ইচ্ছার উপর। কাজেই কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন তাদেরও করতে হয়। যদি কোন

২ টাকা করে দিয়ে আমি ভোট কিনেছি বলে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে অভিযোগ করেছেন তা ঠিক নয়। আমার নির্বাচনী মিটিংএ হাজার হাজার লোক হয়েছে এবং তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাকে ভোট দিয়েছে। এজন্য আমি এক পয়সাও খরচ করিনি। অপর দিকে কমিউনিষ্টরা যখন মিটিং করে তখন তাদের মিটিংএ ৫০ জন লোকও হয়নি। আজ নির্বাচনে অঘোর বাবুরা পরাজিত হওয়াতেই এসব অসত্য ও কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করছেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ যখন চেয়ারম্যান ছিলেন তখন ৩১৫ ঘর পাহাড়ী ছিল, তাদের মধ্যে টাকা বিলি করা হয়েছে এবং ঘর করে দেওয়া হয়েছে। ৩৫ ঘরের টাকা দিতে পারি নি। এসব কথাতো তারা মোটেই উল্লেখ করছেন না, টাকারজলাতে, মধুপুর, মোহনপুর ইত্যাদি যে সব জায়গায় দেববর্মাদের বাস সে সব জায়গা আমি দেখেছি, কালাছড়া, ধলাছড়া, জলাইয়া, অ ঠারমুড়া, ইত্যাদি জায়গাতে দেববর্মারা বসবাস করছে। সরকারী টাকাটা তারা টাকা বলেই গণ্য করে না। জুমিয়া পুনর্বাসনের কোন চেষ্টাই তারা করেন না। শুধু বিরুদ্ধ কথাই বলে থাকেন। এই বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী অঘোর দেববর্মা একটা Motion move করেছেন যে—The deterioration of Law & Order in protecting Public life and honour as is revealed from matters of recent occurance be taken into consideration.

উনি যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাতে আমি এই আশা করেছিলাম যে একটা comparative picture আমি পাব। সেটা হচ্ছে এই যে, যখন আমি বলব যে deterioration of law and order হয়েছে, তখন আমাকে দেখাতে হবে যে পূর্বের বৎসর Law and order কি ছিল এবং বর্তমানে তুলনামূলকভাবে কতটুকু deteriorate করেছে। কিন্তু তিনি যে আলোচনা করেছেন, তাতে শুধু কয়েকটি ঘটনা মাত্র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার এই বক্তব্যের মধ্যে law and order কতটুকু deteriorate করেছে সে চিত্র আমি পাইনি। সংখ্যানুপাতে এই বৎসরের ৭ মাসের যে খতিয়ান পুলিশের নিকট আছে তা দেখলে বুঝা যায় যে গত বছরের তুলনায় কম। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় law & orderএর position এ বছর ভালো। আমি জানিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে তা আছে কিনা। তবে আমি এটুকুই বলব যে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে law & order deteriorate করেছে কিনা সেটার থেকে ruling পার্টির বিরুদ্ধে কতগুলো অপপ্রচার করার চেষ্টা তিনি করেছেন। অর্থাৎ মস্তান ও দুষ্কৃতি কারীদের indulgence দিচ্ছে, শুধু ruling পার্টির লোকেরাই তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। মস্তানদের ruling পার্টির লোকেরাই পালন করছেন এটাই প্রমাণ করার চেষ্টাই তিনি করেছেন।

মাননীয় সদস্য জানেন কিনা জানিনা গত যুদ্ধের পরে সারা বিশ্বের অবস্থা কি ছিল? Americaতে, West Germanyতে এমন কি Leningradএর Anti-social elementsরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এমন কি আজ চীনেও লিউসাও চির wifeএর মতো মহিলাকে যেভাবে ১৪৷১৫ বছরের ছেলেরা রাস্তায় টেনে নিয়ে অপমান করছে, সেটাকে কি ভাবে আজ প্রতিরোধ করা যায় সেটা একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ সত্যি যেসব ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা অত্যন্ত দুঃখের। যুবকদের এই moral break down, bow to none এর যে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে আজ কিভাবে শুধরাতে হবে এটা চিন্তার বিষয়। সেদিক দিয়ে আমাদিগকে সাইকোলোজিক্যাল সাইডটাও চিন্তা করতে হবে। আজকে সাইকোলোজিক্যাল এটমোসফিয়ারকে পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য তা চান না। তিনি চান anti-social activities বাড়ুক এবং সেটাকে পুঁজি করে তিনি ruling পার্টির নামে অপবাদ চড়াবেন এবং বলবেন যে ruling পার্টিই তাদের আস্কারা দিচ্ছে এবং সে জন্য ruling পার্টিই দায়ী।

আমি এই কথা বলছি এই জন্য যে, আজকে টেড়ি পোষাক বা রেষ্টুরেন্ট ও কাফেগুলোতে যে সব অনাচার হচ্ছে সে সম্বন্ধে তার কোন বক্তব্য নেই। গত যুদ্ধের পরে সেক্সুয়েল পারভারশান যেভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে তার কোন বক্তব্য নেই, তার শুধু বক্তব্য কতগুলো ছেলেকে মদত দিচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মদত দিচ্ছে আমাদের ruling পার্টি, এই যে একটা অপপ্রচার এটা যে তার political interestএ তিনি করছেন, রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই তিনি করছেন।

যদিও আমরা দেখি অন্যান্য জায়গার তুলনায় ত্রিপুরা অনেক শান্ত। আমি শুধু ত্রিপুরার বাইরের অন্যান্য province এর কথাই বলছি না, অন্যান্য দেশের বা সহরের কথাই বলুন যে আজ যেভাবে সেসব জায়গায় খুন খারাপী হচ্ছে, তার পিছনে, unemployment problem থাকতে পারে, sexual perversion থাকতে পারে, সামাজিক অব্যবস্থা থাকতে পারে। যে কোন কারণেই হউক সারা বিশ্বে আজ যে হারে খুন খারাপী anti-social activities হচ্ছে সে তুলনায় আমাদের ত্রিপুরা সর্বোত্তম, সে কথা আমাকে বলতে হবে।

হ্যাঁ, আগরতলায় এমন কতগুলো ঘটনা ঘটেছে সত্য এবং সেটা অত্যন্ত দুঃখের এবং চিন্তার বিষয়। তার প্রতিকারের জন্য আজকে সব political পার্টি একত্রিত হয়ে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় তার আলোচনা করা দরকার।

আমি একথাও সাথে সাথে বলবো যে, আগরতলা সহরের ঘটনা যদিও অন্যান্য সহরের তুলনায় নগণ্য তবুও এটাকে আজ অঙ্কুরেই ধ্বংস করা আমাদের উচিত। আমি তাই আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মাকে বলবো যে তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে অন্যান্য দেশের ঘটনার উল্লেখ না করে শুধু আগরতলার ঘটনাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। আজকে সমাজে যে একটা অনিয়ন্ত্রতা দেখা দিয়েছে সেটাকে দূর করতে হবে এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

আজ যেসব ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার জন্য অভিভাবকরাও অনেকটা দায়ী। একথা সত্যি আজকে দিনে দুপুরে কলকাতার মত জায়গায় ডাকাতি হচ্ছে এবং ক্রমেই তা বেড়ে যাচ্ছে। এইগুলোকে আজকে আমরা কিভাবে মোকাবিলা করবো সেকথা আমাদের চিন্তা করা উচিত।

তারপর আমার কথা হচ্ছে, ডাকাতি,—সীমান্তে আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ আজ পাকিস্তানের লোকদের উপর আমাদের আইনকানুন চাপাতে পারবে না। সেই অরক্ষিত বর্ডার দিয়ে যদি পাকিস্তানের দুর্বৃত্তরা এসে ডাকাতি করে তাদের বাধা দিতে হবে পুলিশকেই, পুলিশকে আরও সজাগ হতে হবে এবং জনসাধারণকেও আরও সজাগ হতে হবে। আমাদের থানাকে আরও সক্রিয় হতে হবে। আমাদের এই ৮৫১ মাইল সীমান্তকে রক্ষা করতে হবে। আজকে বর্ডার দিয়ে পাকিস্তান থেকে লোক দলে দলে আসছে। আজ সীমান্ত যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে অঘোর বাবুরা বলবেন যে, জওহরলাল যে সপথ ক'রছিলেন পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের আসার জন্য আমাদের দুয়ার সবসময় খোলা থাকবে—কিন্তু ruling পার্টি আজ বর্ডার বন্ধ করে দিয়ে বাধা দিচ্ছে। সেই সপথ রক্ষা করছে না। কাজেই সেইসব সংখ্যা-লঘুদের আমরা বাধা দিতে পারি না। তবে একথাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ঐসব লোকদের সাথে অনেক undesirable elements ও আসছে। অনেক সময় সেই সব undesirable elements রা আমাদের এখানে এসে ডাকাতি এবং cattle lifting এর সাহায্য করছে। তাই আমি আজ অঘোর বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, যদি আজকে সেইসব undesireable elementsদের আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তারাই কি পত্র-পত্রিকায় একথা ছড়াবেন না যে, ত্রিপুরার ruling পার্টি সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তানের ৮০ লক্ষ অত্যাচারিত নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের আশ্রয়ের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে? জওহরলালের সপথ রাখছে না ruling party কাজেই সেই বর্ডার আমাদের খোলা রাখতেই হবে এবং খোলা রাখলে undesirable elements আসবেই এবং সেই risk আমাদের নিতে হবে।

আমি আর একটি কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে কমলপুরে গুলিচালানার তদন্তের জন্য যে জুডিসিয়াল এনকোয়ারী বসেছে তাতে সরকার পক্ষ ২জন এডভোকেট নিয়োগ করেছেন। আমি বুঝলাম না যে, deterioration of law and order এর সাথে এটার কি যোগাযোগ আছে। কারণ জুডিসিয়াল enquiry সত্যকে উদঘাটন করবে। Advocateরাও নিযুক্ত হয়েছেন সত্যকে প্রকাশ করার জন্য এবং আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা করে যাতে বিচার ঠিকমত হয়, যাতে নিরপরাধী লোক দোষী সাব্যস্ত না হয়। কিন্তু মাননীয় অঘোর বাবু আজ এই জুডিশিয়াল এনকোয়ারী বসাতে আতঙ্কিত হয়েছেন। কারণ তাতে তার political interest serve করবেনা, তাদের কার্যকলাপ এবং উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে পড়ার ভয়ে আজ তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে এটাকে টেনে এনেছেন তার বক্তব্যে। তারপর তিনি সতীশ সাহার কথা বলেছেন। তারপর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে statement Houseএ

দিয়েছেন সেই statement যদি মিথ্যা হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী House অবমাননার দায়ে পড়বেন। এটা জেনেই তিনি এই statement রেখেছেন, তার উপরেও তিনি বলেছেন যে তাকে থানায় দেওয়া হয়েছে পরে S. D. O.কে বলে তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। যদি মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর statement মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে এই House এ Privilege motion আনতে পারতেন। তিনি তা না করেই Houseএর যে একটা docorum তা পর্যান্ত রাখেন নি। তার সেই Privilege Motion আনার সাহস নেই। তাই তিনি সেই সতীশ সাহার ঘটনাকে এই House আবার টেনে এনেছেন শুধু বাহবা পাওয়ার জন্য। আমার মনে হয় এটাতে সত্যের কোন লেশ নেই। একটা stunt দেওয়ার জন্য এই হাউসে এই ব্যাপারে উনার বক্তব্য রাখছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তারপর তিনি আরো অনেকগুলি ঘটনার কথা বলেছেন, সিনেমার টিকেট ব্লেকের কথাও বলেছেন। সিনেমা টিকেট ব্লেকের ব্যাপারটা অনেক দিন ধরেই চলছে এবং তা বন্ধ করার প্রচেষ্টা সরকারের আছে। আজকে কেন তা বিশেষ করে দেখা দিল তা আমি জানি না। বুঝতে পারছিনা উনার সাথে ব্লেকারের কোন যোগাযোগ আছে কিনা। কারণ এর পূর্ব্বেতো তিনি এ সম্পর্কে কিছু বলেননি; টিকেট ব্লেকতো আজ প্রায় ৬।৭ বৎসর ধরেই চলছে। টিকেট ব্লেককে আমি ঘৃণা করি। তা অতি সত্বর বন্ধ হওয়া দরকার এবং তার সাথে সাথে উনার এ কথাকেও আমি ঘৃণা করি যে, তিনি Chief Minister, Ministersদের Partyকে এর মধ্যে জড়াতে চান। কারণ আমরা চাই টিকেট ব্লেককে বন্ধ করতে।

তারপর rural areaতে ডাকাতির কথা বলেছেন। যেমন মনু। মনুর ইতিহাস হচ্ছে অন্যরূপ। সেটা হচ্ছে সেংক্রাক আক্রমণ। সেংক্রাকের আক্রমণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আর একটা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী রাজ প্রসাদ চৌধুরীকে উপহাস করে বলেছেন যে, "তিনি কথাকার তহলমফা আর কাঞ্চনপুরের R. P. C."। আমি জানি না যে চড়িলামের অঘোর এখানে এসে কি হয়েছেন। তিনি সেই অঘোর, সে অঘোরের ছয় কাণি জমিও ছিলনা আজকে গাড়ী দিয়েও তার ধান আসে। সেই অঘোর আর তহলামফার মধ্যে এ পার্থক্য হতে পারে। তহলামফা যদি রাজ প্রসাদ চৌধুরী হতে পারে। ৬।৭ কাণি জমির মালিক অঘোরের ধান গাড়ী করে আসতে পারে আবার সমবায় সমিতির ব্যাপারে উনি আবার গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারে। অতএব চরিত্রের যে কি রূপ যে সমবায়ের caseএ এই অঘোর বাবুই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। আবার এই অঘোর বাবুই M.L.A. হিসাবে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন। সুতরাং কে যে কোন সময় কি হয় তা সকলের জানা থাকা উচিত। আপনার নিজের চরিত্রটা ভুলে পরের চরিত্র সমালোচনা করা চলে না। রাজপ্রসাদ চৌধুরীর উপর তারা কেন এত আক্রোশ। তার পেছনের ইতিহাস কি? ইতিহাস হচ্ছে যে তাদের যে পাহাড়ে একটি জমিদারী ছিল। তালুকদারী ছিল তা আজ যেতে চলেছে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে রাজপ্রসাদ চৌধুরীর প্রচেষ্টাই কাকনপুর, অমরপুর, বিলোনীয়ার সমস্ত seat দখল করেছিল। আজকে তারা outsted from that places. আজকে সেই রাজ

প্রসাদ চৌধুরীর প্রচেষ্টাই তারা ঐ সমস্ত এলাকা থেকে outsted হয়েছে। আর সেই outsted হওয়াতে তারা যে ব্যাথা পেয়েছেন সেটা তারা ভুলতে পারছেন না। তাই আজকে সম্পূর্ণ বক্তৃতার মধ্যে তত্তলামকা, মানে রাজ প্রসাদ চৌধুরীর কথা বলছেন। অর্থাৎ R. P. C. তাদেরকে এমন ঠ্যাঙ্গানী দিয়েছেন যে তারা আর চলতে পারছেন না। ঠ্যাং দুটি তাদের ভেঙ্গে দিয়েছে, তারা হাটতে পারে না। অঘোর বাবুতো সবে মাত্র এক। অঘোর বাবুর অবস্থা আরো কাহিল। তারা হলেন দুই আর উনি হচ্ছেন এক। আজকে রাজ প্রসাদ চৌধুরী যে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই নেতৃত্বেই আজকে তাদের এই কাহিল অবস্থা তিনি চাইছেন জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিতে।

কাঞ্চনপুরে, অমরপুরে, বিলোনীয়া ও সাব্রুমে ট্রাইবেলদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল ডাকাতি করতে লুটপাট করতে এবং তার মারফতে লুণ্ঠন করা এবং নিজেদের দলের সংগঠনের তহবিল পূর্ণ করা তাতে আজকে বাঁধা দিয়েছেন সেই R. P. C. সেই আঘাত দিয়েছেন শান্তিপূর্ণভাবে। তিনি ট্রাইবেল জনসাধারণকে, landless জুমিয়াদের তিনি দিয়েছেন নূতন পথের নিশানা। সেই পথ হচ্ছে এই যে তাদের জমি, তাদের টাকা, এবং তাদের বাঁচবার পথ। তাদের দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা ডাকাতি করতো, যাদের শুধু টাকার দিকেই লোভ ছিল তাদের দলের নীতির দরুণই তারা violence frustrated হয়েছে। আজকে violence তারা করতে পারে না কারণ violence করার ক্ষমতা কমিউনিষ্ট পার্টির নেই। আজকে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টিতো violence করা ছেড়েই দিয়েছেন। violenceএর যে ফতোয়া সেই ফতোয়াকে তারা স্বীকার করেন না। কিন্তু ঐ যে বেচারারা Ex-servicemen, Ex-military যাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল violence করার জন্য তারা আজকে কোথায়। যদি পাওয়া যায় তবে তাদেরকে সেই সংক্রাকেই পাওয়া যাবে। যাদেরকে কমিউনিষ্ট পার্টি violenceএর শিক্ষা দিয়ে আজকে ত্যাগ করেছে তারাই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সেংক্রাকে ঢুকেছে এবং তারাই হয়েছে আজকে ডাকাত, লুণ্ঠনকারী। এই হচ্ছে আজকে সত্যিকারের চিত্র। কারণ যখন নাকি রাজনৈতিক জীবনে violenceএর পথ বেছে নেওয়া হয় এবং পরে যদি বিপ্লবে ব্যর্থ হয় তবে তারা ডাকাত বা এইরূপ ঠকবাজই হয়ে থাকে এটা শুধু ত্রিপুরা বা ভারতের কথা নয়। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে সকল দেশেই ব্যর্থ বিপ্লবীরা এইরূপ ডাকাতি বা ঠকবাজির পথ বেছে নিয়েছে। এই ঠকবাজরা সমাজ জীবনে বিরাট একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। আজকে ত্রিপুরায় সেই কাজই করছে এই সেংক্রাকের দল।

আমি আজকে এই কথা বলছিনা যে সেংক্রাক দলের কোন আদর্শ আছে এবং এই কথাও বলবনা যে সেংক্রাক দলের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির কোন সমর্থন আছে। কিন্তু এই কথা বলব যে এইটা কমিউনিষ্ট পার্টিরই অবদান। এই কারণে বলব যে আজকে কমিউনিষ্ট পার্টি সংহতি বিরোধী যে একটা অভিযান চালিয়েছে, ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক প্রীতির মধ্যে যে ভাঙ্গন ধরিয়েছে এবং এই ভাবে যুব সমাজে যে একটা ভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তারই ফল স্বরূপ কিছু কিছু বিভ্রান্ত যুবক ডাকাতি রাহাজানির পথ বেছে নিয়েছে। উনি বলেছেন যে ওরা

বাঙ্গালীদের ঘরেও ডাকাতি করেছে এবং ট্রাইবেলদের ঘরেও ডাকাতি করেছে। কাজেই ওরা দুইয়েরই বিরোধী। কিন্তু উনি জানেন না যে এই দল শুধু বাঙ্গালী ও ট্রাইবেল ধনীদের ঘরেই ডাকাতি করছে তাদের দলকে অস্ত্রশস্ত্রে ও টাকা পয়সায় শক্তিশালী করার জন্য। কারণ তাছাড়া দলকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু আজকে দেখা যায় ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় "বাঙ্গালী খেদাও" পোষ্টার দেওয়া হয়েছে। কারা এই পোষ্টারিং করছে। যদি সেংক্রাকরা বাঙ্গালী বিরোধী না হয় তবে কারা এই পোষ্টারিং করছে। তাহলে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিই এই পোষ্টারিং করছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের এই ভাবে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারলে ট্রাইবেলদের তাদের দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ হবে। কারণ তারা জানে যে বাঙ্গালীদের এই দলে আনা যাবে না। আজকে আমরা পত্র পত্রিকা পড়ে দেখছি যে সেংক্রাকের পাশে আছে মিজো আবার মিজোর পেছনে আছে নাগা, এই ভাবে সারা উত্তর পূর্ব সীমান্তে তাদের একটা link রয়েছে। উপজাতীদের মধ্যে যে একটা সশস্ত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে তাকে আজ উপেক্ষা করলে চলবে না। কি ভাবে এই অবস্থার মোকাবিলা করা যায় এবং কি ভাবে তাদের সংযত করা যায় এটাই আজকে ভেবে দেখবার বিষয়। এই কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী সেংক্রাকের সৃষ্টি করেছেন। এটা তো Resolution এর Law & Order এর বক্তব্য নয় Law and order এর বক্তব্য হল এই যে সেংক্রাকের আন্দোলন, তাদের যে ferocious attitude সেটাকে কি ভাবে আয়ত্তে আনা যায় এবং তার specific background কি সেটা হচ্ছে বক্তব্যের বিষয়। কিন্তু মাননীয় সদস্যের মুখে আমরা এই বক্তব্য শুনিনি। এতেই আমার মনে হচ্ছে যে তার সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে আছে Political interest এবং Political motivated হয়েই তিনি এই ধরণের বক্তব্য রাখছেন। সেই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার শান্তি এবং শৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছে কিনা তা তার কাছে বড় জিনিস নয়। মাননীয় Speaker, Sir, আমার বক্তব্যের মধ্যে উনি আর একটি কথা বলেছেন যে নিরীহ মানুষের উপর পুলিশ অত্যাচার চালাচ্ছেন, উনার বক্তব্য হচ্ছে যে পুলিশ নিষ্ক্রীয়। পুলিশ কোন কাজই করেন না। উনি আর এক জায়গায় বলেছেন যে নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার। নিরীহ শব্দটা relative, উনি যাকে নিরীহ বলছেন সে সত্যিকারের নিরীহ—না একটা জঘন্যতম criminal তা জানবার তো কোন উপায় নেই। অতএব যদি পুলিশকে active হতে হয় তা হলে সত্যি—আজকে আমরা দেখেছি যে আমাদের উত্তরাঞ্চলে যে ডাকাতি হয়েছে—উনি বলেছেন বিজয়নগরে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবং তার সাথে সাথে Communist Party থেকে একটা চিৎকার উঠেছে আমি শুনেছি যে আমাদের অনেক নিরীহ লোককে গ্রেপ্তার করেছে। তাহলে নিরীহ definitionটা কি? ডাকাতি হয়েছে, পুলিশ লোককে গ্রেপ্তার করেছে। উনারা চিৎকার আরম্ভ করেছেন নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার চলছে। তাহলে যাকেই ধরা যায় সেই হলো নিরীহ। আর যাকেই ধরা যায় না তাদেরকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তাহলে চিন্তা করতে হবে সীমান্তে যে অপরাধ হচ্ছে এবং শহরে যে অপরাধ হচ্ছে—তাকে যদি পুলিশগ্রেপ্তার

করে তাহলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই তাকে সমর্থন করা উচিত। কারণ পুলিশের দোষ ত্রুটি হয় না এমন নয়। হয় এবং হতে পারে সেই ভুলত্রুটির সাথে সাথে আমাদের দেখতে হবে যে পুলিশকে anti-social element দমন করার জন্য যে কার্য্যকলাপ হাতে নিয়েছেন তাকে যেন আমরা সকলে সমর্থন করি। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্র অন্য রকম। যদি কোন স্থানে কোন গোলমাল হয় বা কোন ব্লেক মার্কেটের ব্যাপারে যদি পুলিশ যায়, সেখানে হয়ত একটা মারামারি হতে পারে, তা হলে দেখা যায় পরদিনই সেটাকে নিয়ে Political শ্লোগান, মিছিল বেরুচ্ছে। তখন বামপন্থীদের পত্রিকায় দেখা যায় এ অত্যাচার পুলিশের অত্যাচার। পুলিশের এই জুলুম চলবে না। এই শ্লোগান তোলে। আজকে শহরে এই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়ীত্ব যেমন পুলিশের তার সাথে সাথে এই anti-social activities এর জন্য যদি কাউকে ধরা হয় তাকে যেন political colour দেওয়া না হয় তার দায়ীত্ব হচ্ছে বিরোধীদের, বামপন্থীদের এবং তাদের সেটা দেখা দরকার। গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর আইন শৃঙ্খলার আরও অবনতি হয়েছে মাননীয় অঘোর বাবু এই কথা বলেছেন। Facts and figure এ যদি দেখা যায় গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর, ডাকাতি, চুরি, খুন রাহাজানি অন্যান্য অপরাধ বেশী তা হলে আমি স্বীকার করব যে deterioration of law. কিন্তু facts and figure এ যদি গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর কম হয় তা হলে কোন অবস্থাতেই আমি মাননীয় অঘোর বাবুর বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারব না। তবে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে গত বৎসর এবং এই বৎসরের comparative facts & figure আশা করি পা'ব। তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যে law and order সত্যই deteriorate হয়ে পড়েছে কিনা।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan, M. L. A:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, অঘোর বাবু Law and Order সম্বন্ধে যে motion এনেছেন তার সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরাতে Law & Order এর অবনতি ঘটছে বলে তিনি যে বলেছেন তা ঠিক নয়। কারণ আমি জানি আমাদের কৈলাসহরের ছামনু ও ধর্মনগরের কাঞ্চনপুর অঞ্চলে গত এক বছর ধরে যে সেংক্রাকের উৎপাতে জনসাধারণ ভীত হয়ে উঠেছিল, তাদের ধন প্রাণ এবং সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষা করার ব্যাপারে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল আমাদের সরকার তড়িৎ গতিতে তার মোকাবিলা করেছিলেন। ছামনু, মাণিকপুর, গোবিন্দবাড়ী, গর্জনপাশা, ভানমুন এবং জাম্পইহিলও হাজাছড়া এই সমস্ত উপদ্রুত এলাকায় আমাদের ত্রিপুরা সরকার পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে অতিক্রান্ত জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাদের সেই সীমান্তবর্তী এলাকাতে পূর্ব্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী স্বস্তি ফিরে এসেছে। যারা সেংক্রাক ও মিজোদের নিকট ভয়ে আত্ম সমর্পন করেছিল ও ধনসম্পত্তি সঁপে দিয়েছিল তারা আজ পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে সে লোককে সীমান্তে পাকরাও করছে, সুতরাং আমাদের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চল অরক্ষিত একথা আমরা বলতে পারি না। এই সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকার লোকজন অরক্ষিত অবস্থায় আছে বা সেখানে Law and order নাই একথা বলা চলে না। আমাদের এই সরকার জনসাধারণের জীবন রক্ষা

করতে, ধনসম্পত্তি রক্ষা করতে হলেন। সেই দিক দিয়ে আমরা আমাদের সরকারের প্রশংসা করতে পারি। আমাদের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় নিজের জীবন বিপন্ন করে ঐ সমস্ত উপদ্রুত এলাকায় ঘুরে ঘুরে গরীব কৃষকেরা ও উপজাতিরা যারা তাদের দুঃসময়ে সরকারের নিকট সাহায্য চাইতে এসেছিল তাদের পুনর্বাসন, দাদন, কৃষিঋণ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বর্ষার দিনে ও দুর্যোগের মধ্যে আদিবাসীদের সাহায্যে ঐ সমস্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে নিজে যে কাজ করেছেন তারজন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি। কাজেই অঘোর বাবু যে Motion এই হাউসে এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করি এবং আমাদের উত্তরাঞ্চল সুরক্ষিতই আছে এবং আরো সুরক্ষিত হবে বলে আশা করি।

Mr. Dy. Speaker :—I would now call on Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal M. L. A.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal ;—মাননীয় উপাধ্যক্ষ-মহাশয়, মাননীয় অঘোর বাবু আজ Law & order সম্পর্কে যে motion টি এই House এনেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। কেননা কাঞ্চনপুর ও দশদা ইত্যাদি জায়গায় সেংক্রাক সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করব। আমি মেম্বার হওয়ার পূর্বে বহুবার ঐসব এলাকায় গিয়েছি এবং মেম্বার হইবার পরও সাত বার গিয়েছি। আমাদের আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছেন তার আমি প্রতিবাদ করি। গত ৯ই আগস্ট হইতে ১১ই আগষ্ট পর্যন্ত এই কয়দিন আমি সেই সমস্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে আমি জনসাধারণের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে এনেছি। সেংক্রাক কিভাবে উৎপত্তি হল। প্রথমে কিছু স্থানীয় লোকদের মধ্যে জায়গা জমির ব্যাপার নিয়া গণ্ডগোল ছিল। কাঞ্চনপুর এবং ভুবননগর অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল এবং সেখানে যাতায়াতে কোন সুবিধা ছিল না। এই সুযোগে উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি তাদের উস্কানী দিল। কেননা উস্কানি দিয়া বাঙ্গালী বিদ্বেষ করিয়া নিজের দলের একটা সুযোগ সুবিধা করবার চেষ্টা হয়েছিল এবং বাঙ্গালীদের এখান থেকে বিতাড়ণ করাই ছিল তাদের নীতি। আমি যাওয়ার পর কয়েকজন সেংক্রাক পার্টির সমাজ বিরোধী লোক ধরা পড়েছিল। আমি তাদের থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছি। পরিষ্কার বুঝা গেছে যে এটা কমিউনিষ্টদের উস্কানী। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু ঐ সমস্ত এলাকায় গেছেন কিনা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় উনি একবারও সেখানে যান নাই। যদি বা গিয়ে থাকেন তবে হয়ত ১৯৫১-৫২ সালে যখন কমিউনিষ্ট সন্ত্রাসবাদ চলছিল তখন হয়ত গিয়ে থাকবেন। মাননীয় আদিবাসী মন্ত্রী মহোদয় সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। শ্রীঅনন্ত রিয়াং ও রত্নসেন রিয়াং মাননীয় আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর রোজগার খায় নাই এবং তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট পার্টির আশ্রয় হতেই তারা তার মেম্বার এবং এখনও তার সক্রিয় মেম্বার।

গত নির্বাচনের সময় কাঞ্চনপুর কংগ্রেস প্রার্থী রাজপ্রসাদ রিয়াং এর বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট প্রার্থী ছিল রত্নসেন রিয়াং, গোবিন্দ চন্দ্র রিয়াং, শ্যামপ্রসাদ রিয়াং, জালাধন রিয়াং,

কালিজয় রিয়াং, মোবাই রাং রিয়াং, মুক্তাজয় রিয়াং, কলেন্দ্র রিয়াং, মিত্ররায় রিয়াং, মণিরাম রিয়াং, নিলাম্বর রিয়াং ইত্যাদির সংগে, আমি দেখা করি। তারা সকলেই স্যাংক্রাক দলভুক্ত। ওদের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তারা সবাই কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। এর মধ্যে রবকিঙ্কর এবং নারদমুনি চাকমা এবং সজয় রিয়াং ধরা পড়েছে। তাদের সাথেও আমার আলাপ হয়েছে। এতে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে ত্রিপুরার চীনা কম্যুনিষ্টরাই তাদের পরিচালনা করছে। মাননীয় আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর উপর আক্রোশ হলো এই কারণে যে তিনি দীর্ঘদিন যাবত ঐ জায়গা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। তারা আমাদের সাথে একথা বলেছে যে আগামী ইলেকশনে তারা নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করবে। আমার সাথে অনেক কংগ্রেস কর্মী ছিল তারাও এইসব কথা শুনেছে। প্রথম ইলেকশনের সময় তারা আমাকে কয়বার সাবধান করে দিয়েছে যে আমি কম্যুনিষ্টদের বিপক্ষে নানা প্রকার প্রচার করেছি। স্যাংক্রাকের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে আপনি আর এই এলাকায় আসবেন না। তারা যেসব নামের কথা বলেছে তাদের মধ্যে অঘোর দেববর্মা ও দশরথ দেববর্মার নামও তারা উল্লেখ করেছে এবং বলেছে যে তাদের সাথে চিঠিপত্রে যোগাযোগ সব সময় তাদের আছে। কাজেই মাননীয় অঘোর দেববর্মা যে মোশান এনেছেন স্যাংক্রাক সম্বন্ধে সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—I would now call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই House এর সামনে মাননীয় সদস্য যে motion এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী রাজপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় যা বলেছেন তা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে এই সেংক্রাককে যারা পরিচালনা করছে, যারা এই সেংক্রাক দলের নেতা, অনন্ত রিয়াং এবং বরসেন রিয়াং তারা এক সময়ে রাজপ্রসাদ চৌধুরীর দক্ষিণ হস্ত ছিল এবং কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিল। তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা পরিষ্কার করে বলতে পারেন নাই। কাজেই কাঞ্চনপুর, দশদা অঞ্চলগুলিতে যে সেংক্রাকের উৎপাত চলছে তা আমরা আজকাল পত্রিকার মধ্যে দেখতে পাই যে এই সেংক্রাককে দমন করতে ত্রিপুরা সরকার আজ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। তাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে তারা কোন না কোন কংগ্রেস নেতাদেরই পুষ্ট। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ বাবু তার বক্তব্যে সেংক্রাক যে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছে তা পরিষ্কার করে বলতে পারেন নি। কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীরাখাল বাবু বক্তৃতার সময় সেংক্রাককে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগে যুক্ত আছে বলেছেন। কমিউনিষ্ট পার্টি এই দলের নেতৃত্ব করছে একথা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে কংগ্রেস সদস্য বন্ধুরা এখানে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন, এই সেংক্রাককে পরিচালনা করতে গিয়ে যে বেকায়দায় পড়েছেন কংগ্রেস দল, তাদের অপকীর্তিগুলি বিরোধী পক্ষের উপর চাপিয়ে দিয়ে তা থেকে তারা রেহাই পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা করছেন তাতেই প্রমাণিত হয়। শ্রীঅঘোর বাবু motion এর সমর্থনে এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি আর সেই সব বক্তব্য এখানে উপস্থিত করতে চাই না তবে সামগ্রিকভাবে এ কথাই বলতে চাই যে ত্রিপুরার বর্তমান যে অবস্থা বিশেষ করে আজ সীমান্ত এলাকার কৃষকদের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে কি দেখব? মাননীয় শ্রীপ্রমোদ বাবু motion এর বিরোধিতা করতে গিয়ে সীমান্তে যে গরু চুরি হচ্ছে আর কৃষকরা যে পথে বসতে চলেছে এবং হালের বলদের অভাবে যে তারা কৃষি কার্য্য করতে পারছে না তা তিনি বিরোধিতা করতে গিয়েও না বলে পারেন নি। কাজেই আজকের রুলিং পার্টি এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না এবং তাতে যে তারা ব্যর্থ হয়েছেন তাই প্রমাণ হচ্ছে। গত জন্ম অষ্টমীর দিনে বেবিমুড়ায় এক মণিপুরির বাড়ীতে গরু চুরি হয়। গৃহস্বামীরা যখন চোর ধরার জন্য দৌড়িয়ে যায় তখন তাদের সাথে রাস্তায় পুলিশের দেখা হয়।

এখানে আশ্চর্য্য লাগছে যে যারা চুরি করে তাদের সাথে পুলিশের দেখা হয় না কিন্তু যারা রাতে চোরের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তাদের সাথে পুলিশের দেখা হয়। সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে যে সমস্ত পুলিশ ক্যাম্প আছে তাদের সাথে চোরের যোগসাজস আছে। প্রতি রাত্রেই গরু চুরি হচ্ছে কিন্তু সীমান্ত পুলিশরা তার কোন প্রতিকারই করছে না এবং কৃষকেরা বহুবার সরকারের কাছে অভিযোগ করা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোন চোরের শাস্তি হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

নলছড়া কলোনীতে পুলিশ রাত্রে বাঁশী বাজিয়ে পাহাড়া দেয়। অথচ প্রতি রাত্রেই সেখানে চুরি হচ্ছে অথচ সেখানকার পুলিশ ক্যাম্পগুলি নীরব। এই যদি আজকে অবস্থা হয় তাহলে কৃষকেরা তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কি করে নিশ্চিন্ত হতে পারে এ প্রশ্নও আজকে উঠেছে। কাজেই আমি মনে করি যে নাগরিকের যে নিরাপত্তা এবং তার অধিকারের যে অবনতি ঘটছে—এই যদি চলতে থাকে তাহলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ আরো খারাপ হবে। তার জন্য আমি হাউসের সামনে আবেদন রাখব যাতে করে প্রত্যেক মানুষের নিরাপত্তা, শান্তি যা আছে, যাতে তাদের সম্পত্তি রক্ষা হয় এবং যারা সত্যিকারের সমাজ বিরোধী, সমাজের ক্ষতিকারক, যারা শান্তি বিঘ্নিত করছে, তাদের যেন শাস্তি হয় তার জন্য রুলিং পার্টি যেন বিশেষ ভূমিকা নেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীরবি রাংখল বাবু বলেছেন যে উনি কাঞ্চনপুর, দশদা অঞ্চল ঘুরে এসেছেন। তিনি ঘুরে এসে এই হাউসের মধ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে সেংক্রাকের উৎপাত, তার যে উৎপত্তি, সেখানে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারেই এই সেংক্রাক দলের উৎপত্তি এবং ঐ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা সাম্প্রদায়িকতার

উস্কানী দিচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানীর ফলে আজকে তারা বাঙ্গাল খেদাও আন্দোলনের সামিল হয়েছে একথাই তিনি বলছেন। আমি বলতে চাই যে কারা সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিচ্ছে? গত ১লা জুলাই কল্যাণপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্য ধনঞ্জয় সিং মহাশয় এক জনসভা ডেকে বলেছেন যে আজকে যদি বাঙ্গালীরা এক না হয় তাহলে বাঙ্গালীদের বিপদ। তিনি কেন একথা বলেছেন? খোয়াই একটা রব উঠেছিল যে tribal দের জমি non-tribalদের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। ইহাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীদের ডেকে কল্যাণপুর বাজারে জন-সভায় তিনি বাঙ্গালীদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করছেন।

যদি উস্কানীর ফলে সেখানে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয় তাহলে কি কংগ্রেস পার্টিকে দায়ী করা যাবে? আমি মাননীয় সদস্যদের এই কথাই প্রশ্ন করতে চাই। কাজেই আমি ত্রিপুরার একজন নাগরিক হিসাবে এ কথাই বলতে চাই যাতে করে আভ্যন্তরীণ কোন গোলমাল বা দাঙ্গার সৃষ্টি না হয় সেইদিকে Ruling party র দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যারা সমাজের নিরীহ, দুর্বল লোক তারা যাতে রক্ষা পায় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের গরু বা অন্যান্য ধন সম্পত্তি যাতে রক্ষা হয় তার জন্য সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। একথাটা প্রত্যেক মাননীয় সদস্যের চিন্তা করা উচিত বলে আমি মনে করি। অঘোর বাবু যে যে বক্তব্য এখানে পেশ করেছেন আমি তার বক্তব্যকে পুরাপুরি সমর্থন করি এবং Ruling Partyর মাননীয় সদস্যরা যে তার বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এটা তাদের অপকীর্তি বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker (Dy. Speaker) :—I would now call on Hon'ble Member Sri Sunil Ch. Dutta

Shri Sunil Ch. Dutta :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা যে Motionটি উত্থাপন করেছেন এবং তার স্বপক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন, দুঃখের বিষয় আমাদের সেই আলোচনা শুনার মত ধৈর্য্য তাঁর নেই। ধৈর্য্য না থাকার কারণ হল মাননীয় সদস্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে হাউসে এই Motionটি রেখেছেন। তার বক্তব্যেও এ কথা পরিষ্কার। যে বক্তব্য তিনি হাউসের সামনে রেখেছেন, ত্রিপুরার বর্ত্তমান অপরাধের যে চিত্র এখানে তিনি রেখেছেন আমাদের পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে তুলনামূলক কোন চিত্র না থাকাতে তার বক্তব্য পরিষ্কারভাবে তিনি হাউসের সামনে তুলে ধরতে পারেন নি। তিনি ইচ্ছা করেই তা করেননি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন, তার কথা হল ত্রিপুরাতে যে কোন কিছুই হউক না কেন তার জন্য আমাদের Ruling Party এবং তার নেতা মুখ্যমন্ত্রীই দায়ী। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা বলেছেন গ্রামে এবং সদরে যে যে অপরাধ হয় কোন কিছুরই প্রতিকার

তারা পায় না। গ্রামদেশের কথা তিনি বলেছেন যে গ্রামদেশে বর্তমানে চোর এবং ডাকাতে পূর্ণ। গ্রামদেশের সংত্র যে চুরি ডাকাতি হয় তা মানতে আমি রাজী নই। চুরি ডাকাতি যে হয় এটা ঠিক। ত্রিপুরায় সাড়ে পাঁচ শত মাইল সীমান্ত। এই দীর্ঘ সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপে যে যে সভ্য দেশ আছে সেখানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। কোন দেশেই সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে পাহারা দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশে গরু চুরি হয়। কিন্তু তাহাদের দেশে বড় বড় ডাকাতি এবং লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র, সোনা ঔষধ Smuggling হয়। কাজেই যে পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা না করেন এবং সীমান্ত রক্ষীদের হাতে আমরা উপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত করে দিতে না পারি সেই পর্যন্ত সীমান্তে দু'একটা ছোটখাট ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা আর একটি কথা বলেছেন এবং সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাসগুপ্ত উত্তর দিয়েছেন। কমিশনের ব্যাপারে তিনি বলেছেন। বর্তমানে আগরতলাতে একটি কমিশন চলছে, কমলপুরেও কমিশন চলছে। উকিল নিয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেছেন। উকিল নিয়োগ করলে যে কিভাবে কমিশন প্রহসনে পরিণত হতে পারে আমি তা বুঝি না। উকিল নিয়োগ করা হয় যাতে বিচার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয়। অন্য কোন উদ্দেশ্য এতে নেই। সরকার উকিল নিয়োগ করে সরকারের কর্তব্য পালন করেছেন, সেজন্য মাননীয় সদস্যের সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত। বর্তমানে ত্রিপুরাতে যে সব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সব কিছুর জন্যই তিনি কংগ্রেস পার্টিকে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেছেন। মাননীয় সদস্য ভুলে গেছেন ত্রিপুরাতে অপরাধের সূচনা হয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা ১৯৫০-৫২ ইং সনে যখন তাদের দল প্রতিষ্ঠা করেন তখন ত্রিপুরায় সংত্র হত্যা, ইত্যাদি যাবতীয় অপরাধ সংঘটিত হয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা। হাটে বাজারে তাদের শান্তি সেনাবাহিনীরা জোর করে টাকা আদায় করত। সেই সময় তারা তা করতে পেরেছিলেন কারণ তখন ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল না। যোগাযোগের অভাবের সুযোগ নিয়ে তারা তখন ত্রিপুরার সংত্র লুট, হত্যা ইত্যাদি করেছিলেন সে কথা আজ তারা ভুলে চলবে না দীর্ঘদিন তারা সেই বিভীষিকা রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। জনসাধারণের সহযোগিতায় সরকার তখন সেই অরাজকতার অবসান করিয়ে দেশে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে জনসাধারণের মনেও একটা নিরাপত্তার ভাব বর্তমানে আছে। মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে ত্রিপুরা রাজ্য ভারত অন্তর্ভুক্তির পূর্বে যে রকম অপরাধমূলক কাজের সংখ্যা ছিল এখন হয়ত তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ যেখানে ৫ লক্ষ লোক পূর্বে ছিল বর্তমানে তাহা ১৬ লক্ষ পৌঁছেছে। তিনি বৃথা ফাঁকা আওয়াজ করে আমাদের বিব্রত করতে চাইছেন। কাজেই মাননীয় সদস্যের আজকে যে এই হতাশা সেটা হয়ত অনেকটাই উদ্দেশ্যপূর্ণ। কমিউনিষ্ট পার্টি সেদিন যে অত্যাচার করেছে তার ফলে আদিবাসীদের উপর তাদের প্রভাব যে কতটুকু কমেছে বর্তমান হাউসই তার প্রমাণ দেয়। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টি গত নির্বাচনে মাত্র ৩টি ট্রাইবেল আসন পেয়েছেন, কংগ্রেস পেয়েছেন ছয়টি।

মাননীয় সদস্য শ্রীরাজ প্রসাদ চৌধুরী সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন তার কোন ভিত্তি নেই। আদিবাসীদের এক হাজার টাকা করে দেবেন, ১০ কাণি জমি দেবেন ইত্যাদি বলে তিনি লোককে প্রলোভন দেখিয়েছেন বলে যে কথা এখন বলেছেন এই হাউসে ইতিপূর্বে তার মুখে আমরা তাহা আর কোন দিন শুনি নাই। আজকে হঠাৎ এই সব কথা কেন উনি বলছেন এবং কোথা হতে শুনেছেন সে সব কথা স্পষ্ট। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা বলেছেন যে শ্রীরবি রাংখল মহাশয় যে সব কথা বলছেন তা সত্য নয়।

মাননীয় সদস্য শ্রীরবি রাংখল মহাশয় নিজে উপদ্রুত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সেংক্রাক সম্বন্ধে বাস্তব যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই সব কথাই উনি বলেছেন। শ্রীঅভিরাম দেববর্মার কথায় তার কোন উল্লেখ নাই। প্রতিবাদ শুধু মুখের কথায় করলেই হয় না। সেংক্রাক দলের যে যোগাযোগ কমিউনিষ্ট পার্টির সংগে আছে তা প্রমাণ করে ১৯৫২ সালের যে আন্দোলন তার সঙ্গে বর্তমান আন্দোলনের মিল আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা আর একটি বক্তব্য রেখেছেন যে শ্রীমনস্তুর সিং কমলপুরে একটি মিটিং এ বলেছেন যে সমস্ত বাঙ্গালী এক হও। তিনি এমন একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন কারণ শ্রীমনস্তুর সিং বাঙ্গালী নন, তিনি মনিপুরী। বরং তিনি বলতে পারেন যে কমিউনিষ্টদের হাত থেকে বাঁচতে হলে সব কংগ্রেসীরা এক হও। যিনি নিজে বাঙ্গালী নন তিনি সমস্ত বাঙ্গালীদের এক হতে বলেছেন সেটা বিশ্বাস করতে যেন কেমন লাগে এবং মনস্তুর সিং এমন কথা বলেন নাই। ত্রিপুরাতে Law and Order যে deteriorate করেছে একথা সত্য নয়। অপরাধ হয়, অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং তার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনী সক্রিয় আছে। ১৯৫২ সনে যে হত্যাকাণ্ড হয়, সকল আসামীকেই শাস্তি দান করা সম্ভব হয় নাই এবং হওয়াও যায় নাই। অপরাধীরা বিচারকের নিকট যদি সঠিক অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত না হয় তবে তারা মুক্তি পেয়ে যান। কোন অপরাধীর যদি শাস্তি না হয়, তাহলে একথা বলা যায় না যে ত্রিপুরাতে Law & Order নাই। যদি মাননীয় সদস্য দেখাতে পারতেন যে গত বৎসর বা তার পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এবৎসর অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে তাহলে তার বক্তব্যের যৌক্তিকতা থাকত। পাকিস্তান থেকে এসে আমাদের জনসাধারণের উপর যাতে হামলা না করতে পারে তার জন্য Border e Security force মোতায়েন আছে, তৎসত্বেও একটি মাত্র কারণ যে আমাদের ৫৬০ মাইল দীর্ঘ বর্ডার তা সম্পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত করা সম্ভব হয় নাই। আমাদের উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্কের যে পর্যন্ত না উন্নতি হয়, আমাদের পুলিশ স্টেশনগুলি হইতে S. Ps অফিস হইতে কাগজ পাওয়ার পর পাকিস্তানের সীমান্তের দিকে পাড়ি যদি ব্যবস্থা [illegible] না হয় তাহলে সীমান্তের যে অবস্থা ঘটছে তা দ্রুত কমে যাবে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই সরকার অপারগ, বা ইচ্ছা করেই অপরাধ নিবারণ করেন না তা সত্য নয়। কাজেই আমি মনে করি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাননীয় সদস্য সভায় বাহবা পাওয়ার জন্য এই প্রস্তাব হাউসে এনেছেন। এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : I would now call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অঘোর বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তার বাস্তবে কোন রূপ নেই। তিনি এখানে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন Only for Political interest. To shape the criminals and antisocial grievance ; কারণ হল এই Murder ৩০২ ধারা I. P. C তে first seven months এ একটি Case. আর ১৯৬৭তে first seven m^onths এ ছিল ৬টি। Riot হল 60. তখন ছিল ৮৯টি, Attempt of criminal force to women with intention of outraging modesty বর্তমান ৭ মাসে আছে ১টি, তখন ছিল ৩টা, অতএব law & order যেটা তিনি উত্থাপন করেছেন Statistics এর দিক দিয়েও আমরা দেখাতে পারি যে সেটা সত্য নয়। তবে এর কারণ হল এই যখন তারা কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার পিছনে থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়। অতএব তারা করে কি? উঁহাদের যারা গুণ্ডা এবং উপদ্রবকারী থাকবে, দলাপায়ী থাকবে, তারা যদি কোন উপদ্রব করে তাহলে দেখা যায় উপদ্রবকারীরা যখন ধৃত হয় তখন পুলিশের জুলুম চলবে না—চলবে না এই হয় তাদের main slogan. Only to protect the criminals and anti-social elements. তারপর গ্রামে চুরি ডাকাতি যখন ধরা পড়ে তখন তাদের slogan হয় পুলিশের জুলুম বন্ধ কর। Criminal দের shelter দেওয়ার জন্য Politically তারা আন্দোলন করে। চোর ধরলে দুস্কারীদিগকে তখন তাদের support এ তারা slogan উত্থাপন করে। পুলিশ যখন সেই সমস্তকে কান না দিয়ে আইনানুগ ভাবে কাজ করতে থাকেন তখনই বলা হয় যে, Chief Minister এর হুকুমে তা না চলছে। আইন আছে, আইন অনুসারে যদি কোন লোক খারাপ কাজ করে তাহলে communist party যদি তাদের shelter দিয়ে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য slogan দেয়, আইন তখন সেখানে তাদের কথা শুনবে না, শুনতে পারে না, শুনা উচিতও নয়। সীমান্ত এলাকায় চুরি ডাকাতির অভাব নাই। মনে হয় পাকিস্তানের নিকট ইজারা দেওয়া হয়েছে। তার মানে হল এই আমরা যা খবরাখবর জানি Communist Party of India তাদের একটি group যারা চীনকে সমর্থন করেন, নাগাল্যাণ্ড, মিজো ল্যাণ্ডে যারা অস্ত্র সরবরাহ করেছেন তাদের সাথে recently নাগাল্যাণ্ডের যে operation হয়েছে সেই operation এ চীনের অস্ত্র শস্ত্র ধরা পড়েছে। অতএব চৈনিক কমিউনিস্ট যারা তাদের সাথে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এবং কিছু হইলেই Govt. কে নিন্দিত করে ঐ সমস্ত লোকেদের আস্কারা দেওয়ার জন্য এবং নিজেদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য এই সমস্ত কথাগুলো বলে থাকে। Judicial Enquiry সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত উত্থাপন করেছেন তার দ্বারা তারা এই mean করছেন যে Judicial Enquiryও তারা চান না। আইন শৃংখলার জন্য পুলিশ যদি কোন কাজ করে তাও তারা চান না। তারা চান to exert dis-integration to India and Tripura and various places. যার ফলে তাদের সক্রিয় বিপ্লবের পথটি সোজা হতে পারে। যে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে এই অপকার্য্য, কুকার্য্যগুলি সংগঠিত হচ্ছে তাকে support করে দেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথাগুলি তারা বলে থাকেন। তা না

হলে Judicial Enquiryতে আইন যেখানে আছে, কোর্ট যেখানে আছে সেখানে উকিল থাকবে, উকিল নিযুক্ত হবে, উকিল তা পরিচালনা করবে। এই ব্যাপারে যারা সন্দেহ আরোপ করে তাতে বুঝা যায় তারা Judiciaryকেও বিশ্বাস করেন না। তাই তারা বিশ্বাস করেন না Democracy কে, তাই তারা Democratic wayতে যে সংস্থা গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষে তার বিরুদ্ধে তারা অভিযান চালাচ্ছে। যা সত্য নয় তাকে বিকৃত করে জনসাধারণের মনকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা করে থাকে।

তার পরে আর একটি কথা বলেছেন সন্তোষ সাহার চাউল ধরার ব্যাপারে। কালকেও তা নিয়ে আলাপ হয়েছে, উনি বলেছেন arrested হয়েছে, আমি বলেছি arrested হয়নি। অতএব সেটাকে আজকে আবার এখানে উত্থাপন করেছেন। তাহলে আমি বলব বক্তব্য না রেখে সেটাকে challenge করা উচিত ছিল। যারা বরাবরই একটা অসত্যকে এমন সুন্দর ভাবে প্রচার করে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করবে যেন সেটা সত্য ঘটনা।

উনাদের ফিলোসোফি হলোই এই। ঐ ফিলোসফির জন্য অসত্য ঘটনাকে পুনঃ পুনঃ উত্থাপন করে জনসাধারণের মনে সেই অসত্য ঘটনাকে সত্য বলে প্রতীয়মান করার চেষ্টা তারা করেছে। প্রথমতঃ স্কুল সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ওটা কালকেও বলা হয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে। সেটাকে আবার উত্থাপন করে বারবার আলোচনা করার উদ্দেশ্যই হলো, সেই অসত্য জনসাধারণ সত্য বলে গ্রহণ করবে। এটা যদি তারা মনে করে থাকেন তাহলে অতীতের কার্যকলাপের দ্বারা তারা যে ফল ভোগ করেছেন তা আমি তাদিগকে স্মরণ করতে বলবো।

তাদের বিষয়গুলিকে প্রতিপাদ্য হিসাবে বলতে গেলে পরে আমাকে একটা ইতিহাস বলতে হবে। ১৯৪৭ইং সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরায় কমিউনিষ্ট পার্টির যে ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়েছিল তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। তারা বলেছিলেন এই আজাদী ঝুটা, এই democracy ঝুটা হ্যায়। জনসাধারণ তাদের একথা শুনেনি। জনসাধারণ শনৈঃ শনৈঃ গতিতে অগ্রসর হয়েছেন। ১৯৫০ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া ঘোষণা করলেন যে "আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করবো" এবং ত্রিপুরায় তারা আন্দোলন সুরু করলো। তারপরে সেই আন্দোলনের মূলে কতলোক যে মারা গেল সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সেই সময়ে তারা বক্তৃতা করে ঘোষণা করেছে ত্রিপুরায় যে বাঙ্গালীরা ত্রিপুরার ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন ত্রিপুরী তাকে ফিরিয়ে এনে রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার সুরু করলো। তাদের প্রচারের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং দলের প্রসার সৃষ্টি করা। একথা আমার পূর্বে দাশগুপ্ত সাহেব বলেছেন যে কি করে তারা বিজার্ভ পুলিশ বাহিনী গঠন করে তাদের গেরিলা শিক্ষা দিছিল। বিকিউজি তাড়াও, বিকিউজির স্থান ত্রিপুরায় নেই। তাদের কথা, এই কম্যুনিষ্ট পার্টির কথা। আমি তাদের challenge করি whether they have told these or not at that time তারপরে tribal যারা তাদের গেরিলা tactics শিক্ষা দিয়ে ধনরত্ন এবং

murder থেকে শুরু করে কোন কিছুই ছিল না বাকী। এইভাবে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে, রাস্তাঘাট হওয়ার সাথে সাথে তাদের এই গেরিলা tactics of movement শুরু হয়ে গেলো। তারা সেই অনুসারে শান্তিসেনা গঠন করলো। গণমুক্তি অভিযান। জনসাধারণের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার তারা করেছে তা ইতিহাসে মেলা ভার। তাদের এই অত্যাচারের কাহিনী ত্রিপুরার জনসাধারণ ভোলেনি। গত নির্বাচনে জনসাধারণ তার উত্তর দিয়েছে এবং তারাও তার উত্তর পেয়েছে। তারপর ১৯৫০ সালের সমগ্র বিদ্রোহ যখন ব্যাহত হল তখন তারা declare করল যে আমরা constitutional movement করব। তারপর দেখা গেল যে constitutional movementর মধ্যে communist দ্বিধাবিভক্ত। তারপর দেখা গেল যে তারা ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ ব্যর্থমনোরথ হলে পর, আকাশে মেঘ দেখলে দেশের কথা মনে হয়, তাদেরও হয়েছে তাই এবং ব্যাহত হওয়ার পর তাদের আন্দোলন, তাদের দল তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। একটি হল চীন পন্থী আর একটি হল রুশ পন্থী। এখন আবার চীনপন্থীদের মধ্যেও ভাগ হয়েছে যথা নকশাল পন্থী এবং তারও প্রতিক্রিয়া ত্রিপুরার বুকেও চলছে। অতএব তারাই বলেছেন যারা ব্যর্থমনোরথ হয়েছে তারাই communist party ত্যাগ করে সংগ্রামী দল গঠন করেছে। কাজেই তাদের আজ এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে বাঁচার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেংক্রাকরা যে আজকে আন্দোলন করছে তার বিশদ উৎপত্তি ও অবদানের পেছনে কমিউনিষ্ট পার্টি আছে। তারা বলছেন যে কি করে কি হল। রতনসেন বিষ্যাং কংগ্রেসে ছিল, অনন্ত বিষ্যাং কংগ্রেসে ছিল। এখন আমার একটা সুন্দর কথা মনে পড়ছে। যখন আমাদের ভারতবর্ষে Executive council of India যখন ছিল তখন বাঁকুড়ায় সিন্ধুবালা নামে দুটি বালিকা ছিল পুলিশ করল কি? বাঁকুড়াতে সিন্দুবালা নামে যত মেয়ে ছিল সবাইকে ধরল। তাদের মধ্যে বিষ্যাং উক্তি এসেছে। They are being unable to recognise. বিষ্যাং দেখাদেখি রাজ প্রমাদ। কাজেই রাজ প্রসাদ তাদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ। কারণ তারা প্রচারের ফলে তারই সংগঠনের ফলে তাদের এই চক্রী অবস্থা এবং আমি বলব এই যে অখিল দত্ত Executive council এ বলেছিলেন যে, "Any man being unable to recognise the plant carries the entire mountain upon his shoulder. তাই আমি বলব এই being unable to recognise the real man, they condemn Raj Prasad Choudhury. Thanks to them. কারণ তারা সমস্ত বিষ্যাং গোষ্ঠিকেই সেংক্রাকে পরিণত করেন নি। তারা হল বীর হনুমান। সেই দিক দিয়ে আমি বলব যে তারাই বলেছেন যারা ব্যর্থ মনোরথ হয় তারাই সেংক্রাক দল গঠন করে। তাদের জীবনেই আমরা ব্যর্থ মনোরথ হতে দেখেছি। ১৯৫০ সালে সশস্ত্র বিপ্লব all over Indiaতে তখন তারা ব্যর্থ হয়ে, পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে, disintegration in all over India create করার চেষ্টা করছে এবং ত্রিপুরাতেও তা চালাচ্ছে। কাজেই যখনই যা হয় তা administration এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা বাঁচতে চায়। এই রকম গত electionএ ক্ষেত্রেই বিফল হয়ে তারা আন্দোলন করতে আরম্ভ

করেছে সে আবার টেনেন্সি কংগ্রেসের অনুসারে। ১৯৬২ সালে টেনেন্সিতে Communist partyর যে conference হয় তার যে pamphlet তারা পাহাড়ের মধ্যে আগরে, কন্দরে তা প্রচার করে। তাই আমি কমিউনিষ্ট পার্টিকে বলব যে বাঙ্গাল বিরোধী আন্দোলন, refugee বিরোধী আন্দোলন ঐ টেনেন্সিতে আসেনি। আমি বলব সেই pamphlet গুলি যেন মাননীয় সদস্যরা এখানে হাজির করেন। আমি বলব টেনেন্সি conference এ তারা যা গ্রহণ করেছেন, পার্টি conference এ। অতএব সে ভাবেই তারা তা প্রচার করেছে, conference ১৯৬২তে হয়েছিল, ৬৭ ইং এর election এ তারা তা শুরু করেছিলেন, result তো হাতে হাতেই পেয়েছেন। আবার বলব, সংক্রামকদল করে, শান্তি সেনা করে, communal slogan প্রচার করে disintigration আনা চলবে না। কারণ জনসাধারণ তা বুঝেছেন। তারপরে বলেছেন ধনঞ্জয় সিংহের কথা। তার কারণ আছে। আমি বলছি যে Character assassination is the main attempt of them. তার কারণ হল এই যে, এই ধনঞ্জয় সিংহ তাহাদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—তার কারণ হ'ল এই, উনি প্রচার করছেন খোয়াই এবং কল্যাণপুরে যে, লাঙ্গল যার জমি তার। আর কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচার হলো, যদি আমার প্রভু গুটি বাড়ি যায়, তবুও আমার প্রভু নিত্যানন্দ রায়। কারণ তারা এই আইন মানেন না। অথচ আইন চালু করা হয়েছে এই জন্য। অতএব প্রতিটি মানুষ একথা বলবে যে বর্গা আইন চালু করো। বর্গাদারের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই হ'লো সরকারের পলিসি, কংগ্রেস পলিসি' সেটাকে এখানে চালু করার ফলে গত নির্বাচনে খোয়াইয়ের পতন, মোহনপুরের পতন, লিডারসিপের পতন, দশরথের লিডারসিপের পতন, অতএব সেই অনুসারে আমি ভাবতে বলব, চিন্তা করতে বলব। character assassinationএর দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য আপনারা সাধন করতে পারবেন না। শান্তি ও শৃঙ্খলা যদি রাখতে চান তাহলে কেবল পুলিশের মাধ্যমে শান্তি রক্ষা হয় না। জনসাধারণেরও প্রয়োজন। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের কাছে আমার আবেদন। যখন কোন লোককে পুলিশ আটক করবে বা আদালতে অভিযুক্ত করবে তখনই আপনারা সোচ্চারে আন্দোলন গড়ে তুলুন। অতএব পকেট মারের বিরুদ্ধে, protectionএর জন্য, পুলিশের জুলুম চলবে না। পুলিশ পকেটমারকে ধরবেই। কাজেই তাদের সেই আন্দোলনকে চূর্ণ করার জন্য পুলিশ যাবেই, সরকার প্রস্তুত আছে। কারণ আপনারা জানেন All over Tripura Anti-social elements লক্ষ লক্ষ টাকার বনজ সম্পদ ধ্বংস করছে। তার পরে আমরা procurement আইন করে, procurement করার চেষ্টা করি। তাতেও ঐ anti-social elementsরা সারা ত্রিপুরায় আন্দোলন করেছিল। P. D. Act চালু করার সাথে সাথে সেই procurement বন্ধ করার আন্দোলন বন্ধ হয়েছে। P. D. Actএর ফলে সুফল ফলেছে। Anti-social elements দের দমন করলে পরে শান্তি আসবেই। ত্রিপুরার Communist পার্টির প্রচারের ফলে এইসব anti-social activity বেড়ে গেছে, তাই আমি আবার অনুরোধ

করছি যে anti-social activities বন্ধ করুন। জনগণের সংহতি রক্ষার জন্য ঐ anti-social activities পরিহার করুন। চলুন আমরা একযোগে এক সাথে গিয়ে ঐ anti-social activities বন্ধ করি এবং ত্রিপুরার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি গড়ে তুলি, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Dy. Speaker :—The Discussion is over. The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday the 21st August, 1968.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX 'A'

STARRED QUESTION NO. 12

By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Medical Deptt. be pleased to state :—

১) কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল, কালাছড়ি চিকিৎসালয়, সালেমা বাজার চিকিৎসালয়, সালেমা কলোনী চিকিৎসালয়, কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও আমবাসা চিকিৎসালয়গুলিতে ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষার জন্য সরকার হইতে স্লাইড্ পাঠান হয় কিনা ;

২) পাঠান হইয়া থাকিলে, কোন তারিখে কত স্লাইড্ পাঠান হইয়াছিল। ১৯৬৫-৬৬ কত, ১৯৬৬-৬৭ ইং কত, এবং ১৯৬৭-৬৮ যে পর্য্যন্ত কোন কোন চিকিৎসালয়ে কত জানাবেন কি ?

৩) কোন কোন চিকিৎসালয় হইতে ১৯৬৫-৬৬ ইং তে কয়টা, ১৯৬৬-৬৭ ইং তে কয়টা ও ১৯৬৭-৬৮ ইং যে পর্য্যন্ত কয়টা স্লাইড্এ রক্ত লইয়া ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টে পাঠাইয়াছেন এবং কয়টা কেস নিগেটিভ কয়টা পজেটিভ হইল, এবং তাহাদের নাম ও ঠিকানা জানাবেন কি ?

ANSWER

১) হ্যাঁ, একমাত্র সালেমা কলোনী চিকিৎসালয়ে ১৯৬৫, ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ ইং সনে স্লাইড্ পাঠান হয় নাই।

২) উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্তরূপ :—

ক্রমিক নং	হাসপাতাল/চিকিৎসালয়ের নাম	সময়			
		১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮
১)	কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল	২৪৩	৩৬৩	৮	১১০
২)	হালাহালি চিকিৎসালয়	৩৩	৮৭	১০৩	২৪২
৩)	সালেমা বাজার (কুলাই হাওর) চিকিৎসালয়	৫৪	৫৩	১২	৬০
৪)	সালেমা কলোনী চিকিৎসালয়	নাই	৪	নাই	নাই
৫)	কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৪৫	৩১৫	৭৮	১১৭
৬)	কুলাই (আমবাসা) চিকিৎসালয়	১১	৩০৩	৩৪০	২০৩

৩) উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্তরূপ :—

ক্রমিক নং	হাসপাতাল/চিকিৎসালয়ের নাম	সন							
		১৯৬৫		১৯৬৬		১৯৬৭		১৯৬৮	
		পঃ	নিঃ	পঃ	নিঃ	পঃ	নিঃ	পঃ	নিঃ
১)	কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল	৮	২২৬	৩	৩৬০	—	৮	৭	১০৩
২)	হালাহালি চিকিৎসালয়	১	৩২	২	৮৫	২	১০১	৩	২৩৯
৩)	কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৪	১৩১	১২	৩০৩	—	৭৮	৩	১১৪
৪)	কুলাই (আমবাসা) চিকিৎসালয়	—	১১	২৩	২৮০	৯	৩৩১	—	২০৩
৫)	সালেমা বাজার (কুলাইহাওর)	১	৫৩	—	৫৩	—	১২	—	৬০
৬)	সালেমা কলোনী চিকিৎসালয়	—	—	—	৪	—	—	—	—

(৩ খ) জনস্বার্থের খাতিরে নাম প্রকাশ করা গেল না।

STARRED QUESTION NO. 272

By Shri P. R. Das Gupta. M. L. A.

QUESTION :—

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Development Department be pleased to state—

1. Whether any representation from the people of Brojabinodinipur under Mohanpur Block has been received by Mohanpur B. D. O. for the repairing of Brojabinodinipur Bund under Test Relief in 1967 and 1968.

2. If so, the step taken ?

ANSWER :—

1. Yes,
2. Under examination.

UNSTARRED QUESTION NO. 84
By Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Labour Department be pleased to state :—

QUESTION

1. কোন্ কোন্ চা বাগান শ্রমিক ও কর্মচারীদের কোন্ বছর পর্য্যন্ত বোনাসের সমাক টাকা দিয়াছেন ?
2. বাকী টাকা শ্রমিক কর্মচারীরা যাহাতে পাইতে পারেন তাহার জন্য সরকার কি ধরণের চাপ দিয়া থাকেন এবং তাহার ফলাফল কি ?

ANSWER

1. নিম্নোক্ত ১২টি চা বাগান ব্যতীত সমস্ত চা বাগানই ১৯৬৫ইং সনের বোনাস দিয়াছেন : ১) হরেন্দ্রনগর, ২) বিনোদিনী, ৩) দুর্গাবাড়ী, ৪) গাবেদটিলা ৫) দারংটীলা, ৬) খোয়াই, ৭) কল্যাণপুর, ৮) জগন্নাথপুর, ৯) সবেরিজন, ১০) বাংকুং, ১১) খোডা এবং ১২) মুর্ত্তীছড়া চা বাগান।
2. যে সমস্ত চা বাগান বোনাস দেয় নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 104
By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M.L.A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare department be pleased to state :—

ক) বিগত ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের ৩০শে মে পর্য্যন্ত কত সংখ্যক ট্রাইবেলের জমি নন ট্রাইবেলের আইনী এবং বে আইনী ভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

খ) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে এই ধরণের হস্তান্তরের কোন তথ্য রাখার সরকারী ব্যবস্থা আছে কি ?

গ) যদি জবাব "না" বাচক (negative) হয় তাহা হইলে ট্রাইবেলের জমি নন ট্রাইবেলের নিকট হস্তান্তরের সঠিক তথ্য রাখার কোন বিশেষ ব্যবস্থা সরকারী পক্ষ থেকে অবিলম্বে করা হইবে কি না?

ঘ) যে সব ট্রাইবেলের জমি বেআইনীভাবে ননট্রাইবেলের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা ট্রাইবেলদের ফেরত দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

ANSWER

ক) ১৯৬০ ইং সনে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন পাশ হওয়ার পর হইতে উক্ত আইনের ১৮৭ নং ধারা অনুসারে কালেক্টার এই পর্যান্ত ১.১৯২টি ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের ভূমি অ-উপজাতীয়দের নিকট হস্তান্তর করার আদেশ দিয়াছেন। তথাকথিত বে-আইনীভাবে উপজাতিদের ভূমি অ-উপজাতিদের নিকট হস্তান্তরের তথ্য সরকারের নিকট নাই।

খ.গ) কালেক্টারের অনুমতিক্রমে হস্তান্তরের তথ্য রাখার ব্যবস্থা আছে।

ঘ) যেহেতু তথা কথিত বে-আইনীভাবে উপজাতিদের ভূমি অ-উপজাতিদের নিকট হস্তান্তরের কোন তথ্য সরকারের নিকট নাই, উক্ত প্রকার হস্তান্তরিত ভূমি ট্রাইবেলদিগকে ফেরত দেওয়ার কোন পরিকল্পনার প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY—ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT. 1963.

21st August, 1968.

The House met in the Assembly Chamber. Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 21st August, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik. Speaker in the Chair. The Chief Minister. four Ministers, the Dy. Minister. Deputy Speaker and twentythree members.

Mr. Speaker : Today in the list of business are the following Starred Questions to be answered by the Minister concerned Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 845.

Shri U. K. Roy : Hon'ble Speaker, Sir, a point of order. The Subject matter of this question is objectionable It has been stated in the question that three out of the five members of the Building construction Sub-Committee were not informed of the audit by Shr Krishnadas Bhattacharjee, Education Minister while he was auditing the accounts. I think the language is very unhappy. It could have been edited. When the accounts were audited Shri Krishnadas Bhattacharjee was not Education Minister. Secondly, the matter of not keeping informed of the three members of the Building Construction Sub-Committee of a private school cannot form the subject matter of this question. It is direct violation of rule 34 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. The rule says -"A question must relate to a matter of administration for which the Government is responsible Its purpose shall be the eliciting of information or suggesting action on a matter of public importance."

It is also violation of rule 35 sub-rule 21 which say—"It shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Govt. of Tripura".

I would also point out Sub-rule 12 of Rule 35. It says—"It shall not relate today-to-day administration of local bodies or other semi-autonomous bodies." So I want a ruling from the Chair whether this can be admitted.

Mr. Speaker :—Now I am going to the Second Starred question and give my ruling after disposal of second question. Shri Jatindra Kumar Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 873.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, question No. 873.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Industry Department be pleased to state.

(ক) রেশমপলু প্রতিপালকগণ হইতে কি সরকার সমর্থিত কোন সংস্থা বা সরকারি সংস্থা কর্তৃক রেশমগুটি (কোকন) খরিদ করা হয় কিনা।

(খ) তাহা হইলে জিরানিয়া ব্লক এলাকাস্থিত রেশমপলু প্রতিপালকগণ হইতে ১৯৬০ ইং সন হইতে ১৯৬৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত কত কে. জি. গুটি (কোকন) খরিদ করা হইয়াছে ?

(গ) এবং প্রতি কেঃ জিঃ এই গুটি (কোকন) এর মূল্য কত হারে দেওয়া হইয়াছে ?

(ঘ) ঐ মূল্য অন্যান্য রাজ্যের সরকারি সংগ্রহমূল্যের সমান কিনা ?

(ঙ) মূল্য কম হইলে ইহার কারণ কি ?

ANSWER

(ক) হাঁ, বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ হইতে।

(খ) ১৮২ কেঃ জিঃ খরিদ করা হইয়াছে।

(গ প্রতি কেঃ জিঃর মূল্য ৬·৫০ পয়সা হইতে ৭·৫০ পয়সা হারে দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) না।

(ঙ) মূল্য কম হওয়ার কারণগুলি নিম্নরূপ :—

১। রেশমপলু প্রতিপালকদের বাড়ী হইতে রেশমগুটি সংগ্রহের খরচা।

২। বাঁধানো ও পাঠানো খরচা।

৩। উঠানো ও নামানো খরচা।

৪। মাশুল খরচা।

৫। শুকাইয়া ওজন কমা।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে এই গুটির মূল্য কত প্রতি কে. জি. ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—প্রতি কে. জি.'র মূল্য ছিল ৮.৭০, ৯.০০ এবং ১৯৬৭ সালে হয়েছে ১০.০০ টাকা।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—পার্শ্ববর্তী ষ্টেটে যদি প্রতি কে. জি. ১০ টাকা হয়, আমাদের এখানে যে রেশমগুটি উৎপাদনকরা কম মূল্য পাচ্ছে তাতে তাদের মধ্যে গুটি পোকা চাষ সম্পর্কে নৈরাশ্যতা আসছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই, কারণ কতগুলি ফেসিলিটি তাদের দেওয়া হচ্ছে যেমন সেই গুটি পোকাগুলি তাদের সেন্টার থেকে কিনে নিয়ে আসা হয়, তাদের রেরিং হাউস ইত্যাদি লাগে না, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই এই দাম ধার্য করা হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—এই গুটি পোকা সংগ্রহ করার জন্য সরকারের নিজস্ব কোন সংস্থা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বর্তমানে নেই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন জিরানীয়া ব্লক এলাকায় কতজন রেশম পোকা প্রতিপালক আছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চেন নাম্বার ১২৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮ স্যার।

QUESTION

১। ত্রিপুরায় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষায়তন সমূহে (সিনিয়র বেসিক হইতে কলেজ পর্যান্ত) কতজন বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে ?

২। তন্মধ্যে কতজন ছাত্রছাত্রী পালি শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে ?

৩। যাহাতে সকলেই সুযোগ পায় তজ্জন্য বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত শিক্ষায়তন সমূহে পালি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে কি ?

ANSWER

১। তালিকা সঙ্গে দেওয়া হইল।

২। ছয়জন ছাত্র স্কুলে পালি পড়িতেছে।

৩। প্রয়োজন অনুসারে পালি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয় বিবেচিত হবে।

উত্তর

১) হাঁ, ত্রিপুরার শিক্ষা দপ্তরে এই ধরণের কোন সারকুলার নাই।

২) রাজ্য সরকারের হাতে এমন কোন সারকুলার নাই, সুতরাং প্রশ্নটির পরবর্তী অংশ উঠে না।

৩) না, কিন্তু কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ ট্রেনিং প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে M. Ed. কোর্সে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ দিয়াছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮, স্যার।

QUESTION

1) How many teachers have so far been trained in the Craft Teachers' Training Institute, Agartala from the beginning of this Institute up-to-date ;

2) What are the crafts taught in the Institution ,

3) What is the duration of training ;

4 How the trainee-teachers have been selected ?

ANSWER

1) 548.

2) Metal craft, Wood craft, Book Binding Craft, Tailoring and Embroidary Craft. Weaving Craft and Cane and Bamboo Craft.

3) One academic year.

4) Teachers are selected by the Education Directorate on the basis of their willingne s and on the recommendation of the respective Heads of Instutions.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে যে ক্রাফট ট্রেনিং শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেই ক্রাফটগুলি যাদের জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি তাদের শেখানো হচ্ছে কি না বা মেটেল ক্রাফট কোন স্কুলে ইনট্রোডিউস করা হয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—যেখানে কোন স্কুলেই এই মেটেল ট্রেনিং ইনট্রোডিউস করা হয় নাই, সেখানে এই ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য :—ভবিষ্যতে কাজে লাগান হবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কোঠারী কমিশন ভকেশন্যাল ক্র্যাফটকে আগ্রি-বায়াস করবার জন্য প্রায়রিটি দেওয়ার জন্য রিকমেণ্ড করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— সমানভাবেই করেছেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— আগ্রি-বায়াস করার জন্য ক্র্যাফট টিচাস ট্রেনিং কোসে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমাদের যে বেসিক ট্রেনিং আছে তাতে কৃষি শিক্ষা সবই আছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কোন্ কোন স্কুলে আগ্রিকালচারাল ট্রেড আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমাদের যে বেসিক ট্রেনিং দেওয়া হয় তার মধ্যে আগ্রি-কালচার একটা সাবজেক্ট আছে এটাই আমি বলেছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— স্কুলগুলিতে আগ্রিকালচার ট্রেনিং প্রপার ইকুইপমেন্ট আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— শুধু আগ্রিকালচারাল ট্রেনিং ইকুইপমেন্ট নাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— তাহলে আগ্রিকালচার সাবজেক্ট কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— যারা বেসিক ট্রেনিং ক্লাসে আগ্রিকালচার সম্বন্ধে ট্রেনিং নেয় তারাই একটা প্রিলিমিনারী আইডিয়া দিয়ে দেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— যে সব ছাত্র এই ট্রেনিং পান তারা গ্রামে আগ্রি-কালচার করে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— কোন কোন ছাত্র করে, সবাই করে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— কোন সাবজেক্টে ট্রেনিং দেওয়ার আগে তারা কোন্ সাবজেক্টে উৎসাহী এই সম্পর্কে ছাত্রদের মতামত নেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— যথাসম্ভব নেওয়া হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি আমাদের শিক্ষাকে আগ্রিবায়াস করার জন্য আগ্রিকালচারাল ডিরেক্টরেট থেকে আগ্রিকালচারে ডিগ্রি কোস পড়ার জন্য কোন লোককে ট্রেনিং এ পাঠাবার ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আগ্রিকালচার ডাইরেক্টরেট থেকে বি, এস, সি, ডিগ্রি নেবার কোন প্রভিশান নাই।

Answer.

১। কলেজের নিজস্ব ভবনের কাজ শেষ হওয়া মাত্র।

২। অধ্যাপক নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩। গত বছরের ১৪ জন "রিপিটার" ছাড়াও ১৮ জন নূতন ছাত্রকে প্রথম বার্ষিক ক্লাসে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ভবনটা কবে আরম্ভ হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—গত ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কবে পর্যন্ত শেষ হবে বলতে পারেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যথা সম্ভব সত্বর শেষ হবে। তবে আগামী সীজনে হয়ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Chandra Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Question No. 211.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 211.

QUESTION

১। বিলনীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬৭-৬৮ সালে কতজন বালিকা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছিল এবং কতজন পাশ করিয়াছে ?

ANSWER

১। বিলনীয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হইতে ১৯৬৭-৬৮ সালে ১৫জন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয় এবং তন্মধ্যে ১১জন পাশ করিয়াছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—এত কম সংখ্যক ছাত্র পাশ করার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা ছিল এই স্কুলের শেষ স্কুল ফাইন্যাল। কারণ এটাকে হায়ার সেকেণ্ডারীতে কনভার্ট করা হচ্ছে। কাজেই সমস্ত ছাত্রকেই টেস্টে এলাও করা হয়, সেইজন্যই এই অবস্থা হয়েছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—কতজন ছাত্র টেস্টে এলাও হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—১৫ জন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—যারা টেস্টে এলাও হবে তাদের সবাইকে পাশ করানোর দায়িত্ব কি আমাদের নাই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ক্লাস টেনে ছাত্র ছিল ১৫ জন, টেস্ট দিয়েছে ১৫ জন, ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে ১৫ জন, পাশ করেছে ১১ জন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমরা যখন সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপন করি যাতে নাকি সকল ছাত্র পাশ করতে পারে. ইহা কি সত্য নহে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তাহলে তো কেউ ফেল করতো না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ফেল করবার কারণগুলি কি আমরা খুঁজে দেখেছি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরীক্ষা দিলে কেউ ফার্স্ট ডিভিশনে, কেউ সেকেণ্ড ডিভিশনে আর কেউ থার্ড ডিভিশনে পাশ করে। আবার কেউ কেউ ফেলও করে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—সব বিদ্যালয়েইতো আর এত কম হারে পাশ করে না। অন্যান্য স্কুলে এর চেয়ে বেশী হারে পাশ করে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেখানে ট্রেণ্ড টিচারের কোন অভাব আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 226.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 226.

QUESTION

1. Is there any contemplation of the Government for upgradation of Sunaimari and Pechardhar J. B. Schools of Kailashahar Sub-Division ?

ANSWER

1. No.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সোনাইমুড়ি এবং পেচারধর জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিকে সিনিয়র বেসিক স্কুল করার জন্য কৈলাশহরের স্কুল ইন্সপেক্টার কোন রিকম্যাণ্ডেশান করেছেন কি না ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Yes, a proposal has been received for upgrading of Sunaimuri and Pechardhar J. B. Schools of Kailashahar Sub-Division.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর কি ডিসিশন নিয়েছেন ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—১৯৬৮-৬৯ সালে ১০টি জুনিয়র বেসিক স্কুলকে আপগ্রেড করা হবে বলে সমস্ত স্কুল ইন্সপেক্টার থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে, এই সমস্ত রিপোর্ট পেলে পরে according to priority and according to quota এ্যাকশান নেওয়া হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই দশটি স্কুলের মধ্যে এই দুইটি স্কুল পড়ে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই দুইটি স্কুল পড়ে কিনা বলতে পারি না, তবে সমস্ত প্রপোজালগুলি বিবেচনা করে ঠিক করা হবে কোন দশটি স্কুলকে আপগ্রেড করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ইন্সপেক্টার অব স্কুলস্ কবে এই রিপোর্ট দিয়েছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিস চাই স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য স্কুল ইন্সপেক্টারদের রিপোর্ট এখনও এসে পৌঁছায় নাই। সেই জায়গায় কেলাসতরের স্কুল ইন্সপেক্টারের রিপোর্ট কি প্রাইয়রিটি পাওয়ার উপযুক্ত মনে করেন না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এখনও সেই রিপোর্ট বিবেচনা করা হয় নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন কোন স্টেজের জুনিয়র বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুল করা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কতকগুলি কণ্ডিশান আছে, সেই কণ্ডিশানগুলি ফুলফিল করে কিনা সেইগুলি দেখে সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই কণ্ডিশানগুলি বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—A habitation or a group of habitations closely clustered constituting one population centre with population of 1000 in plain area and 700 in hilly and/or inaccessible area having no middle school within three K. M. may be given one Middle stage school. Output of the terminal classes of feeder primary sections should be at least 20 for plain area and 15 for hilly and/or inaccessible area. A maximum of 240 students in urban area and 120 in rural area should be enrolled in classes VI to VIII of a middle stage school. When the above limit is exceeded starting of an additional School in the same area may be considered.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কণ্ডিশানগুলি ফুলফিল করার জন্য মেনেজিং কমিটিকে জানান হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হাঁ, জানান হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩১।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩১ স্যার।

Question

1) Whether there is any Girls' Boarding house attached to M. B. B. College ;

2) If not, the reason thereof ?

Answer

1) No.

2) Not considered necessary.

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পূর্বে এম. বি, বি, কলেজের গার্লস স্টুডেন্টদের থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—গার্লস স্টুডেন্টদের থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না, উইমেন কলেজের যে হোস্টেল আছে তাতে এম. বি. বি. কলেজের গার্লস স্টুডেন্টদের রাখা হয়।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—উইমেন কলেজ হওয়ার পূর্বে দূরবর্তী অঞ্চলের গার্লস স্টুডেন্টসদের থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য নহে যে এম. বি. বি. কলেজের বয়েজ হোস্টেল যেটা আছে, সেটা গার্লস স্টুডেন্টসদের জন্য তৈরী করা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—উইমেন কলেজের বোর্ডিং এ এম. বি. বি. কলেজের স্টুডেন্টস-দের স্থান দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে কি না উক্ত কলেজের বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেন্টের ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বাধ্যবাধকতা নেই, তবে 'মিউচুয়েল এরেঞ্জমেন্ট' এ নেওয়া হয়।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, উইমেন কলেজে যে সীট আছে সেটা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রয়োজন অনুযায়ী কোন হোস্টেলেই পর্যাপ্ত সীট নেই।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—তাহলে সীট বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—উইমেন কলেজ হোস্টেলের নূতন বিল্ডিং তৈরী করবার পরি-কল্পনা আছে, সেটার কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—সেখানে কত ছাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে দূরবর্তী ছাত্র ছাত্রী যাতে কলেজ বোর্ডিং এ থাকিয়া লেখা পড়া করবার সুযোগ সুবিধা পায়, সেদিকে সরকারের লক্ষ্য আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে অর্থের উপর। ইচ্ছা আছে কিন্তু সঙ্গতি নেই।

M. Speaker :—I am now giving my ruling on the point raised by Shri U. K. Roy, M. L. A.

I have admitted the question keeping in view all the Rules required for admissibility of the question. The school may be a private one but Government can not wash its responsibility so far the matter of payment of grant is there. Besides, recurring grants, Govt. pays non-recurring grants also to such school for construction and other purposes. And as such, Government should not shake off its responsibility to see the public money are properly utilised for the purpose they are granted. In the matter of administration of those schools, Government approves the appointment of teachers etc. and so also there lies responsibility of the Government.

Regarding point of order of the Hon'ble Member concerning rule 35(12), I must observe that the above finding will stand. Further to add to this I must say, had Hon'ble Member referred to the last portion of rule 35(12) he could not have raised such point of order. Regarding editing of the question as pointed out by the Hon'ble Member, I must say that I have felt no necessity of such editing in view of the fact the name of Shri Krishnadas Bhattacharjee has appeared there as capacity of Education Minister and not in his personal capacity.

Above all the questions involve public interest.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 845.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 845 Sir.

প্রশ্ন

১। ঈশানচন্দ্রনগর কাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্য স্কুল কমিটি স্থানীয় ৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি Building Construction Sub-Committee গঠন করেছিল কি না ?

২। যদি করা হয়ে থাকে সেই ব্যক্তিদের নাম ?

৩। ইহা কি সত্য যে সেই ৫জন সাব-কমিটির তিনজন সদস্যদের অজ্ঞাত রেখে Education Minister শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য Audit কার্য্য সমাধা করেছেন ?

QUESTION

Whether the scale of pay for the post of Assistant Tribal Welfare Officer, Tripura has been revised ? If not whether the Hon'ble Minister will take immediate steps to revise the same ?

ANSWER

Scale of pay of the post of Assistant Tribal Welfare Officer has not yet been revised. However, a proposal in this regard is now under consideration of the Government,

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার তাদের রিভাইজড স্কেল পায় নাই সেজন্য তাদের টি. এ. বা ডি. এ. ঠিকমত পাচ্ছে না এবং এতে কাজের ক্ষতি হচ্ছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ঠিকমত দিলে ঠিকমতই পাবেন, সে অনুসারেই পাবে। পাটিকুলার যদি কোন কেস বলেন তাহলে দেখব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন্ তারিখে প্রপোজালটা ইনিসিয়েট করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তারিখ দেওয়া এখন সম্ভব নয়। সুতরাং আমি নোটীশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Debendra Kishore Choudhury.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Question No. 256.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 256.

QUESTION

১। আগরতলা শহরে একাদিক্রমে তিন বৎসরের অধিককাল নিযুক্ত আছেন এরূপ শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা কত ?

২। মফঃস্বলে তিন বৎসর অথবা তাহারও অধিক সময় যাবৎ কাজ করিতেছেন অথচ বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াও কোন প্রতিকার পাইতেছেন না এরূপ শিক্ষকের সংখ্যা কত ?

৩। আগরতলা শহরে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত কি ? মফঃস্বলের স্কুলগুলিতে কি একই হারে শিক্ষক আছেন ? শিক্ষার গুরুত্ব কি মফঃস্বল ও শহরের জন্য বিভিন্ন।

৪। ইহা কি সত্য যে মফঃস্বলের শিক্ষকগণ ন্যায্য কারণে ডেপুটি ডাইরেক্টরের সংগে দেখা করিতে আসিলে উহাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় ?

শ্রীনরেশ রায়ঃ—এই ক্ষমতা হ্রাসের ফলে কর্ম্মচারীদের হয়রানি হতে হবে বলে সরকার মনে করেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—না, কারণ আগে স্যাংশান আসতো চীফ কমিশনারের কাছ থেকে, এখন স্যাংশানটা আসবে দিল্লী থেকে।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 171.

Shri Krishhadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 171.

Question	Answer
১) ইহা কি সত্য পশ্চিমবংগের শিক্ষা বোর্ডের বিধান এবং ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকর্ত্তার ৩০/১২/৬৬ইং তারিখের ঘোষিত সার্কুলার মতে ঈশানচন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীহেমেন্দ্র বিজয় রায়ের বয়স ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে হওয়াতে তিনি আর প্রধান শিক্ষক থাকতে পারেন না অথচ বোর্ডের বিধান ও শিক্ষা অধিকর্ত্তার সার্কুলার উপেক্ষা করিয়া তাহাকে উক্ত পদে বহাল রাখা হইয়াছে ;	১) না।
২) যদি সত্য হইয়া থাকে কারণগুলি এবং প্রধান শিক্ষক শ্রীরায়ের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটি কিম্বা জনসাধারণের অন্য কোন অভিযোগ আছে কিনা ;	২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের প্রথমাংশ উঠে না। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটির কোন অভিযোগ নাই তবে জনসাধারণের বিক্ষোভ ও অভিযোগ আছে।
৩) অভিযোগগুলি কি এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে ?	৩) বিদ্যালয় পরিচালন সংক্রান্ত প্রধান শিক্ষকের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই স্কুলের গোলমাল কতদিন পর্য্যন্ত চলছে বা স্ট্রাইক কতদিন পর্য্যন্ত কনটিনিউ করছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— প্রায় তিন মাসের অধিক।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ৩০।১২।৬৬ ইং তারিখে শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক ঘোষিত সার্কুলারটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে বর্ত্তমানেও শ্রীহেমেন্দ্র বিজয় রায় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক আছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন শিক্ষা বিভাগের যে সার্কুলার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে নিয়মকানুন আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তিনি হেডমাস্টার আছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— নিয়মকানুনে না থাকলে তিনি থাকবেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে তিনি কি গ্র্যাজুয়েট না এম, এ, বি, টি, অর্থাৎ হেডমাষ্টার হতে হলে যে সমস্ত কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার এই ভদ্রলোকের সেই সমস্ত কোয়ালিফিকেশন আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— হেডমাষ্টারের কোয়ালিফিকেশন আছে বলেই তিনি হেডমাস্টার আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— তিনি কোন তারিখে বি, এ. পাশ করেছেন জানেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শ্রীহেমেন্দ্র বিজয় রায়ের নিকট সার্টিফিকেট চাওয়া হয়েছে কিনা এই সম্পর্কে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— নিশ্চয়ই চাওয়া হয়েছে, তা না হলে তিনি থাকতে পারবেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— তা হলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন তিনি সার্টিফিকেট প্রডিউস করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— নিয়মানুযায়ী করা উচিত তবে করেছেন কিনা জানতে হলে আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ।

Sri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 199.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 199 Sir.

QUESTION.	ANSWER.
1. Is there any plan to introduce 'Agriculture Stream' at Higher Secondary/High Schools ;	No.
2. if so, how many Higher Secondary/High Schools the plan has been taken ;	Does not arise.
3. if so, how many schools the plan have been able to implement the plan :	Does not arise.
4. if not, the reason thereof ?	Does not arise.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বগাফা স্কুল, বিশ্রামগঞ্জ এবং নবগ্রাম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে এই এগ্রিকালচারেল স্ট্রিম গ্রহণ করা হয়েছিল কি না?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— At present agricultural stream is being run in the following schools :—

1) Bagafa Ashram School.
2) Navagram Higher Secondary School.
3) Bisramganj Higher Secondary School.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহা স্বীকার করবেন কি যে এগ্রি গ্রাজুয়েট পাওয়া যায় নাই বলে সেইগুলি কার্যে রূপায়িত হয় নাই?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, একজন বি, এস, সি, পাশ করা যুবক নবগ্রাম স্কুলে বর্তমানে জয়েন করেছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— অভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— কোশ্চেন নাম্বার ১৮০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০ স্যার।

প্রশ্ন

১) প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত 'সংবেগ' পত্রিকায় প্রকাশিত সরকারী এডভার্টাইজমেন্টের রেইট কত,

২) এই এডভার্টাইজমেন্ট লব্ধ অর্থ কিভাবে খরচ হয়,

৩) এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর ১৯৬৮ পর্যন্ত এডভার্টাইজমেন্ট বাবদ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর হইতে কত টাকা পাইয়াছে?

উত্তর

১) এডভার্টাইজমেন্ট এর রেইট এখনো ধার্য্য করা হয় নাই।

২) এখনও কোন অর্থ সংগ্রহ করা হয় নাই।

৩) কোন প্রশ্নই উঠেনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই রেট কবে ধার্য্য চালু করা হবে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এখনও কোন অর্থ সংগ্রহ করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২১২।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২১২ স্যার।

QUESTIONS & ANSWERS

QUESTION

1) For how long did Janata College, Ramnagar under Dharmanag Sub-Division cease to work ?

2) is there any contemplation for the resumption of the work of t College in near future ?

ANSWER

1. From 4. 7. 1965
2. No.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রামনগর জনতা কলেজ জন্য পাবলিক কতটুকু জায়গা দান করেছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, পাবলিক ডোনেশান এবং সরকারের একুইজিশান নিয়ে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি যে আছে এবং গভর্ণমেন্ট প্রপার্টির বিল্ডিং ইত্যাদি নিয়ে বহু টাকার সম্পত্তি সেখানে ক হওয়ায় পড়ে আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কাজ হচ্ছে না তা নয়, কিছু কিছু কাজ হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে কি কাজ হচ্ছে

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—Short Course training for Graduate Teachers previously received Jr. Course basic training, was conducted in the C premises from 9. 1. 67 to 9. 4. 67.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নিয়ার ফিউচারে কোন ট্রে জনতা কলেজের কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যে কোন একটা কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিকল্পনাটি জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা ফাইনাল কিছুই হয় নাই, কাজেই এক্ষণে সে অসুবিধা আছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে জনতা স্থাপন করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য কাজে না লাগানোর কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—উদ্দেশ্যের কাজ পূর্ব্বে হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—উদ্দেশ্যের কাজের জন্য কি কোন টাইম ফি ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—১৯৬৫ সালে জনতা কলেজের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে এই কলেজের উদ্দেশ্য কি ১৯৬৫ পর্য্যন্ত ছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে চান ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—উদ্দেশ্য একরকম থাকে না, উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন হতে পারে। সেই অনুসারে কাজ করা হচ্ছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সালের বাজেটে জনতা কলেজের ট্রেনিং এবং স্টাইপেণ্ড ইত্যাদির জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল সেটা রিফাণ্ড করা হবে, একথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৪ স্যার।

প্রশ্ন

বিগত ২৭।৭।৬৭ ইং তারিখে উদয়পুর কিরীট বিক্রম কাশ্যপ মেমোরিয়াল স্কুলের বোর্ডিং-এর কিছুসংখ্যক ছাত্রদের কিছু আসবাবপত্র কোন এক গণ্ডগোলের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কিনা ? ২) বোর্ডিং-এর ছাত্রদের ক্ষতির কি পরিমাণ ? ৩) এই ক্ষতি পূরণ করা হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। প্রধান শিক্ষকের রিপোর্ট অনুযায়ী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ টাঃ ১২৬৪.৭০ পঃ।

৩। না

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, সেই বোর্ডিং'এর অধিকাংশ ছেলেই সিডুয়াল কাষ্ট এবং সিডুয়াল ট্রাইবের ছাত্র, তাদের এই ক্ষতিপূরণ কবে পর্যান্ত তারা পেতে পারে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মীমাংসা হওয়ার পর এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে গণ্ডগোল কি কারণে হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ফুটবল মাঠে খেলা নিয়ে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ইনষ্টিটিউশানের ছাত্ররা গণ্ডগোল করেছিল না বাইরের অন্য স্কুলের ছাত্ররা এসে গণ্ডগোল করেছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আপোষ মীমাংসার পর এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কি ভিত্তিতে এই আপোষ মীমাংসা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ত্রিপুরা হইতে এই বৎসর মোট কতজন কৃতকার্য্য হইয়াছেন ?

২। বিভিন্ন কলেজে কতজন ফার্স্ট ইয়ার ও প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাশে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন ?

৩। সবাই কি ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পাইয়াছেন ? যদি সকলে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ না পাইয়া থাকেন তবে সরকার ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি ?

উত্তর

1.
2. } Materials are under collection.
3.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত আর্থিক বৎসর ১৯৬৭ইং প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য মোট কত জনকে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল ?	৩,৮৬১ জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল।
২। যাহারা ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের মধ্যে মোট কতজনকে অফার অব্ য়্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?	৫৭৯ জনকে অফার অব য়্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।
৩। যাহারা ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের মধ্যে তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ও উপজাতীয় প্রার্থীর মোট সংখ্যা কত এবং তাদের মোট প্রার্থীর মধ্যে কতজনকে নিযুক্তিপত্র দেওয়া হয়েছে।	মোট ২৫২ জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হইয়াছিল এবং ১১২ জনকে নিযুক্তিপত্র দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সিডুল্ড কাষ্ট এবং সিডুল্ড ট্রাইবসদের চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন পারসেন্টজ নির্দ্ধারিত আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—যদি নির্দ্ধারিত থাকে তাহলে সিডুল্ড কাষ্ট কত এবং সিডুল্ড ট্রাইবস কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সিডুল্ড কাষ্ট সাড়ে সাত পারসেন্ট এবং সিডুল্ড ট্রাইবস পাঁচ পারসেন্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—সিডুল্ড কাষ্ট এবং সিডুল্ড ট্রাইবসদের মধ্যে যারা ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের সংখ্যা কত এবং তাদের মধ্যে কোন ক্যাটাগরীতে কতজন এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য ১৮৬১ জন প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এবং তন্মধ্যে ৫৭৯ জনকে অফার অব য়্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। যাহাদের অফার অব য়্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে ৮৮ জন তপশীল উপজাতী এবং ৮৪ জন তপশীল জাতী প্রার্থী আছেন।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কতজন মহিলা য়্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বহু।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই য়্যাপয়েন্টমেন্ট বা ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটী সম্পর্কে কোন কনসিডার করা হয় কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ব্যাকওয়ার্ড বলে কিছুই নাই, সিডুল্ড কাষ্ট সিডুল্ড আছে, ব্যাকওয়ার্ড বলতে ইকনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড যারা তাদেরই বুঝায়।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী :—মেয়েদের জন্য স্পেশাল কোন কনসিডারেশন আছে কি

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মেয়েদের জন্য কোন স্পেশাল কোটা নেই গভর্ণমেন্টের।

Mr. Speaker :—The question hour is over. There are 11 Un[illegible] Questions today.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Mr. Speaker, Sir, আমার একটা ষ্টার্ড প্রশ্ন ছিল ১৬ নম্বর। এই প্রশ্নে একটা ওয়ার্ড এখানে উঠে নাই। এই ওয়ার্ডটা না [illegible] প্রশ্নটার উদ্দেশ্যটাই বুঝা যায় না।

I have received a question of breach of privilege committed by the District Magistrate & Collector, Tripura raised by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. on 19.8.68.

My observation on the point is as follows :—

Shri Deb Barma has raised two points which according to him involve breach of privileges of the M. L. A.s. Intimation regarding transfer of Shri Bidya Ch. Deb Barma M. L. A., to Bhagalpur Central Jail, has been intimated to the M. L. A. s. on 11th June, 1968 though he was actually transferred on the 16th April, 1968 by the Order of the Administrator. His contention is that the delay in communicating the transfer from one jail to another is a breach of privilege of the M. L. A. Shri Deb Barma further contends that transfer of Shri Bidya Ch. Deb Barma from Agartala Central Jail to Presidency Jail was not at all communicated to the M. L. A.s which involves breach of privilege of the M. L. A.s. Regarding points mentioned above, this may be stated that Shri Bidya Ch. Deb Barma was actually transferred to Bhagalpur Central Jail on the 16th April, 1968 but intimation of which was communicated on the 5th June, 1968 after the lapse of 50 days. In this connection page 595 of the Basu's Commentary of Article 105 (iii) of the Constitution of India may be refered to which interprets that the intimation as required under rule 299 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha (corresponding to Rule 157 of our Rules of Procedure) must be made immediately. The Communication should, therefore, be made at the earlist opportunity after the fact of arrest or conviction and in case of delay it would be for the Committee of Privileges of the House to determine whether undue delay. has been caused or whether the explanation of the delay is satisfactory.

With regard to point (2) of the question raised, it has been contended that no intimation has been furnished to the Speaker for transmission to the M. L. A.s. It is to consider if such non-intimation of place of detention and time to time transfer from one place to another constitute breach of privilege. For all these purposes stated above, I under rule 154 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly refer the question of Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. to the Committee on Privileges for examination, investigation or report and acquaint the House thereof.

Next item in the List of Business is the Laying on the Table of the House The Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967.

Now I shall request the Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister, to lay before the House The Tripura Legislative Assembly (Members Hostel) Rules, 1967.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table "The Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967.

(Rules were Laid on the Table)

Mr. Speaker :—Hon'ble Members may have their copies from the Library of the Assembly Secretariat.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Radhika Ranjan Gupta to move his Resolution that "this House requests the Govt. to make necessary arrangement for starting of Lotteries under the Govt. management in the line prevailent in other states."

Shri Radhika Ranjan Gupta :—Mr. Speaker, Sir I beg to move that—this House requests the Govt. to make necessary arrangement for starting of Lotteries under the Govt. management in the line prevalent in other states.

আমাদের ত্রিপুরাতে রাজার দিনেও লটারী ছিল, তার পরেও ছিল। কিছু লোক যারা লটারীর টিকেট কিনেন, আজকে ত্রিপুরাতে কোন লটারী না থাকায়, তাদের কাছ থেকে প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে এবং এর ফলে আমাদের আর্থিক অবস্থা প্রকারান্তরে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে ত্রিপুরায় যখন লটারী ছিল তখন তার কিছুটা সুনামও ছিল এবং সেই লটারীকে উপলক্ষ করে কিছু লোকের কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থাও ছিল। এর থেকে প্রাপ্ত একটা অংশ একটা বেনেভোলেন্ট পারপাসে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে দেবার জন্য ব্যয় করা যায়। আজকে আগরতলায় যুবক শ্রেণীর যারা খেলাধুলা ভালবাসে তাদের জন্য একটা ষ্টেডিয়াম নেই, কাজেই একটা লটারী যদি এখানে সরকারী ম্যানেজমেন্টে স্থাপন করা যায় তাহলে এর থেকে যে টাকা আসবে তা থেকে একটা ষ্টেডিয়াম করা যেতে পারে, শিশুদের জন্য উদ্যান করা যেতে পারে। কারণ আগরতলা সহরে আমরা আজকে দেখেছি খোলামেলা জায়গার যথেষ্ট অভাব যার ফলে সমাজে আজকে নানারকম সামাজিক কলঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই এর থেকে যে টাকাটা আমরা পাব সেটা এই কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিছুদিন আগেও ভারত সরকারের প্রাইজ বণ্ড পরিকল্পনা ছিল এবং আমরা দেখেছি অনেকে প্রাইজ বণ্ড কিনেছেন, টাকা পেয়েছেন এবং এর মারফতে সরকারের কিছুটা আয়ও হয়েছে। আমার মনে হয় এই প্রাইজ বণ্ডের পরিকল্পনা এসেছিল তখন, যখন আমাদের প্ল্যানের টাকার নিতান্ত অভাব হয়েছিল। কাজেই আমার মনে হয় আজকে ত্রিপুরাতে এই জাতীয় একটা লটারী যদি সরকার থেকে করা হয় তাহলে সরকারের হাতে কিছুটা টাকা আসবে এবং তার ফলে কিছুটা উন্নয়নমূলক কাজ আমরা করতে পারব। আমরা জানি বিভিন্ন ষ্টেটে আজকে সরকারের তত্ত্বাবধানে লটারী চলছে। উড়িষ্যা, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে সরকারী পরিচালনায় লটারী চলছে। সেজন্য আমি অনুরোধ করছি যাতে ত্রিপুরাতেও

সরকারী তত্ত্বাবধানে একটা লটারী খোলা যায় সেটা ভেবে দেখতে এবং আশা করি হাউস আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় মেম্বার শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, তা সমর্থন করতে গিয়ে আমি এই কথাই বলতে চাই যে আজকে [illegible] হাজার টাকা এই লটারী বাবদ ত্রিপুরা থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। যদি আমার দেশে এটাকে সরকারী ব্যবস্থা হয় তাহলে তার মাধ্যমে আমরা দেশে ছোট ছোট কটেজ ইন্ডাস্ট্রী গড়ে তুলতে পারি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আয় কোন দিক থেকেই ভাল নয়। আমাদের সব সময় কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, কাজেই আমাদের আয় বাড়ান প্রয়োজন। আমাদের নিজেদের [illegible] আছে। যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে কেন্দ্র থেকে টাকা পাওয়া যায় না, সেই সমস্ত কাজের জন্য করতে গেলে পরে নিজস্ব একটা ফান্ড থাকা দরকার। মাননীয় সদস্য রাধিকা বাবু যে প্রস্তাব রেখেছেন, তা কার্য্যকরী করা হলে ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ লোক [illegible] আমাদের [illegible] সরকারকে সাহায্য করবে। [illegible] তাদের একটা ফান্ড গড়ে উঠবে এবং এই টাকা দিয়ে একটা উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে এবং আজকে সব দিক চিন্তা করে এবং মাননীয় সদস্য যে ব্যবস্থার কথা বলেছেন সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে বলছি, [illegible] এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে [illegible] বলেই আমি মনে করি।

ডেপুটি স্পীকার :—আই নাউ কল আপন অনারেবল মেম্বার শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছেন আমি তার সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্যে যে বর্তমানে আমরা দেখি বাংলা দেশে, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব বা দক্ষিণ ভারতে বহু লটারীর টিকিট বিক্রী হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে ত্রিপুরা থেকে এ বাবদ বাইরে চলে যায়। এতে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন উপকার হয় না। ত্রিপুরাতে মহারাজার আমলে একটা লটারীর প্রবর্তন ছিল এবং সমগ্র পূর্ব বাংলা, আসাম এবং পূর্বাঞ্চল থেকে এই লটারীর টিকিটের বিক্রয় লব্ধ অর্থ ত্রিপুরাতে আসত এবং এই অর্থ দিয়ে নানারকম উন্নয়নমূলক কার্য্য সরকার করতেন। বর্তমানে আমাদের বহু জনহিতকর কার্য্য করার আছে। বেসরকারী ভাবেই হউক আর সরকারী ভাবেই হউক, এখানে কয়েকটি অনাথ আশ্রম আছে, আতুর আশ্রম আছে। তাতে দেখা যায় বহু লোক আতুর, বিকলাংগ, অসহায় সম্বলহীন অবস্থায় আশ্রয় চায় কিন্তু আমরা অর্থের অভাবে জায়গা দিতে পারি না। আরেকটা দেখা যায় একশ্রেণীর লোক আছে যারা কর্ম-ক্ষম নয়, তারা ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নেয়। কিন্তু কর্ম-ক্ষম যারা বা অল্প বয়সের ছেলে

যারা ভিক্ষাবৃত্তি করে তাদের যদি কুটীর শিল্প প্রবর্তন করে সেই যায়গায় নিয়োগ করা যায় তাহলে তারা তাদের জীবিকা নিজেরা নির্ব্বাহ করতে পারবে। আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি আজ ২১ বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক ভিক্ষা-বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করছে এটা আমাদের লজ্জার বিষয়। আট দশ বছরের শিশু, তাদের মা বাপ নাই, যাকে সামনে পায় তার কাছেই ভিক্ষা চায়। এই যে অব্যবস্থা, আমরা তা কিছুটা দূর করতে পারি। যদি ত্রিপুরা ষ্টেটে যে কোন ভাবেই হউক লটারীর প্রবর্তন করতে পারি। আমাদের সবসময় এই মনোবৃত্তি থাকবে যে আমরা ভিক্ষাবৃত্তি দূর করব, বা বিকলাংগ লোক যারা আছে, অথর্ব যারা আছে তাদের আশ্রয় দেবো। কাজেই এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বাইরে যাতে ত্রিপুরার অর্থ না যায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য যদি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার মংগল হবে বলে আমি মনে করি।

ডিঃ স্পীকার ঃ —শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটা হাউসের সামনে রেখেছেন ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলব যে প্রস্তাবটা নিশ্চয়ই খুব ভাল। লটারী যদি একটা করা যায়, তার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে এবং এই টাকা দিয়ে কোন কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা যেতে পারে। কাজেই স্কীমটা প্রশংসনীয় বলা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কংগ্রেস পার্টি যেভাবে সরকার চালাচ্ছেন, প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে যদি আমরা দেখি, ১ম, ২য়, ৩য় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা যদি আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখি, তাহলে আমরা দেখব ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বহু টাকা বিভিন্ন কটেজ ইনডাষ্ট্রী ইত্যাদি শিল্পের নামে দিয়েছেন কিন্তু তার একটিরও এগজিস্টেন্স আছে কি না বলা মুস্কিল অর্থাৎ যতটুকু হওয়ার কথা ততটুকু হয় নাই। এটা যেন একটা লুটের বাজার। কাজেই এটাও যারা আমাদের কংগ্রেস পার্টির কর্মকর্তা, তাদের বা তাদের বন্ধু বান্ধবদের নূতন ভাবে লুটের বাজারের একটা ক্ষেত্র হতে পারে। সামগ্রিক ভাবে জনসাধারণের কোন উন্নতি হবে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাজেই যদি এটা হয় তাতেও আমার আপত্তি নাই, না হলেও আমার কোন আপত্তি নাই। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই পরিকল্পনা খুবই ভাল। এই সম্পর্কে আমি প্রথমেই বলেছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপকার এর দ্বারা হবে কি না সেটা হচ্ছে সমস্যা। লটারী প্রত্যেক ষ্টেটে আছে যেমন উড়িষ্যায় বারবটি খেলা হয়, ত্রিপুরার মধ্যে এইরকম একটা যদি হয় ভাল কথা। কিন্তু সন্দেহ এই জায়গায় যে আমরা সরকারী ক্ষেত্র পরিচালনার ব্যাপারে যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা দেখছি তার মধ্যে যেভাবে সরকারী টাকাগুলির অপচয় ঘটান হচ্ছে তাতে আদৌ জনসাধারণের উপকারে এটা আসবে কি না একথা নিশ্চয়তাবে বলা খুবই মুসকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Shri Promode Ranjan Dasgupta

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাব রেখেছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই হাউস কম্পিটেন্ট এনাফ কিনা, যে লটারী সম্বন্ধে প্রস্তাবটাকে গ্রহণ করতে পারে? কারণ আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে আমরা এখনো স্টেটহুড পাই নি, আমরা এখনো সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের জমিদারীতে আছি। কেন্দ্র এটাকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন সেটা না জেনে কিছু করা যায় না। তবে প্রস্তাবটা ভাল, প্রস্তাবটা এখানে পাশ করে যদি কার্যকরী না হয় তাহলে এই প্রস্তাব পাশ করার সার্থকতা বিশেষ আছে বলে আমি মনে করি না। যদিও প্রস্তাবের ভাল দিকটা তারা বলেছেন তবুও আমি এই প্রস্তাবটা সম্পর্কে এইটুকু বলব যে এটা আমাদের এক্তিয়ার ভুক্ত কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Honble Chief Minister.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লটারি উড়িষ্যায়, ওয়েষ্ট বেঙ্গলে আছে এবং সেটা প্রাইভেটলি অরগেনাইজড হয়ে আছে। আর পাঞ্জাবের, কেরালার কথা বলা হয়েছে, তারা করেছেন গভর্ণমেন্ট দিক দে আর স্টেটস। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের কোন পাওয়ারই নেই যে আমরা একটা লটারি ইনস্টিটিউট দি পারমিশন করে দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট স্টার্ট করতে পারি। আর দ্বিতীয় কথা হল, নন প্ল্যান রিসোর্সেস কোন আইটেমকে কেন্দ্র গ্রহণ করবে না। প্ল্যানের মধ্যে যদি থাকতো তাহলে এটা আমরা গ্রহণ করতাম। অতএব প্রাইভেটলি আপনি যদি কোন স্টার্ট হয় এবং কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে লাইসেন্স নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন এবং আমি সেটাকে অভিনন্দন জানাই। অতএব আমি প্রস্তাবককে অনুরোধ করব যে এদিকে লক্ষ্য রেখে এই প্রস্তাব যেন তিনি উইথড্র করেন।

Mr. Speaker :—Now I would call on Shri Radhika Ranjan Gupta.

Shri Radhika Ranjan Gupta :—স্যার, স্পীকার স্যার, আমার এই প্রস্তাবের উপর অনেক মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন এবং আমাকে সমর্থন করেছেন যে অনেকগুলো কাজ তার দ্বারা হওয়া সম্ভব সেটা তাঁরা বলেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন সেটা ঠিক এবং মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু যে বলেছেন, এটা ইউনিয়ন টেরিটরী এবং সরকারের উদ্যোগে লটারী করতে হলে কেন্দ্রের অনুমোদন লাগবে এটাও ঠিক। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি এইটুকুই সরকারকে অনুরোধ জানাব যে, যাতে কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে তার জন্য তারা যেন চেষ্টা করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই আমি এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করছি।

Mr. Speaker :—Resolution is to be withdrawn with the leave of the House.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.
(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'
(No Voice)

I think AYES have it. AYES have it, AYES have it.
The resolution is withdrawn with the leave of the house.

Mr. Speaker :—There is another resolution of Shri Sunil Ch. Dutta. I would call on Shri Dutta to move his resolution that—this House is of opinion that in order to maintain peace and order, two new Civil Sub-Divisions be opened, one at Kanchanpur now under Dharmanagar Sub-Division and the other at Chailengta now under Kailashahar Sub-Division to check effectively the anti-state activities of hostile Mizoes and Sankrak Party.

Shri Sunil Ch. Dutta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ'ম হাউসের সামনে আমার প্রস্তাবটা রাখছি—this House is of opinion that in order to maintain peace and order two new Civil Sub-Divisions be opened, one at Kanchanpur now under Dharmanagar Sub-Division and the other at Chailengta now under Kailashahar Sub-Division to check effectively the anti-State activities of hostile Mizos and Sankrak Party.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত কয়েক মাস যাবত ত্রিপুরা রাজ্যের এই অঞ্চলটাতে এন, এম, এফ. এর লোকেরা যারা মিজোরামে ফ্রন্ট গঠন করেছে তাদের সৈন্য বাহিনী বা স্যাংক্রাক দলের লোকেরা পর পর অনেক বার এই অঞ্চলটাতে শান্তি বিনষ্ট করেছে। অনেক সরকারী অফিস লুঠ করেছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, গ্রাম লুণ্ঠন করেছে, অবাধে নরহত্যা করেছে বিভিন্ন জায়গায়। এইগুলি পত্রপত্রিকাতে আছে। আমাদের পুলিশ বাহিনীর লোক আছে, আমাদের সৈন্য বাহিনীর লোক আছে, পি, এ, সি, আছে, বি, এস, পি, আছে। কিন্তু তা সত্বেও অল্পদিনের মধ্যে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে এই কথাই মনে হবে যে আমাদের সরকার আমাদের জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারছেন না এবং ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ মনে করেন যে সেই অঞ্চলে বসবাস করা চলবে না এবং তারা সেই জায়গা ত্যাগ করে চলে আসছেন। পুলিশ এবং মিলিটারী সব সময় জনসাধারণের মনে নিরাপত্তা আনতে পারে না। তার কারণ গ্রামের লোকেরা অতি সহজে পুলিশ মিলিটারীর কাছে যেতে সাহস পায় না। সেই জন্য সেখানে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি থাকতো তাহলে ভাল হত। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি আজকে ২১ বছর, ত্রিপুরার ভারতভুক্তি হয়েছে আজকে অনেক দিন হল। ত্রিপুরার যে অঞ্চলটার কথা আমি বলছি ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল এবং কৈলাসহর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল, সেই অঞ্চলে যোগাযোগের এখনও উন্নতি হয়নি এবং পাকিস্তানের সংগে আমাদের যে বর্ডার সেই দিক দিয়েও গাড়ী চলার মত রাস্তাঘাট এখনও হয় নি এবং সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন না থাকলে যে কোন এমারজেন্সীতে এই সমস্ত অঞ্চলে হামলা ঘটলে প্রায়

জম্পুই পাহাড়ে এসে বসবাস করতে থাকে এবং তখন তাদের বক্তব্য ছিল ত্রিপুরার মহারাজাই আমাদের মহারাজা। কিন্তু আজকে ১০০ বছরও হয়নি, এটা ৯৬ বছর আগের কথা এখানে এসে তারা আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এখন তাদের দাবী উঠেছে এই অঞ্চলটি তাদের ছেড়ে দিতে হবে। তারা এই জায়গায় স্বাধীন মিজোরাম রাজ্য স্থাপন করবে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে, জনসাধারণের নিরাপত্তা বোধের জন্য এবং সুপ্রশাসনের জন্য অগৌণে এখানে দুইটি সিভিল সাবডিভিশান খোলা হউক এই প্রস্তাব আমি মাননীয় হাউসে রাখছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন তার মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, In order to maintain peace and order two new Civil Sub-divisions be opened, one at Kanchanpur now under Dharmanagar Sub-division and the other at Chailengta now under Kailashahar Sub-division to check effectively the anti-state activities of hostile Mizos and Sankrak party". অতএব যে এলাকার কথা তিনি বলতে চেয়েছেন সেই এলাকার মধ্যে যে বর্তমানে ল' এণ্ড অর্ডার বলতে কিছু নাই সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। কাজেই পীস এণ্ড অর্ডার মেইনটেইন করার জন্য নূতন দুইটি সাব-ডিভিশান খোলার কথা তিনি বলেছেন। আরেকটা কথা বলেছেন মিজোরাম সরকার মাঝে মাঝে এইসব এলাকার মধ্যে খাজনা আদায় করেন। তাহলে সেইসব অঞ্চলে বর্তমান সরকারী প্রশাসন বলতে কিছুই নাই। আমি গতকাল যে কথাটা বলেছিলাম, যদিও সেখানে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, যে সেইসব এলাকার মধ্যে শান্তি বজায় আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এত ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না, তথাপি সেটা এখানে মেনে নেওয়া হচ্ছে বলে আমি মনে করি। আমি এই প্রসঙ্গে যাচ্ছি। এই প্রস্তাবটা এখানে নেওয়ার যৌক্তিকতা আছে কি না তাও আমি বুঝতে পারছি না কারণ এটা হচ্ছে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। নূতন দুইটি সাব-ডিভিশান করতে গেলে তার যে বিভিন্ন কন্সট্রাকশান, কর্মচারী নিয়োগ করা, এই সমস্ত করতে গেলে পরে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট টাকা না দিলে পরে আমাদের কিছুই করা সম্ভব নয়। কাজেই এটা ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার মোরারজীর ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। কাজেই এটা হবে কি হবে না সেই সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আমি পোষণ করছি। যদি সর্বসম্মতিক্রমে পাশও হয়, সেন্ট্রাল সেটা গ্রহণ করবেন কি না তার যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। তাছাড়া একটি সাবডিভিশান খুলতে গেলে পরে তার যে পপুলেশান দরকার বা অন্যান্য যে সমস্ত কণ্ডিশান ফুলফিল করা দরকার সেটা এই সমস্ত জায়গা কভার করে কি না সেটাও বিচারবিবেচনা করে দেখা দরকার। তবে যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি এই প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, সেটা যদি করা হয় তাহলে আজকে গোবিন্দবাড়ী, ছামনু, এইসব এলাকার জনসাধারণকে কৈলাসহর যেয়ে মামলা মোকদ্দমা করতে হয়, তার যে একটা খরচ, সেই খরচ'এর হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে, এইদিক থেকে তার একটা যৌক্তিকতা

আছে। আজ কাঞ্চনবাড়ীর এখন যে অবস্থা, এই অবস্থায় এই প্রস্তাব সমর্থন করা বা বিরোধিতা করার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। আরেকটা কথা হচ্ছে আমি এই রিলেশানে বলছি যে আমরা বিধান সভার মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তাব ইতিমধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ করেছি, যেমন সাবরুম পর্যন্ত রেল লাইন এক্সেটেনশান করা, কিন্তু এই সম্পর্কে আজ পর্যান্ত কোন কিছু আমরা জানতে পারছি না। পাশ করার পরই যেন আমাদের দায়িত্ব খালাস হয়ে গেল। তারপর আরেকটা রেফারেন্স হিসাবে আমি বলছি যে বাংলা ভাষা প্রাদেশিক ভাষা বা ষ্টেট ল্যাংগুয়েজ করার জন্য একটা প্রস্তাব আমরা অনেক আগে পাশ করিয়ে নিয়েছি, এবং প্রেসিডেন্টের এ্যাসেণ্টও এসে গেছে গত বৈশাখ মাস থেকে এটা প্রবর্ত্তন করার কথা ছিল কিন্তু আজ পর্যান্ত যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে, সেগুলিও কার্য্যকরী হচ্ছে না। কাজেই এই সমর্থন করা এবং সমর্থন না করা সমান কথা বলে মনে করি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দত্ত যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রসঙ্গে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু বলতে গিয়ে বলেছেন যে আমরা প্রস্তাব এখানে নিলে কি হবে, এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে কি না হবে সেটা সম্বন্ধে উনি সন্দিহান। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ আমাদের এখানে পাঠিয়েছে। জনসাধারণের ভালমন্দ দেখতে গিয়ে আমরা এখানে সব কিছুই আলোচনা করব এবং যে প্রসেস আছে সেই প্রসেস অনুসারে আমাদের প্রস্তাব যাবে এবং না হয় হলে অ্যাকসেপ্টেড হবে। সেই প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কোনটা গৃহীত হবে কোনটা হবে-না, সেই চিন্তা করে যদি আমরা আমাদের বক্তব্য না রাখি তাহলে আমাদের এখানে আসার সার্থকতা থাকে না। তাই মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু যে বক্তব্য রেখেছেন তা বিবেচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই যে কয়েক বছর আগে ত্রিপুরাতে যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল গ্রামে গ্রামে, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, নরহত্যা হয়েছিল, সেটা প্রশমিত হয়েছিল কখন, যখন আমরা সবাইর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছি, সবাইকে যখন আমরা কাছে টেনে আনতে পেরেছি তখনি আমরা দেখতে পেয়েছি যে সবাই সবার বন্ধু এবং সবাই সবার ভাই বলে আমরা চিনতে পেরেছি এবং আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পেরেছি। আজকে ত্রিপুরায় যে কিছুটা অশান্তি রয়ে গেছে সেটাকেও দূর করতে হবে এবং তা করতে গেলে মনের ভাব আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তা করতে গেলে এখন যে অবস্থাতে অঞ্চলটা পড়ে আছে সেটা লোক যাতায়াতের পক্ষে ভীষণ অসুবিধা। কোন জায়গায় যদি কোন ঘটনা ঘটে তা হলে পুলিশ পাঠাতে ৭/৮ দিন লেগে যায়। তাই আজকে দেখা যায় যে যারা নাকি সেখানে আমাদের ধ্বংস করতে চাইছে তারা খুব সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং আমরা যদি সেখানে ছোট একটা সাব-ডিভিশন করতে পারি এবং সেখানে যদি আমরা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মারফতে তাদের সংগে যোগাযোগ করতে পারি তাহলে তারা আমাদের ঘনিষ্ঠতর হবে এবং যারা নাকি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির

লোক আছে, যারা নাকি জনসাধারণের মধ্যে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে রাখতে চায় তারা দেখতে পাবে যে জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ত্রিপুরার উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছে এবং যারা ত্রিপুরাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় তাদের সেই পাশবিক ইচ্ছা দূরীভূত হবে এবং আমাদের ত্রিপুরার মংগল হবে, আমার নিজের তাই ধারণা এবং সেই ধারণা নিয়েই আমার বক্তব্য রাখছি। যদি সম্ভব হয় আমরা সেটা অ্যাকসেপ্ট করব এবং দিল্লীতে পাঠাব। এ ব্যাপারে টাকা পয়সার প্রশ্ন আছে আমরা জানি এবং সেটা যাতে স্যাংশান হয়ে আসে তার জন্য আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আজকে মোরারজী দেশাই থাকেন দিল্লীতে, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ছৈলেংটা আর হেদাছড়া নিজে ঘুরে দেখেন। আমাদের জন-প্রতিনিধিদের মারফতেই তিনি আমাদের জনসাধারণের দাবী শুনবেন। দাবীর পর দাবী তুলে আমরা অহিংসা আন্দোলন দ্বারা যে ভাবে বৃটিশকে তাড়িয়েছি সেইভাবে মোরারজী দেশাইর কাছ থেকে আমাদের দাবার প্রতি সমর্থন আদায় করতে পারব যদি আমাদের দাবী ন্যায্য হয়।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত যে নূতন দুইটা সাব-ডিভিশন-একটা কাঞ্চনপুর এবং একটা ছৈলেংটায় খুলবার জন্য প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি এই জন্য যে তিনি উপযুক্ত সময়েই এই প্রস্তাব এনেছেন। কাঞ্চনপুর এবং ছামনু অঞ্চল যেমন দুর-গম তার এলাকাও তেমনি বিস্তৃত। লোকসংখ্যা হয়ত বিরাট এলাকার তুলনায় কম হতে পারে। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে ল' অ্যানড অর্ডার নাই সেইজন্যই সাব-ডিভিশন খোলা প্রয়োজন। আমি বলছি যে ল' অ্যানড অর্ডার নাই তা নয়, ল' অ্যানড অর্ডার আছে। তবে তা মেনটেইন করবার জন্যই এই নূতন সাবডিভিশন খোলা প্রয়োজন। ছামনু অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন এবং সেই চেষ্টা যাতে আরও ভালভাবে করা যায় সেইজন্যই নূতন সাবডিভিশন দরকার। সেই এলাকাতে স্কুলের সুখ সুবিধা, কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ সবদিক দিয়েই যাতে আমরা তাদের সুবিধা দিতে পারি সেইজন্য এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা দরকার। এতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান এবং মিজো যারা আমা-দের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল তারা এখন আমাদের পরম শত্রু। তারা নানাভাবে ত্রিপুরা সরকারকে উত্‌পাত করছে। সেইজন্য সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দরকার এবং দুইটা সাবডিভিশন খোলা উচিত যাতে সরল পার্বত্য আদিবাসীরা, যারা এদের হামলাতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে তাদের যাতে আমরা এই সমস্ত নরহত্যাকারী ডাকাত, চোর এবং স্যাংক্রাক প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। সেখানে যে সমস্ত কৃষক ভাই বোনেরা আছে তাদের সুবিধার জন্যই এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দত্ত মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি এই প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার একথাই মনে পড়ে যায় আমরা ভারতবাসী, আমরা সবাই এক জাতি এক প্রাণ বলেই জান-তাম। কিন্তু আজকে দেখি আমরা একই দেশে বাস করি, একই জাতি, তথাপি

ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও এবং ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চলে পরস্পরের উপর যে রক্ত পিপাসু ভাব জেগে উঠেছে এটা সত্যই খুব দুঃখের কথা। মাননীয় সদস্য উনার প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথাও বলেছেন যে আজকে ২১ বৎসর স্বাধীনতা পাওয়ার পরও মানুষের নিরাপত্তা, মানুষের জীবন, ধনপ্রাণ ইত্যাদি নিয়ে একটা অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়ে কাটাতে হচ্ছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং লজ্জার কথা আমি মনে করি। তিনি যে প্রস্তাব রেখেছেন সেটা হচ্ছে কাঞ্চনপুর এবং ছৈলেংটায় দুইটি সিভিল সাবডিভিসন গঠন করা হউক এবং সেখানকার মিজো এবং স্যাংক্রাক—যারা ঐ এলাকার জনসাধারণের ধন প্রাণ বিনিষ্ট করছে এবং করবার জন্য এগিয়ে আসছে তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি তিনি তার প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্য রাখতে যেয়ে একথাই বলেছেন যে আজকে সিভিল সাবডিভিশান না হওয়ার দরুণই সেখানে যারা পুলিশ, মিলিটারী আছে, যারা সমাজদ্রোহী আছেন, জনগণকে যারা শান্তি বিঘ্নিত করে, তাদেরকে দমন করার জন্য অনেক সময় তারা সময়মত সেইসব জায়গায় উপস্থিত হতে পারেনা কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সেখানে উন্নত নয়। কাজেই আমি মনে করি মিজো ও স্যাংক্রাকদের যদি দমন করতে হয়, শান্তি ও নিরাপত্তা ঐ সমস্ত জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হয়, জনসাধারণকে যদি শান্তিতে বসবাস করতে হয় তাহলে পরে দুইটি নতুন সিভিল সাবডিভিশানের মধ্য দিয়ে তা হবে না। সেটা হবে যদি সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি করা যায় এবং যথোপযুক্ত সময়ে যে কোন ব্যবস্থা দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে অবলম্বন করা যায়। কাজেই আমি মনে করি সর্বাগ্রে সেই সমস্ত জায়গার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা উচিত। সেইদিক থেকে যদি আজকে হাউস চিন্তা করেন তাহলেই মিজো এবং স্যাংক্রাকদের দমন করা সম্ভব এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :—Any other Member willing to participate in the discussion.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কাঞ্চনপুর এবং ছৈলেংটা অঞ্চলে দুইটি সাবডিভিশান খোলার জন্য এখানে প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং তার পেছনে যুক্তি দেখাতে যেয়ে প্রস্তাবক অনেক অসুবিধার কথা বর্ণনা করেছেন। অসুবিধা আছে সেটা সত্য এবং সেখানে শান্তি এবং শৃংখলা ভংগ করার প্রচেষ্টা চলছে সেটাও সত্য এবং এই দুইটা এলাকা বর্ডার এলাকা সন্দেহ নাই। অতএব সেইদিক দিয়ে ল এণ্ড অর্ডার রক্ষা করার জন্য যেমন পুলিশের দরকার, আর্মড পেট্রলিং পুলিশ ষ্টাফ দরকার, তার সাথে সাথে ইনক্রিজেস দি সিভিল অথরিটী এবং সেইসব জায়গার ডেভেলাপমেন্ট দরকার এবং সেই অনুসারে সেখানে প্রজেক্ট অফিসার, ব্লক অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে, সার্কেল অফিসাররা সেখানে আছে এবং সাথে সাথে ল এণ্ড অর্ডার সংরক্ষণের জন্য পুলিশ ষ্টাফ, ইনটেলিজেন্ট ষ্টাফ এবং আর্মড এণ্ড পেট্রলিং ষ্টাফ দিয়ে সেটাকে ইনটেন্সিফাইড করা হয়েছে এবং তার সাথে কয়েকটা পুলিশ ষ্টেশন নও খেদাছড়া, মংপুই, ফুলধ্বংসী, আমবাসা, পানিসাগর প্রভৃতি জায়গায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

বিসাইডস দীঙ্গ পুলিশ ষ্টেশানস, ছামনুনেতেও একটা পুলিশ ষ্টেশান করা হয়েছে। তার সাথে সাথে ইনটেলিজেন্ট ষ্টাফ সেখানে বাড়ানো হয়েছে এবং ডেপুটী পুলিশ সুপারইনটেন্‌ডেন্ট সেখানে একজন নিয়োগ করা হয়েছে এই পরিপ্রেক্ষিতে। তারপর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সেখানে কাজ সুরু হয়েছে। এছাড়া সেখানে সাবডিভিশান খুলতে গেলে পরে সেখানে কয়টি কেস হয় এবং কত রেভিন্যু হয় সেটা আমাদের দেখা দরকার। কাজেই আপাততঃ আমরা এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি এবং সেটাকে আরও ইনটেনসিফাইড করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। অতএব আমি আশা করি এই সমস্ত দিকে দৃষ্টি রেখে ফিনানশিয়াল ষ্ট্রিনজেনসীর দিকে দৃষ্টি রেখে প্রস্তাবক আপাততঃ এই প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করে নেবেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাব বিভিন্ন বক্তা সমর্থন করেছেন আর মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় এবং শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় তারা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার বিরোধিতা করেছেন বলে আমি মনে করি। নতুবা এই প্রস্তাবের সঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি। আমাদের আর্থিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের আয় খুবই কম, হয়তো আত শহর এই সিভিল সাবডিভিশান খোলা হবে না, তবুও আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই অনুরোধ রেখে এই প্রস্তাব তুলে নেব যে পুলিশি ব্যবস্থাই নয়, পুলিশি ব্যবস্থার কথা আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখতে পাই, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই দুইটি অঞ্চলে যেসব অঞ্চলের কথা আমি বলেছি, প্র্যাক্টিক্যালি পলিটিক্যাল সোভারেনিটি ছাড়া অন্য কোন রকম এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সেখানে নাই। যদিও মিলিটারী টহল দেয়, পি,এ,সি টহল দেয়, তবুও আমরা দেখছি যে কৈলাসহরের অভ্যন্তরে পাক দুস্কৃতরা পাক সৈনিকের সহায়তায় একটি পোষ্ট আমাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে স্থাপন করেছে এইরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি এইসব জায়গায় ঘটতে পারে সেই আশংকা করি বলেই আমি এই হাউসের সামনে এই প্রস্তাব এনেছিলাম, এই প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এইটুকু অনুরোধ রাখব যাতে অদূর ভবিষ্যতে এই দুইটি জায়গায় সিভিল সাবডিভিশান খোলা হয়, তার প্রতি সরকার যেন তৎপর হন।

Mr. Speaker :—The Resolution is to be withdrawn with the leave of the House. The question before the House is the withdrawal of the Resolution moved by Shri Sunil Ch Dutta, M. L A.

The Resolution was withdrawn with the leave of the House.

The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

Mr. Speaker :—In Item No. 111 (c)—Members have seen resolution regarding current flood situation in consolidated form but after further consideration. I am of opinion that the Resolution should be moved separately as :—

i) Shri Aghore Deb Barma to move that—

As the flood causes havoc almost every year to the lives and properties

of people of Tripura, this House directs the Govt. to prepare a flood protection Scheme so that it can be implemented before the next monsoon.

ii) Sri Debendra Kishore Choudhury to move that—

This Assembly is of opinion that—ত্রিপুরায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধির কারণগুলি পর্য্যালোচনাক্রমে ত্রিপুরাকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য নিম্নলিখিত সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি গঠন করা হউক :—

জনাব মুনহর আলী, উপমন্ত্রী, সভাপতি (পদাধিকার বলে)		
এ, কে, সেন, পি, ই	সম্পাদক	(পদাধিকার বলে)
গোপালকৃষ্ণন, ই, ই—মাইনর ইরিগেশন—		সভ্য
উমেশলাল সিংহ		সভ্য
দেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী		,,
অঘোর দেববর্মা		,,
সুনীলচন্দ্র দত্ত		,,
রাধিকারঞ্জন গুপ্ত		,,
বাজুবন রিয়াং		,,
বিনয়ভূষণ বানার্জি		,,

Shri Promode Ranjan Das Gupta to move that— This Assembly is of opinion that a high power Committee with technical expert and Assembly Members should be formed to take effective measures to protect Agartala Town and its suburbs from the damaging onslaught of the flood in Howrah River and Katakhal under P. W. D.

Now I would first call on Shri Aghore Deb Barma to move his Resolution.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজ House এ যে Resolutionটা move করছি আমার সেই Resolutionটা হচ্ছে As the flood causes havoc almost every year to the lives and properties of people of Tripura, this House directs the Govt. to prepare flood protection scheme so that it can be implemented before the next monsoon. আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ত্রিপুরার মধ্যে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই flood হয়। Flood এর জন্য বহু জনসাধারণের ঘরবাড়ী, জমিজমা সব নষ্ট হয়। যদিও ত্রিপুরা সরকার থেকে প্রায় প্রতি বৎসরই Flood Protection বাবদ lumpsum ব্যয় বরাদ্দ থাকে। কিন্তু কার্য্যতঃ Flood Protection তো দূরের কথা দিনের পর দিন Flood যেন বেড়েই চলছে। ত্রিপুরার ক্ষতির পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়েই চলছে।

এটা হলো বাস্তব চেহারা। আজকে এই flood সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো যে যাতে flood control করা যায়; যাতে জনসাধারনের জীবন, ধনসম্পদ বা ফসল রক্ষা করা যায়, এই সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। এই জন্যই এই প্রস্তাব আমি Houseএর সামনে রাখছি। এখন প্রশ্ন হলো—এবারও অন্যান্য বৎসরের মত ১৯৬৭-৬৮ সালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাবত প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল, যদিও তার খরচ ১১ লক্ষ টাকা হিসাব করা হয়। পরবর্তী সময়ে দেখান হল যে ১২ লক্ষ টাকাই Flood Protection measure ছিল সেটা মোটামোটি খরচ হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে Flood Protectionএর জন্য খরচ হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা কিন্তু ক্ষতি হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকার উপরে। অর্থাৎ flood control করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু তা সত্বেও ক্ষতির পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। কাজেই আজকে আগরতলা টাউনের কথাই চিন্তা করা যাক। আগরতলার চতুর্দিকে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সরকার বলে বলয়ের বাঁধ আর জনসাধারণ বলে এটা একটা মরণ বাঁধ। কারণ কোন সময়ে যে কি অবস্থা হয় সেটা বলা মুস্কিল। কাজেই সেদিকে আমরা যারা আগরতলার বাসিন্দা তাদের সব সময়েই একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়। যেমন এবার যে ঘটনাটা ঘটল; প্রথম যখন অনবরত বৃষ্টি হতে আরম্ভ করল, বৃষ্টির ফলে প্রথমেই অর্থাৎ আগরতলার সমস্ত রাস্তাঘাট, মধ্যপাড়া জলে ডুবে গেল। আর শহরের বিভিন্ন এলাকার প্রায় গ্রামগুলিতেই জল হয়। বনমালিপুরের মত উঁচু জায়গায়ও জল দেখা যায়। ঘরগুলি অবশ্য জলমগ্ন হয় নাই কিন্তু পুকুরের পাড় ভেসে যায়। যার ফলে পুকুরের মাছ বের হয়ে যায়। আর মধ্যপাড়াতে তো একটু বৃষ্টি হলেই জল হয়। বনমালিপুর, শিবনগর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতির জল আখাউড়া খালে এসে পড়ে এর ফলে মধ্যপাড়া জলে ডুবে যায়। এই হচ্ছে অবস্থা। শহরের মধ্যে এই অবস্থা বছরের পর বছর চলছে। অর্থাৎ শহরের জনসাধারণ যাদের অর্থ আছে তারা শহর ছেড়ে কাঞ্চরিয়া টিলা বা ইন্দ্রনগর ইত্যাদির মধ্যে আস্তানা গড়ে তুলছে। এই রকম একটা অনিশ্চয়তা অবস্থা বছরে তিন চারবার করে হচ্ছে। কাজেই এই আশঙ্কাতার মধ্যে কেউ বসবাস করতে চাচ্ছে না। আর যাদের টাকা পয়সা নেই তাদের তো থাকতেই হবে। কারণটা কি? কেন এই ঘটনাটা হলো? ত্রিপুরাতে আগেও বৃষ্টি হতো। বৃষ্টি যে না হতো তা নয়। কোন কোন বৎসর অত্যধিক বৃষ্টি হতো। কোন বৎসর কম হতো। বৃষ্টি অত্যধিক হলেও আগে শহরে অনেক খাল ছিল। যেমন অফিসের দক্ষিণ দিক দিয়ে জয়নগরের মধ্য দিয়ে হসপিটালের কাছ দিয়ে 'X'-Ray building এর পাশ দিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর পুরাতন বাড়ীর পাশ দিয়ে যে খালটি ছিল ঐ খালটি এখন প্রায় নাই বললেই চলে। সমস্ত খালটা ভরে গেছে সামান্য একটু drain মাত্র রয়ে গেছে। শিবনগরের জল হাওড়া নদীতে পাস করার জন্য একটা drainএর ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই entire শিবনগরের জল এখন Motor Standএর খালের উপর দিয়ে আখাউড়া খালে এসে পড়ছে। আর উত্তর বনমালী-পুরের জল পাস হওয়ার কোন রাস্তাই নেই। আগে রাজার আমলে রাজবাড়ীর উত্তর দিয়ে

একটা খাল ছিল। এখন ঐ খাল প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। কাজেই জল জমে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যের তাপ বা মাটি ঐ জল শুষে না নেয় ততদিন পর্য্যন্ত জল জমে থাকে। যেমন স্নেহকুমার চাকমা বাবুর বাড়ীর ঐ দিকটাতে বৃষ্টির জল ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত জমে থাকে, বের হবার কোন পথ নেই। আজকে এই রকম অবস্থায় আমাদের ruling party বক্তৃতা দেওয়ার সময় বড় বড় কথা বলে থাকেন কিন্তু বাস্তব জগতের মধ্যে সমস্ত ত্রিপুরার কথা যদি আমরা বাদও দেই তবু এই আগরতলা শহর যা ত্রিপুরার প্রাণ কেন্দ্র সেই শহরের যে অবস্থা তার জন্য এখনও কোন উপযুক্ত কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা হয় নাই। অর্থাৎ বৃষ্টির জলে যে flood হয় তার protection এর ও একটা ব্যবস্থা অদ্য পর্য্যন্ত হয় নাই। গত ১৯৬৩-৬৪ সালে আমরা শুনেছিলাম যে Town Development অর্থাৎ flood protection ইত্যাদির জন্য কতগুলি scheme করা হয়েছিল। সেই Scheme কি হয়েছে না হয়েছে জানি না। শেষ পর্য্যন্ত এটাকে বরবাদ করে দেওয়া হয়েছে কিনা তাও আমরা জানি না। তবে আজকে ruling party যারা ক্ষমতাসীন দল বা Minister রা যদি মনে করেন যে এই আগরতলা শহরকে সামান্য বন্যা থেকে বাঁচানো দরকার তাহলে আমি House এর মধ্যে কতগুলি suggestion রাখব। সেটা হচ্ছে কি? গোলবাজার হয়ে কামান চৌমুহনী অর্থাৎ সব রাস্তাগুলিতে জল আছে— মোগড়া রোড বরাবর বটতলা হয়ে আগে যে স্বর্ণকমল বাবুর বাড়ী ছিল সেখানে একথা না Sluice Gate করে হাওড়া গাঙে জল ফেলার ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত যে জল সেটাকে Pumping Machine দিয়ে হাওড়া গাঙে ফেলা যায়। যাতে entire শিবনগর, গোলবাজার অর্থাৎ মোগড়া রাস্তার দক্ষিণ অঞ্চলের সমস্ত জল ঐ রাস্তায় যাওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকে। আর একটা হলো রাজবাড়ীর উত্তর দিয়ে বেথকুং হাইস্কুল সেকেণ্ডারী স্কুল থেকে আরম্ভ করে রাস্তার পাশে একটা পাকা Drain করে রাজবাড়ীর পশ্চিম দিক দিয়ে কৃষ্ণনগরের দিকে যে রাস্তাটা গেছে শহর চৌমুহনী ও রামনগরের দিকে সেখানে একটা খাল কেটে আখাউড়া খালে ফেলে দেওয়া দরকার, কারণ বরাবর পাকিস্তানের দিকে খাল কেটে দিতে গেলেই আর একটা সমস্যা দেখা দেবে। তখন International problem দেখা দেবে। পাকিস্তান তা মানবে না। আমরা ত্রিপুরা র জা থেকে পাকিস্তান border পর্য্যন্ত যদি একটা খাল কেটে দেই তাহলে হয়ত পাকিস্তান তা নাও মানতে পারে। একটা troubles create করতে পারে। কাজেই সমস্ত শহর পার করে আখাউড়া খালে জল পাস করে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ শহরের জনসাধারণের ধন প্রাণ রক্ষা করার জন্য এটা করা একান্তই প্রয়োজনীয়। আমি জানি না আজকে ruling party বা minister রা এ সম্পর্কে কোন চিন্তা করেন কি না। এইভাবে আমি একটা প্রস্তাব house এর সামনে রাখছি কারণ আমি দেখছি আজকে আমরা বিজ্ঞানের জগতে বসবাস করি। আমি যখন মস্কো গেলাম তখন দেখেছি সেখানে একটা under-ground শহরই আছে। আমরা under-ground শহর নাইবা করলাম। কিন্তু বসতবাড়ীর প্রত্যেকটি রাস্তার সামনেই drain আছে, ছোট হউক, বড় হউক drain তো আছেই; ঐ drain গুলি গর্ত

করে পাকা drainage করে জল যাওয়ার ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া যায় তাহলে সমস্ত আগরতলা শহরের জল আখাউড়া রাস্তার পাশে যে খাল আছে তাতে পড়তে হয় না। তার বিভিন্ন passage আছে। প্রত্যেক বৎসরই মধ্য পাড়ার যে দুর্ভোগ হয় এটা থেকে তারা অব্যাহতি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেদিক থেকে এই concrete প্রস্তাবটা আমি house এর মধ্যে রাখছি।

আর বাঁধের কথা আমরা অনেক সময় আলোচনা করেছি। ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতি হলো মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করা। কি রকম? এখানে একটা flood হলেই উনারা মনে করেন যে এটা উনাদের আশীর্বাদ। যেমন cyclone হলো। কেন্দ্র থেকে একটা lumpsum সাহায্য পাওয়া গেল। তখন সেটা দিয়ে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের পুষ্ট করার একটা সুযোগ হলো। এটা হলো ruling party বা ministerদের একটা রাজনীতি। Flood affected area বলে ত্রিপুরাকে ঘোষণা করা হয়েছে, তা আমরা পত্রিকায় দেখেছি। কেন্দ্র থেকে lumpsum কিছু পাওয়া গেছে। তাতে সামগ্রিক জনসাধারণের কিছু উপকার না হলেও নিজের জনগণকে কিছু দিতে হবে। আগরতলা শহরে অনবরত বৃষ্টির ফলে বাঁধগুলির যখন দুরবস্থা হয় তখন PWD তরফ থেকে সেগুলিকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় না। এই দৃশ্য প্রত্যেক বৎসরেই আমরা দেখছি। অন্যান্যবার বর্ষার সময় বাঁধে কিছু কাজ করা হত কিন্তু এবারে কিছুই করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটু আশীর্বাদ পাওয়ার জন্যই যেন ভিতরে ভিতরে তিনি চেষ্টা করেছেন যাতে বাঁধটা ভেঙ্গে যায়। যদি বাঁধ ভাঙ্গে তাহলে আগরতলা শহরের ১২/১৩ হাজার লোকের ধনে প্রাণে কি যে অবস্থা হত তা বলা যায় না। বর্ষার প্রারম্ভে কাজ করা দূরের কথা, অনবরত ২।৩ দিন বৃষ্টি হবার পরেও আমরা দেখেছি P.W.D. কোন কাজই করেন না। যখন নদীতে জল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বাঁধ ভাঙ্গবার উপক্রম হয় তখন বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের গাড়ীর ঠেলায় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার কোন উপায় থাকে না। জল যে বাড়ছে সেটা যেন একটা তামাসা। সেই তামাসা দেখার জন্য বাঁধের উপর দিয়ে জীপ গাড়ী ইত্যাদির যাতায়তের চোটে বাঁধই ভাঙ্গবার উপক্রম হয়. স্কুল কলেজের ছাত্ররা এবং পাড়ার যুবকরা তখন বাঁধ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং প্রাণপণ কাজ করে। তখনও P.W.D. থেকে কোন রকম সাহায্য পাওয়া যায় নাই। শেষে দেখা যায় তাড়াহুড়া করে কতকগুলো কাজ করা হয় এবং যার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়, অথচ এই কাজগুলি যদি আগে করা হত তাহলে অনেক কম খরচে ও সুষ্ঠুভাবে করা যেত। পাড়ার ছেলেরা, এমন কি আমার দুইটী ছেলে পর্যন্ত এই বাঁধ রক্ষার কাজে এগিয়ে আসে। তখনকার বাঁধের যে মাটী তাহাতে জল লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গলে যায়। আমাদের ডি, এম, মহোদয় তখন একটা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে P.W.D. নাকি যথেষ্ট কাজ করেছে। এখানকার যেসব সংবাদপত্র সরকারী সাহায্যপুষ্ট যারা সব সময়েই সরকারের গুণ গায় তাদের পত্রিকায়ও P.W.D.র কাজকর্ম সম্বন্ধে নানা খবর বের হয়েছে। এখানে ১৭ই জুলাইয়ের

দিকে নদী থেকে ২০০/৩০০ হাত দূরের বাড়ীগুলি জলের স্রোতে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ভিটামাটি পর্য্যন্ত চলে গেছে। এবার টীলার উপর পর্য্যন্ত জল উঠেছে। বাঁধের অপর দিকে অভয়নগর, ইন্দ্রনগর, ভাটি অভয়নগর এবং বাঁধের চারিদিকে বহু ফসল নষ্ট হয়েছে এবং বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে। এর জন্য কারা দায়ী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা করেন কিনা জানি না।

আজকে আমাদের সহর রক্ষা করতে হবে। কিন্তু সহর রক্ষা করতে গিয়ে সহরের বাইরে যারা আছেন তাদেরকে জলে ডুবিয়ে মারতে হবে এমন কি কথা আছে। সহরের বাইরে যারা আছেন তাদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। আমরা শুনেছিলাম মহারাজার আমলে আমাদের ইঞ্জিনীয়ার এ, কে, সেন একটা Scheme নিয়ে ছিলেন—তখন লিখিত কোন Scheme ছিল না মুখে মুখেই নেওয়া হয়েছিল। কারণ রাজার আমলে সব কিছুই মুখে মুখেই করা হতো। রাজার বাচনিক আদেশই ছিল আইন। তখন Scheme ছিল কাটা খালের জল কমানোর জন্য। কাটা খালের জলটা চাম্পমারী টিলার পাশ দিয়ে অর্থাৎ কাঁকড়িয়া টীলার পিছন দিয়া লোঙ্গায় লোঙ্গায় খাল কেটে বড়জলা দিয়া অথবা সিঙ্গারবিলের দিকে জলটাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। তাতে ইন্দ্রনগর অভয়নগরের অধিবাসীদের বাঁচার একটা ব্যবস্থা হতো টাউনের লোকদেরও এত দুরবস্থা হতো না। আরেকটা Scheme ছিল হাওড়া নদী থেকে একটা খাল কেটে ২নং পুল দিয়ে জল যাওয়ার একটা রাস্তা করে দেওয়া। এই সমস্ত Scheme এর কথা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানেন। অর্থাৎ এই সমস্ত সত্ত্বেও জনসাধারণকে কেন প্রতিবৎসর হয়রানি করা হচ্ছে বুঝিনা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের একটা আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্যই যেন মন্ত্রী মহোদয়রা এটাকে জিইয়ে রাখছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সহরের কথা বললাম। গ্রামাঞ্চলের কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। ১২ লক্ষ টাকা Flood protectionএর নামে খরচ করা হয়েছে। জানি না এই টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে। কারণ ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত এই ১২ লক্ষ টাকা খরচ করার পর কোথাও Flood protection হয়েছে বলে আমরা শুনি নাই। সরকারের পক্ষ থেকে চীৎকার করা হয় ফসল বাড়ানোর জন্যে অথচ লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল প্রতিবৎসর বন্যায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণ বহু টাকা পয়সা খরচ করে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে fishery ইত্যাদি করে আর বন্যার জলে প্রতি বৎসরই সব নষ্ট হয়ে যায়। লালসিংমুড়া, এমন কি চড়িলামের বিস্তৃত অঞ্চল জলে নষ্ট হয়ে যায়। তিন চার দিন জমি জলের নীচে থাকিলেই ফসল নষ্ট হয়। কামথানার নিকটে একটি জলা আছে সেটা যদি একটু গভীর করে বেঁধে দেওয়া হয় তা হলে ঐ জায়গা জল থেকে রক্ষা পেতে পারে। শ্রীবাসুয়া যখন ডি, এম, ছিলেন তখন কাজটা হাতে নেওয়া হয়েছিল, পরে যে কেন কাজটা আর করা হয় নাই তা বুঝা গেল না। সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই ভাটি বিশালগড়ের দক্ষিণাঞ্চল জলে ডুবে যায়। অথচ ঐ সমস্ত জমিতে খুব ভাল ধান ফলে, প্রতি কানিতে ২০।২২ মন ধান ও হয়। অথচ জেনে শুনেও ঐ সমস্ত জমি রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় না গতানুগতিক ভাবে শুধু প্রচার করা হয় ফসল বাড়াও। ফসল

কি করে বাড়াবে যদি একটু বৃষ্টি হলেই ঐ সমস্ত জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়? আমরা ছোট বেলায় ও দেখেছি, রাজার আমলে প্রত্যেক নদী, ছড়ার পাড়ে প্রায় আধ কাণি জমিতে জঙ্গল রাখা হত, কারণ তাতে নদীর পাড় ভাঙতে পারত না। এখন এত Land hunger যে তা আর বলার নেই। আগেও আমরা দেখেছি নদীর নিকটে বন সংরক্ষণ করে রাখা হত। নদীর কাছে বন সংরক্ষণ করে রাখা হতো, জঙ্গল করে রাখা হতো, মইদা কেটে ঘরের বেড়া দেওয়া যায়। আর একটা হলো মর্তান। এখন তারা আর নেই, বংশ শেষ। আমাদের ছোট কাল থেকে সেটা ছিল। এই মইদার ক্ষেত নদীর পাড়ে থাকতো যার ফলে নদীর পাড় ভাঙতো না। সাধারণ নালা ছড়া পর্যান্ত এই মইদা না থাকার জন্য পাড় ভেঙ্গে বড় হয়ে গেছে। আজকে রাজ্য সরকার বা মন্ত্রী বাহাদুররা ফসল উৎপাদনের কথা বড় গলায় বলে থাকেন, ফ্লাড প্রটেকশনের কথাও বলেন। এই জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয় এবং টাকা ও যথাযথভাবে খরচ হয়ে যায়। অথচ ফ্লাড প্রটেকশন বা ফ্লুড প্রডাকশন হচ্ছেনা। এই ব্যাপারে তাই আরো চিন্তা করা দরকার। আমার সাজেশন হচ্ছে এই যে, এটা যদি experiment হিসাবে রাখা যায় তাহলে হয়ত নদীর পাড় ভাঙ্গন বন্ধ হতে পারে। এটা গোমতী নদীই হউক, মনু নদীই হউক বা যে কোন নদীই হউক শুধু বাঁধ তৈরী করে নদীর ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব নয়। সেইদিক দিয়ে চিন্তা করা দরকার বলে আমি মনে করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি সামান্য একটি গ্রামের কথা উল্লেখ করবো। ক্ষতির তো আর শেষ নাই। যারা সাধারণ কৃষক, যাদের ২।১ কাণি জমি আছে তারা আজ আউস ফসল করতে পারেনি। আমন ফসলের রোয়া ইত্যাদি কেউ কেউ দিয়েছে। কিন্তু ২।৩ দিন যদি রোয়া ক্ষেতে জল জমে থাকে তাহলে রোয়া পচে যায়। কাজেই আজকে যে একটা অর্থাভাব এবং খাদ্যাভাব চলছে এর মধ্যে কত কষ্ট করে লোন করে কৃষকরা আজ বীজের ধান সংগ্রহ করেছে এবং লাগিয়েছে। ঐ সব বীজের ধানগুলি যেভাবে নষ্ট হয়েছে এই বন্যায়, আমি জানিনা এই ক্ষতিপূরণের জন্যে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। যদি কোন কৃষকের ২০০।৩০০ টাকার মত ক্ষতি হয়ে থাকে তাকে ১০ টাকা সাহায্য দিলে তার কি উপকার হতে পারে তা আমি বুঝিনা। তাই গত ফ্লাডে ত্রিপুরার কৃষকদের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ এই সামান্য আর্থিক সাহায্যে হবে বলে আমি মনে করি না। এটা অত্যন্ত চিন্তার ব্যাপার। গ্রামের মধ্যে ইতিমধ্যেই হাহাকার পড়ে গেছে বীজের ধানের জন্য। আর অনেক জায়গায় সাহায্য চেয়েছেন এবং সাহায্যের জন্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে দরখাস্তও করেছেন। কিন্তু সরকার সেই সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন। সময়মত রোয়া যদি না দেওয়া যায় তাহলে ফসল হবে না। সরকারী যে সকল তাইচুং ইত্যাদি ধানের বীজ দেওয়া হয় তা অসময়ে দিলে কোন ফল হবে না। অসময়ে বীজ বপন করলে গাছ যে উঠে না এটা আমরা দেখেছি। এসব কথা জানা সত্বেও সরকারের এদিকে কোন দৃষ্টি নাই। এক অফিস থেকে আর এক অফিস পর্য্যন্ত যেতে যেতেই বীজ লাগানোর সময় পেরিয়ে যায়। যারা কিছু

পরিমাণে সাহায্যও অবশেষে পায় তাও কাজে লাগাতে পারে না অসময়ে সাহায্য পাওয়ার ফলে। আর অধিকাংশের কপালেতো কোন সাহায্যই জোটে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোথাও ফ্লাড হয় নাই এমন কথা আমার জানা নাই। বছরের পর বছর কংগ্রেসের রাজত্বের বয়স যতই বাড়ছে ফ্লাডের প্রাবল্যও যেন তার সাথে সাথে বাড়ছে। মনে হয় যেন তাল মিলিয়ে চলছে।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফ্লাডের ফলে ক্ষতির পরিমাণের কত সংখ্যা আর দেবো। আজ ছোট কৃষকরা এই ফ্লাডের ফলে পথের ভিখারী হয়ে গেছে। জনসাধারণের মধ্যে আজ সামগ্রিকভাবে হাহাকার দেখা দিয়েছে। তাই আজকে এই ফ্লাড কনট্রোল করার দিকে সরকারকে সুচিন্তিতভাবে কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে দরিদ্র কৃষক ও জনসাধারণ তাদের ফসল ও অন্যান্য ধন সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে। আজ এই বন্যার ফলে ত্রিপুরার ফসলের জমির উর্বরতাও কমে যাচ্ছে। অবশ্য এগ্রিকালচার থেকে সার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বন্যায় সব ধুয়ে মুছে যায় কাজেই এই অবস্থাতে অর্থাৎ গাছের গুঁড়ি কেটে যদি আগায় জল ঢালা হয় তাহলে গাছ বাঁচতে পারেনা। তেমনি ত্রিপুরা সরকারের কার্যকলাপও তাই প্রমাণ করেছে। যেমন অনেক সময় সরকারের তরফ থেকে অনেক exhibition বা film দেখানো হয় এমনভাবে যে দেখলে মনে হয় যে ত্রিপুরা যাচ্ছে দিনের পর দিন অগ্রগতির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত আমরা দেখতে পাই।

কথার কথা আমি বলছি যেমন গুমতীর বাঁধ, উদয়পুর শহরের উপর বাঁধ হয়েছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ছড়া নালায় যদি বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে বন্যা নিরোধও হবে এবং ফসলের উৎপাদনও বাড়বে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার তা করবে না। যতটুকু কাজ করা হয় প্রচার হয় তার দ্বিগুণ। আগরতলা শহরে যদি ফ্লাড হতো তাহলে হয়ত বা দলের লোকদের কিছুটা সাহায্য হতো। এই জন্য বোধ হয় এই শহরের এই বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল। আগের থেকে কোন প্রকারের প্রটেকশনের বন্দোবস্ত করা হয় নাই। এই বক্তব্য রেখেই আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any other member ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অঘোর বাবুর বক্তব্যের পরে আমার মনে হচ্ছে যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বন্যার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এই ক্ষয় ক্ষতির জন্যে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীই দায়ী। আজকাল ওনার প্রত্যেক বক্তব্যের একটা সুর দেখতে পাই যে সব কিছুর জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উপর দোষ চাপিয়ে দিতে চান। মুখ্যমন্ত্রীর সব দোষে দোষ। আমরা আজ এখানে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছি গণতান্ত্রিক উপায়ে। আমরা সকলেই আজ সমভাবে দায়ী একথাটা তিনি বুঝতে চাননা।

আর একটা কথা এই যে, ফ্লাডটা যেন কংগ্রেস সরকার ইচ্ছা করেই জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। ওনার যদি সেই দৃষ্টি ভঙ্গী থাকে এবং পত্র পত্রিকা দেখেন তাহলে তিনি

দেখতে পাবেন যে, সেই সুদূর রাজস্থান যেখানে বৃষ্টির অভাবে মরুভূমি হয়ে গেছে সেখানেও আজকে ফ্লাড হচ্ছে। এটা একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তার সংগে আমরা যুদ্ধ করে চলেছি। এটাকে জয় করতে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি। তাতে হয়ত বা কোন কোন ক্ষেত্রে successful হই আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বা Unsuccessful হই। সে সব ক্ষেত্রে আবার নূতন করে চেষ্টা করা হয় সাকসেসফুল হওয়ার জন্য।

কথা হলো, আমরা যখন নির্বাচনের সম্মুখীন হই তখন আমরা বলে থাকি যে গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা সরকার গঠন করবো। যারা মেজরিটি হবে তাদের দিয়ে আমরা সরকার গঠন করবো। আমরা দেশের উন্নতি করবো। কিন্তু ক্ষমতা না পাওয়ার ফলে ওঁদের যেন কিরকম একটা অবস্থা হয়ে যায়। কেবল personal attack আরম্ভ করতে থাকেন।

বন্যা আমাদের দেশে হয়েছে সেটা ঠিক এবং তা রোধ করতে হবে, তাও ঠিক। তিনি একটা কথা বলেছেন যে এখানে সেখানে জঙ্গল ছিল [illegible] এবং তার জন্যে আগের দিনে বন্যা নিয়ন্ত্রিত হতো। এখন জনসাধারণ সেই জঙ্গল দখল করছে এবং ক্রমশঃ যেন নদীকেও দখল করছে কি মজার ব্যাপার। কয়দিন আগে এই Houseএ তিনি বলেছিলেন যে জনসাধারণ যদি জঙ্গল কাটতে যায় তখন সরকার থেকে নানা রকমের কথা আসে। তার জন্য ওনারা হয়তো কোন বাহিনী গঠন করে বনজ সম্পদ নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। তখনতো সেকথা মনে থাকে না যে বন্যা হতে পারে। বন্যার জন্য সেই জঙ্গল রোধ করা যেতে পারে। ওনার কথাটা বড় [illegible] বলেন না। তার কথার উদ্দেশ্য হলো বন্যা হউক। হলে সরকারকে গালি দিতে পারবে, আবার সাহায্য নিয়ে আবার গালি দেবে। উনি হলেন দুদিকেই খেতে চান।

বন্যা হয়েছে এটা ঠিক। বন্যাকে আমরা কি করে control করবো সেটাই হচ্ছে আমাদের চিন্তার বিষয়। আমরা দেখতে পাই [illegible] জলাভূমিতে জল প্রবেশ করলে পর সেই জল বেরিয়ে এসে নদীতে পড়তে অনেক সময় লাগতো। একসাথে সবজল বেরিয়ে যেত না। কিন্তু আজকাল মানুষের চাপেই হউক বা মানুষের প্রয়োজনেই হউক সেই জলাভূমি থেকে জল হুড়হুড় করে নদীতে বেরিয়ে আসে। এও হচ্ছে বন্যার আর এক কারণ। সেগুলি রোধ করতে গেলে আমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে। যদি প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া আমরা এগিয়ে যেতে পারবনা। প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলেই আমাদের সবটুকু successful হবে। আমাদের যে দুঃখ দুর্দশা তা দূরীভূত হবে। আমরা দেখতে পেয়েছি আজকাল নদীগুলিতে যে বন্যা আসে তা রোধ করতে গেলে আমরা যে ছোট ছোট কতগুলি কাজ করি তাতে অনেক ক্ষতি থেকে যায়। একটা উপমা দিচ্ছি। আজকে গোমতী নদীতে অমরপুর থেকে

সোনামুড়া border পর্য্যন্ত একটা বাধ দেওয়া হয়েছে। আগরতলা মেলাঘর পর্য্যন্ত যে রোড সেটা হচ্ছে সোনামুড়া রোড। সেটা হল মেলাঘর—সোনামুড়ার Permanent বাধ। যাতে আমাদের ফসলকে এই গোমতী নদীর জল নষ্ট করতে না পারে। দিন দিনই বাধ উচু হতে চলেছে। প্রথম আমরা দেখেছি বাধ ২।৩ ফুট উচু ছিল, সেই বাধের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে যেতে পারত না। এখন সেই বাঁধ ১৫।১৬ ফিট উচু হয়েছে। এখন আবার একটা নূতন estimate হয়েছে সেই বাঁধ আবার ৪ ফুট উচু হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোনামুড়াতে বাঁধের নীচ আর নদীর গভীরতা প্রায় সমান। বাঁধ যদিও বা উচু হচ্ছে তথাপি আমরা হয়ত একদিন দেখতে পাব যে নদীর গভীরতা প্রায় শস্য ক্ষেতের সমান হয়ে গেছে। বাঁধ দিয়ে আমরা নদীর একদিকের ফসলকে রক্ষা করি। যেমন আমাদের কাকড়াবন থেকে দুর্গানগর পর্যন্ত যে বাঁধ আছে, সেই বাঁধ আমরা দিন দিনই উচু করি এবং নদীর উত্তরদিকের ফসলকে রক্ষা করার জন্যই আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীর উত্তর দিকের যে পরিমাণ ফসল বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায় তার ৪ গুণ বেশী ফসল নদীর দক্ষিণ পাড়ে নষ্ট হয়। এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য, ফসল বাড়ানোর জন্য তা ব্যাহত হতে চলছে। তার জন্য আমি বলছি এখানকার যে জনসাধারণ আছে যারা নদীর সঙ্গে পরিচিত আছে, যারা নাকি যুগের পর যুগ নদীকে দেখে এসেছে কিভাবে নদী আগে ছিল, এখন কিরূপ হয়েছে—তাদের পরামর্শ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। আমাদের ফসল রক্ষা করতে গিয়ে বাকী ফসল নষ্ট করলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আরেকটি জিনিষ আমরা দেখতে পেয়েছি। শীতকালে যখন নদীতে জল থাকে না, তখন দিল্লী থেকে Engineerরা আসেন, তখন তারা দেখেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নদীতে খেলা করে, গরুগুলা হেটে নদী পাড় হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থায় পার্বত্য ত্রিপুরার যে প্রকৃত রূপ সেই রূপ তারা দিল্লীতে নিয়ে যেতে পারেন না। তারপর আমাদের কাজ হয় তাতে একটা ত্রুটি লক্ষ্য করেছি যে পূজার পর থেকেই আমরা PWDকে তাগাদা দিয়েছি যে আমাদের নদীর বাঁধগুলির যে অবস্থা এখন থেকে যদি এই বাঁধগুলির কাজ আরম্ভ করা না হয় তাহলে বাঁধ রক্ষা করা যাবে না। আমরা চাই না যে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেলে সরকার থেকে কিছু চাউল, কিছু আটা, কিছু ঋণের মুখাপেক্ষি হয়ে মানুষ বাঁচুক। মানুষ চায় নিজে পরিশ্রম করে যা উৎপাদন করে তা নিয়ে বেঁচে থাকতে। আজকে আমরা জানি সরকার থেকে অনেক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সরকার থেকে বিনে পয়সায় খাওয়া দেওয়া হয়েছে, বন্যার ফলে আউস ফসল এবং পুরো ফসল নষ্ট হয়ে যা ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি কি কৃষকেরা ১০ বৎসরেও পূরণ করতে পারবে? আজকে তাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, যেখানে জল ঢুকেছে সেখানে ঘরগুলি মাটির সংগে মিশে গিয়েছে।

হাজার হাজার মণ ধান নষ্ট হয়েছে। এমন লোক আছে যে নাকি আজকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে বাধ্য হয়েছে। সে কি সরকারের ১০।১২ দিনের খাদ্য কিছু চিড়া ও কিছু গুড় সাহায্য পেয়ে তার এবং তার পরিবারের জীবন রক্ষা করতে পারবে? আমরা চাই স্থায়ী প্রতিকার। স্থায়ী প্রতিকার করতে গেলে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দরকার। এবং সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে যদি জনসাধারণের মিল না থাকে তাহলে সুষ্ঠুভাবে স্থায়ী প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এই যে flood protection এর ব্যাপার সেটা PWD করে থাকে। গত বৎসর সরকার থেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল হানা দেওয়ার জন্য সেই হানা ২৫ ফুট নীচে দেওয়ার কথা ছিল। এবার flood এ যখন হানাগুলি ভেসে উঠে তখন দেখা গেল যে ১০ ফুটও মাটির নীচে ছিল না।

তাই আজকে এই flood protection এর ব্যাপারে যদি জনসাধারণের সহযোগীতা না থাকে তাহলে flood protection হবে না। আমি জানি যখন flood হয়েছিল তখন জনসাধারণ সহযোগীতা করতে গেলে সরকারের লোক তাদের কাছে যেতে দেয়নি। আমি জানি আমার গ্রামের পার্শে দুর্গাপুর নামে একটি গ্রাম আছে। তথায় সরকারের লোককে জনসাধারণ যেতে দেয়নি। তারা নিজেরাই দিবারাত্র পরিশ্রম করে তাদের বাঁধকে রক্ষা করেছে। সরকারের কর্মচারীদিগকে যখন গ্রামবাসীরা বলে যে তোমরা আমাদের বাঁধকে রক্ষা কর, আমাদের গ্রামকে রক্ষা কর, তখন সরকারী কর্মচারীরা বললেন আমরা কি করব, আমাদের তো fund নেই। একটা বন্যা পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে তাদের বাঁধকে রক্ষা করতে পায়নি। আজকে আমি তাদের দোষ ত্রুটির কথা সমালোচনা করতে যাচ্ছি না। আমি চাই জনসাধারণ সেই বন্যার কবল থেকে যাতে রক্ষা পায়। তারা সরকারের কাছে ১২ দিনের খাদ্য চায় না, ভিক্ষা চায় না। তারা চায় নিজের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে, নিজের বাঁচা বাঁচতে। এবং সেই বেঁচে থাকতে হলে সরকার যে দায়িত্ব নিয়েছে আমি আশা করি সরকার সেই দায়িত্ব পালন করবে জনসাধারণের সহযোগীতায়।

কাজেই জনসাধারণের সহযোগীতার জন্য যদি প্রত্যেক flood অধ্যুষিত এলাকায় কমিটি করা হয়, সরকারী কর্মচারী যদি সেই কমিটির সংগে সহযোগীতা করে তাহলে রক্ষা না হয় অন্তত: প্রতিকার করবার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হবে বলে আমি আশা করি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে Resolutionটা হাউসে উত্থাপন করেছেন আমি সেটার বিরোধীতা করছি। মাননীয় সদস্য বুঝাতে চাইছেন যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের flood protection এর কোন scheme নাই। আমাদের সরকারের যথেষ্ট scheme আছে। যদি মাননীয় সদস্য একটু কষ্ট করে ১৯৬৭-৬৮ সনের বাজেটটা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন flood protection এর জন্য আমাদের সরকার কতগুলি scheme গ্রহণ করেছেন। আমাদের গোমতী নদী, হাওড়া নদী, মনু নদী

মুহুরী নদী নিয়ন্ত্রণের জন্য অসংখ্য scheme আছে। আমি মনে করি যে schemeগুলি আছে সেগুলি যদি যথাযথভাবে অর্থ ব্যয় করে ঠিকভাবে পরিচালিত করা হয়, তাহলে এই ধরণের Rsolution এর আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে আমার একটা suggestion হল সরকার যখন scheme গুলি করেন তখন জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে scheme গুলি করা উচিত। সরকার যখন scheme করেন তখন দেখা গেল অফিসাররা নিজেরাই বসে বসে ঐ scheme করেন। তাতে দেখা গেল অনেক সময় ঐ scheme গুলি fulfil হয় না বা আশানুরূপ ফল হয় না। আমার অনুরোধ হল যারা scheme গুলি রচনা করেন তারা জনসাধারণের সঙ্গে গ্রামের নেতা এবং বিধানসভার সংশ্লিষ্ট এলাকার সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা ক্রমে তাহা করেন তাহলে তাহা ঠিক ঠিক ভাবে রচিত হবে এবং আশানুরূপ ফল লাভ করবে। তাহলে আমাদের ত্রিপুরাকে flood protection দিতে কোন রকম বেগ পেতে হবে না। আমার সালগড়া এলাকাতে দেখা যায় সালগড়া থেকে শিকারী বাড়ী via আমতলী, হতরা scheme একটা করা হয়েছে flood probection এর জন্য। সেটা হতরা হতে শিকারীবাড়ী পর্যন্ত via আমতলী দেড়লক্ষ বা দুই লক্ষ টাকা খরচ করে প্রায় complete করা হয়েছে। কিন্তু বন্যার সময় দেখা গেছে contractor কোন কোন জায়গায় ফাঁক রেখে গিয়েছে fully completed হয় নাই। যার ফলে এবার বন্যার সময় ঐ সমস্ত ফাঁক দিয়ে জল ঢুকে অনেক ক্ষতি করেছে। যারা Engineer আছেন বা contractor আছেন তারা যদি সবসময় কাজের গোড়াতে গিয়ে দেখা শুনা করতেন তা হলে এ ধরণের অসম্পূর্ণ কাজ হতোনা। কথা হল হতরা হতে শিকারীবাড়ী পর্যন্ত একটা scheme করেছে কিন্তু ধুবাইছড়ি গুদারা ঘাট হতে শালগড়া পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ এলাকা ঐ scheme থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। অতএব ধুবাইছড়ি হইতে শিলঘাটি পর্যন্ত যদি ঐ schemeটা সম্প্রসারণ করা হয় তাহলে ভাল হয়। Dumbor Hydro Electric Scheme যেটা আমাদের সরকার হাতে নিয়েছেন এবং মুহুরী নদী, মনু নদী, খোয়াই নদীর যে সমস্ত scheme সরকার হাতে নিয়েছেন সেগুলি যাতে ত্বরান্বিত হয় সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। তারপর উনি যে Directs to the govt. লিখেছেন সেটার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। কারণ এর অনেক আগেই সরকার এ ব্যপারে scheme গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমি মনে করি সরকার যে সমস্ত scheme নিয়েছেন সেগুলি সময়োপযোগী এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রহন করেছেন। তবে সেগুলি রূপায়ন করার জন্য যেন সরকার জনসাধারণের সংগে সংযোগ রক্ষা করেন। কারণ govt. হল By the pepole, for the people, of the people. সুতরাং people এর সাথে যাতে যোগাযোগ থাকে এ.হল আমার অনুরোধ। অফিসে বসেই যাতে scheme রচনা করা না হয়। যে সমস্ত scheme সরকার নিয়েছেন সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা হয় এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, অঘোর বাবু যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ এবার যে বন্যা হয়ে গেল সেই

না। এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। আজকে আমাদের এই সমালোচনা করতে হচ্ছে এই জন্য যে আজকে আমাদের মরণ বাঁচনের প্রশ্ন। আজকে আমাদের এটাই স্বীকার করতে হবে যে আমরা জনসাধারণের সেবা করতে এসেছি। আমরা ব্যুরোক্রেসীর সেবা করতে আসিনি। আজ আমাদের দেখতে হবে যে দেশে ব্যুরোক্রেসী and this worst type of temperament should go for good. সেজন্য আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষের ক্ষতি হয়েছে। মানুষ যে আজ পথের ভিখারী হয়েছে আমরা বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছি খাট, চৌকি, পালং সমস্ত জলের তলায় চলে গেছে। শুধু তাই নয়—বাড়ীর ভিতর দিয়ে নদী বয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে কাটা খালের ঐ পাশে যে টিলা জমি আছে সেগুলি পর্যন্ত জলমগ্ন হয়েছে। বছর বছর কোটি কোটি টাকা বাঁধের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হচ্ছে। এই কোটি কোটি টাকা খরচ করে আমরা কি চিন্তা করতে পারি না যে কাটা খালের অপর পারে যে হাজার হাজার বাড়ী আছে সেখানে কি ব্যবস্থা করলে পরে জল তাড়াতাড়ি নামতে পারে এবং ঘরবাড়ী ভাঙ্গতে পারে না। এই ব্যবস্থা কি করতে পারি না এই বিজ্ঞানের যুগে? এটা খুব বড় কথা নয়। আসলে আমরা কিছু করার চেষ্টা করি না।

দুই এক ঝুড়ি বালি ফেললেই তারা মনে করেন তাদের দায়িত্ব শেষ। আজকে যদি হাওড়া নদী বা কাটা খালের বাঁধ আপনারা দেখেন তবে দেখতে পাবেন নদী যেখানে গভীর সেখানেই বাঁধ দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাঁধ কি টিকতে পারে? আমি দেখেছি বাঁধের গোড়ায় মাটি ধ্বসে গেছে। এক হাত নয়, দুই হাত নয় ৪/৫ হাত পর্যন্ত ধ্বসে গেছে। রাস্তায় যে বাঁধ সেই বাঁধের নীচ গভীর হয়ে গেছে ৫/৬ হাত এই প্রগতি স্কুলের নিকটে। তাহলে কি PWD এর ইঞ্জিনীয়ারদের এবং Department এর দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব এবং বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী বলে মনে করব? নিশ্চয়ই না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারি যে এই বাঁধ এইভাবে বক্রিত হতে পারে না। বাঁধের অপর পারে আমরা দেখেছি রাধানগরের নীচের গ্রামগুলি একেবারে ভেসে গেছে।

অপর পাড়ের রাধানগর এবং নীচের গ্রামগুলি সমস্ত ভেসে গিয়েছে এবং বাড়ীর উপর দিয়ে জল গিয়েছে। সেই বাড়ীগুলিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে বিপদের হাত থেকে কি রক্ষা করা যায় না? আমাদের মনে রাখতে হবে বন্যার এই যে জলোচ্ছ্বাস সেটা যেন আমরা মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতে পারি, আজ যদি এই জলোচ্ছ্বাসকে আমরা ঠিকমত বাঁধ দিয়ে রাখতে পারি। আজকে প্রত্যেকটি ছড়া যদি দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সেগুলো বালিতে ভর্তি হয়ে গেছে। উজানের সমস্ত বালিতে ছড়াগুলি ভরে গেছে। এই জন্য যখন ছড়াগুলিতে জল নেমে আসে তখন সেইগুলি ছড়ার চারিদিকে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, ফলে একরের পর একর জমি বালিতে ঢেকে যায়। এই রকম গ্রামাঞ্চলের

grow more food করছি; flood protection করছি না। আমরা আগেই বলেছি যে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। এবং প্রত্যেকটি ব্লক লেভেল থেকে তারা আলাপ আলোচনা করে minor irrigation scheme কোথায় কিভাবে করা যায় সেই অনুসারে তারা করছে। এবং ত্রিপুরার জনসাধারণেরও চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা প্রতি গ্রামে যা আছে বর্তমানে তার উপর নির্ভর করে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। সেই অনুসারে আমরা কাজ করছি। তবে আমি জনসাধারণকে আবেদন করব যে যদি embankment কোথায়ও খারাপ declared হয়, তার উপর দিয়ে যদি হাজার হাজার লোক চলাচল করে তাহলে তা আরো খারাপ হয়ে যায়। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে নীচের দিক দিয়ে ছিদ্র হয়ে গেছে। যদি হাজার হাজার লোক তখন বাঁধের উপর উঠে তাহলে অবশ্যই বাঁধ ধ্বংস যাবে। জনসাধারণকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া উচিত যখন বাঁধকে danger বলে declare করা হয় তখন যদি কেউ বাঁধের উপর দিয়ে চলাচল করে তাহলে যে কোন সময় accident হয়ে মানুষ মারা যেতে পারে। বাঁধটি যদি ভেঙ্গে যেত তাহলে ঐখানকার জনসাধারণের কি অবস্থা হত? তাই আমি বলব যে ১০ হাজার বিশৃঙ্খল লোক নিয়ে কোন কাজ হয় না; সুশৃঙ্খল যদি ১০ জন লোক থাকে তারা যদি পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে তাহলে সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে আমি বলব কাটাখাল বাঁধ বেঁচে গেছে কারণ তখন জল কমে যাচ্ছিল। জনসাধারণের সহযোগিতায় সেই বাঁধ রক্ষা পেয়েছে তাই আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কিন্তু তার সাথে সাথে নিজেদের protection এর কথাও আমাদের ভাবতে হবে। কারণ ঐখানে হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল। সেটাও একটি risky ব্যাপার। কাজেই সেই দিক দিয়ে কোথাও কোথাও বিপদ সংকেত আছে সেটা বলে দেওয়া সরকারের কোন অপরাধ বলে আমি মনে করি না। Danger হিসাবে সেই signal দেওয়া হয়েছে আর উনারা উপহাস বলে মনে করেছেন।

আমি সেই দিক দিয়ে এই হাউসের সমস্ত সদস্যকে অনুরোধ করব তারা যেন জনসাধারণকে সতর্ক করে দেন। আমি জানি জনসাধারণের দুঃখ বিরাট। বিরাট এক flood হয়েছে আর তাই আমরা সমস্ত ত্রিপুরাকে natural calamities area বলে declare করেছি। এবং আমি জানি natural calamities declare করা সত্ত্বেও তারা ব্যঙ্গোক্তি করছে। তা হচ্ছে যে আমরা স্বজন পোষণের জন্য তা করছি। তাহলে তারা অস্বীকার করছেন যে natural calamities হয়নি। আমরা যেন জনসাধারণের দুঃখকে ব্যঙ্গোক্তি বা উপহাস না করি এবং সবটাই motivated way তে চিন্তা করি। সেই দিক দিয়ে আমরা সমস্ত সদস্যগণের কাছে আবেদন করছি যাতে শৃঙ্খলা রক্ষি হয়, যাতে আমরা flood protection measureকে successful করতে পারি। কারণ আমরা জানি লক্ষ লক্ষ একর জমি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি মিথ্যা বলব না যে লক্ষ লক্ষ একর জমি নষ্ট হয়নি, natural calamities হয়নি। Natural calamities হয়েছে বলেই সরকার থেকে টাকা পয়সা এসেছে সেই

2. Flood protection works have been provided at Khawrabil, Dhalai-jala, Suksagarjala, Hyermarajala and Padmerdepa etc.

Due to unprecedented rainfall and heavy sustained flood this year some of the embankments particularly for Dhalai and Padmerdepa were breached and flood water entered these areas. Repair works have already been undertaken.

3. Besides this protection works in number of places such as Kaurikula, Rangutia-Gopinathpur embankment etc. are in progress.

Flood protection works at Juri near Dharmanagar Town, Thal river at Kurti, Gumti at Amarpur etc. have also been sanctioned and are being taken up.

4. All the above flood protection works are for immediate protection of populated towns and important places of Food Growing Areas.

5. For preparation of a comprehensive long terms plan the Government has decided to carry out detailed survey of the Vallies of rivers Gumti, Khowai, Manu and Howrah. Only after completion of this survey the Government will be in a position to select the areas to be protected and to decide about the Type of protection works to be constructed. This will no doubt take some time

6. Gumti Hydro-Electric Scheme is under construction After completion of the Scheme the reservoir of the project will be able to absorb certain amount of flood water of the Gumti river This river causes the maximum amount of damage by flood every year and it is felt that after 1970-71 when the project work is expected to be completed, the effect of flood in the Gumti valley will be much reduced

7. We may have no objection for formation of the Committee but the Government can assure the House that they are quite alive to this matter and are taking all possible effective measures to reduce flood menace created by re rs of this Territory. Any suggestion from any quarter will definitely be given full consideration.

Shri Aghore Deb Barma : -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য মহাশয়, আমার উপর আক্রমণ করে বলেছেন যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছি। আমার বক্তৃতার পরবর্তী সময়ে উনি সে বিষয়বস্তু এখানে তুলে ধরেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বাবুও আমাকে বলেছেন যে, আজকে যদি Engineerরা অপদার্থ হয়ে থাকে আমাদের Ruling Partyর Chief Minister তিনি হচ্ছেন এই deptt.এর সর্বেসর্বা। উনার আন্ডারেই এই department আছে। কাজেই ঐ department এর officerদের কাজের দায়িত্ব উনারই। ব্যক্তিগত আক্রমণের কোন কিছুই এখানে করিনি। ইহা হচ্ছে policyর

ব্যাপার। কাজেই ইহার উপরে আমি concentrate করার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মূলতঃ দায়ী এবং এ কথাকেই আমি জোর দিয়েছি।

আর একটা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, আমরা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে চলেছি অর্থাৎ অনেক সদস্য বলেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন যে, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করছি। আমরা তো বিজ্ঞানের যুগেই বাস করছি। বিজ্ঞান শব্দের অর্থই হল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার একটা উপায় বাহির করা। আমি আগরতলা শহর সম্পর্কে আখাউড়া খাল যেটা আছে তারই মত আরও দুইটা খাল কাটার জন্য বলেছি। সেখানে খাল কাটতে হাজার হাজার মানুষ যে উচ্ছেদ হবে এমন কোন কিছু আমি দেখছি না। না পারার দিক দিয়ে কোন দেখছি না। এই বিজ্ঞানের যুগে যখন আমি রাশিয়া গিয়েছিলাম তখন মস্কো শহরের নীচে আর একটি শহর আমরা দেখেছিলাম। আগরতলা শহরের নীচে আর একটা শহর আমি কল্পনাও করি না অন্ততঃ বর্তমান কংগ্রেসের আমলে। কিন্তু যোগেন্দ্রনগর রাস্তাটি যেটার নূতন নাম হয়েছে হরিগঙ্গা বসাক রোড এই রাস্তার কাছ দিয়ে একটা খাল কাটা বা রাজবাড়ীর উত্তর এবং পশ্চিম দিক দিয়ে শহর চৌমুহনী দিয়ে রামনগর হয়ে খাল কাটা বা রাজবাড়ীর উত্তর এবং পশ্চিমদিকের বরাবর একটা রাস্তা করা সেটা একটা খুব কল্পনা বিলাস বলে আমি মনে করি না। এই দুইটি খাল কাটতে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য দেবে না বা অর্থের ব্যবস্থা হবে না, এই কথাও বিশ্বাস করার কোন কারণ বা কোন ক্ষেত্র আছে বলে আমি মনে করি না। সেই দিক দিয়ে যে পরিমাণ অর্থ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে বা প্রত্যেক বৎসরে flood protection এর জন্য অর্থ ধরা হয়, সেই অর্থ দিয়ে যদি কিছু কিছু কাজ করা যেত তাহলে আগরতলা শহরকে বন্যার কবল হতে রক্ষা করা যেত। কিন্তু সেদিকে কেহ নজর দিচ্ছে না, এই হল আমার main বক্তব্য। সেটা করলে ruling party র মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলব, যোগেন্দ্রনগরের পাশ দিয়ে কৃষ্ণনগরের মধ্য দিয়ে খাল কাটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার হত না। আর একটি কথা দেববাবু যেটা বলেছেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই মানুষকে বাঁচতে হয়, এটাই সাধারণ নিয়ম। যতই আমরা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান করে চেঁচাই কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে আমরা বাঁচতে পারছি না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ দুর্দশার যে বিস্তৃত চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন সেইজন্য উনাকে অনেক ধন্যবাদ। মুখে আমরা বিজ্ঞানের যুগ বলে চেঁচাবো কিন্তু কার্যতঃ আমরা কিছুই করবো না, এটা কোন অবস্থাতেই আমি মেনে নিতে পারছি না। আর যে কথা আমি concretly বলেছি, এবং concretly বলতে গিয়ে আমি আমার প্রস্তাবের অনেক আলোচনা করছি এবং আলোচনা করার দরকার আছে। আগরতলা শহরের পাশাপাশি অনেক গ্রাম আছে মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বীকার করেছেন পদ্মপুকুরের কথা। মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু বলেছেন বজিতনগরের কথা। বজিতনগরের যে কি

অবস্থা সেটা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। এই অবস্থাগুলি জানার পরেও তাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করব না। আমরা কথায় কথায় বিজ্ঞান বলে চীৎকার করব, মাঠে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কাজ করব বলে চীৎকার করব, কিন্তু তাদের রক্ষার জন্য বিজ্ঞান সম্মত ভাবে কিছুই করব না। সেই দিক দিয়ে শহরের আশে পাশে উজান অভয়নগর, ভাটী অভয়নগর বা হাওড়ার দক্ষিণ অংশে যে সমস্ত জনসাধারণ আছে তাদের রক্ষা করার আমাদের প্রয়োজন আছে। মহারাজার planএর কথা আমি বলেছি। সেই planকে অন্ততঃ ১ বৎসরে না হলেও কিছু কিছু করে করার দরকার আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেই সমস্ত plan এর programmeএর দিকে যান নি। তিনি শুধু কতগুলি item এর কথা বলেছেন। এগুলি আমি নিজেও জানি। এর দ্বারা flood protection এর কিছুই হবে না। আর একটা কথা বিগত floodএর পরে ব্যক্তিগতভাবে আমি উনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। অভয়নগরের যে সমস্ত পরিবার floodএ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাহায্য করার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। যে সমস্ত জায়গাতে বাঁধ ভেঙ্গেছে এবং যে সমস্ত জায়গাতে স্রোতের জোর বেশী সেই সমস্ত জায়গাতে যাতে পাকা বাঁধ দেওয়া হয় তার জন্য আমি উনাকে বলি। তিনি বললেন যে পাকা বাঁধ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলব যে, এটা করা সম্ভব। কারণ সমুদ্রের ঢেউকেও পাকা বাঁধে ঠেকানো যায়। Bombay শহরের যে অবস্থা, আরব সাগরের যে ঢেউ, বড় বড় পাথর দিয়ে সেই বাঁধকে শক্ত করা হয়েছে। সেই শহরের তুলনায় আমাদের আগরতলা শহর অত্যন্ত তুচ্ছ। আগরতলা শহরের কাটাখাল আর হাওড়া নদীতে পাকা বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যাবে। কারণ এখানে জলের স্রোত খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা, বড় জোর আট ঘন্টা। এখানে যে হবে না এটা মনে করার কারণ নাই। সেই দিক দিয়ে আগরতলার নাগরিক জীবন যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে সব জায়গায় না হলেও যেখানে বাঁধ ভাঙ্গার সম্ভাবনা বেশী বা জলের স্রোত বেশী ঠেকে সেখানে concrete পাথর দিয়ে বাধকে শক্ত করা যায়। শুধু মাটি দিয়ে যে বাধ দিতে হবে তার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। সেই দিকে রাজ্য সরকার বা যারা experts আছেন তাদের লক্ষ্য আছে বলে আমি মনে করিনা। কাটাখালের উত্তরে চানমারী টিলার নীচ দিয়ে, ২ নং পুলের পাশ দিয়ে ২টি খাল কাটার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তার কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুই বলেন নি। আমি প্রায় এলাকা ঘুরে এসেছি। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি নদী আমি দেখেছি। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে প্রত্যেকটি নদীর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, এবং প্রত্যেকটি নদীর পেছনে একজন করে লোক engage আছে। কোন সময় কোন নদীতে কিরকম জল উঠে সেটার পরীক্ষা কার্য্য শেষ হয়েছে বলে আমি অন্ততঃ জানি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় আমি শুনি যে এখন পর্য্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলছে। আজকে একথা বলতে বাধ্য কংগ্রেসের রাজত্বের যতই দিন বাড়ছে মানুষের দুঃখ দুর্দশা বা flood ততই বাড়ছে। রঙিন চিত্র তিনি হাউসের সামনে তুলে ধরবেন, মুখ আছে তিনি বলতে পারেন কিন্তু কার্য্যত flood protection এর ব্যাপারে হউক বা ফসল উৎপাদনের ব্যাপারেই হউক কোন কিছুই করা হচ্ছে না। লোকের দুঃখ দুর্দশা বাড়ছে। এ সম্পর্কে গভীর ভাবে

চিন্তা করা দরকার। আমি যে দুইটা খাল কাটার জন্য প্রস্তাব রেখেছি সেটা immediately করা দরকার। নতুবা সামান্য বৃষ্টিতেই এখানের ক্ষতি হবে। রাজস্থান, গুজরাটের কথা এখানে বলা হয়েছে, সেটা হল exceptional একটা ঘটনা। ত্রিপুরাতে বন্যা হয় না, ঘরবাড়ী ফসলাদি নষ্ট হয় না এমন কোন বৎসরই নাই। এটা এখানের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৌরাষ্ট্র বা রাজস্থানের সঙ্গে তুলনা করলে এটা চলবে না। কারণ সেখানে বৃষ্টিই হয় না, কাজেই সেখানে flood হবে একথা তাদের চিন্তা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই আমি যে দুইটি প্রস্তাব রেখেছি তার খুব যৌক্তিকতা আছে। তাছাড়া মাননীয় সদস্য শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী যে একটি প্রস্তাব করেছেন সেটাও খুব যুক্তিপূর্ণ বলে আমি মনে করি এবং তাহা হাউসে গ্রহণ করা দরকার। আমাদের সরকারের P.W Deptt. এর দ্বারা কোন Protection এর কাজ হচ্ছে না এবং Ruling Partyর সদস্য শ্রীযুত প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ও এ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। কাজেই আমি মনে করি যে আজকে জনসংযোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। Minor Irrigation scheme এ flood protection ত দূরের কথা খাদ্যোৎপাদনেও কোন কিছু হয় নাই, ইঞ্জিনিয়ার হয়ত কাগজে কলমে অনেক হিসাব দিতে পারবেন কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একথা নিজেও জানেন যে আসলে খাদ্যোৎপাদন কিছুই হয় নাই। অনেক বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, জমিতে জল উঠে না, অর্থাৎ অর্থের অপচয় হচ্ছে। এসেম্বলীর এষ্টিমেট কমিটিতেও এ সম্পর্কে আমরা আলাপ আলোচনা করেছি। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা মনে করেন যে তারা সবই জানেন, জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শের কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু theory একটা জিনিষ ও Practice আরেকটা জিনিষ। এই দুইটি জিনিষের সমন্বয়ের দরকার। রাধানগরে যখন বাঁধ তৈয়ার করা হয় তখনই সেখানকার জনসাধারণ বলেছে যে এই বাঁধ টিকবে না। কারণ বর্ষার সময়ে জলের speed খুব বেশী হয়, তখন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা বলেছেন সেই চিন্তা তোমাদের করতে হবে না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যকারেই বন্যা থেকে রক্ষা করতে চান এবং ফসলাদি যাতে নষ্ট না হয় সেই দিকে যদি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান তাহলে আমাদের P.W.D.র ইঞ্জিনিয়ারদের উপর শুধু ভরসা করলে চলবে না। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীচড়িং বাবু floodএর সময় বাঁধের নিকটে গিয়ে অপদস্থ হয়েছেন, আর শ্রীকৃষ্ণদাস বাবু নাকি কোন এক সময় বলেছেন আমি কি জল পান করে বন্যা রোধ করতে পারব? অক্ষমতার কথা এই ভাবে না বললেও চলত কারণ এই রকম বিপদের সময় মানুষের temperament ঠিক থাকে না। কাজেই আজকে সামগ্রিক দিক দিয়ে এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখা দরকার। মাননীয় সদস্য শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী যদি উনার প্রস্তাবটি Pursue করতেন তবে আমি এই প্রস্তাব আনতাম না। আরেকটি কথা, মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে অনেকেই বলে থাকেন আমারা জনতার প্রতিনিধি—

Shri Ersad Ali Choudhury :—Point of order, Sir. Mover of the Resolution কে time দেবার একটা সময় নির্দিষ্ট আছে। এখানে দুইটি প্রস্তাব আছে, আমার মনে হয় উনার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

Mr. Speaker :—That I know but I have given him time.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে প্রস্তাব পেশ করার পর যদি Chief Minister এর অনুরোধক্রমে সদস্যরা তাহা উঠিয়ে নেন, তাহলে প্রস্তাব এখানে আলোচনা করেই বা কি লাভ হল। এমনও হয় যে প্রস্তাব গৃহীত হবার পরও কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না, তাহলে এই হাউসের কি মর্য্যাদা থাকে তা আমরা বুঝতে পারি না। বাংলা ভাষার কথা আমি উল্লেখ করেছি, Railwayর কথা উল্লেখ করেছি। আমাদের Ruling partyর যারা মন্ত্রী আছেন এই প্রস্তাবগুলি pursue করার দায়িত্ব তাঁদের কিন্তু আজকে আলাপ আলোচনা করে প্রস্তাবটা যদি উঠিয়ে নেওয়া হয় তাহলে এভাবে Assembly ডেকে কি স্বার্থকতা হয় আমি বুঝতে পারি না। কাজেই আজকে আমি flood protection সম্পর্কে যে প্রস্তাব রেখেছি এই সম্পর্কে গভীর-ভাবে চিন্তা করে যাতে আমার এই প্রস্তাবটা পাশ হয় তার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ রাখছি।

Mr. Speaker—The discussion is over. Now I am puting the Resolution moved by Shri Aghore Deb Barma to vote. "Flood which causes havoc almost every year to the lives and properties of the people of this territory a high power Committee be formed with the following members to frame a flood protection scheme so that it can be implemented before the next monsoon."

The Resolution was put to vote and lost.

Now I would call on Shri Debendra Kishore Choudhury to move his Resolution, that.

ত্রিপুরায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধির কারণগুলি পর্য্যালোচনাক্রমে ত্রিপুরাকে বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিম্নলিখিত সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি গঠন করা হউক :—

জনাব মুনহুর আলী, উপমন্ত্রী	সভাপতি	(পদাধিকার বলে)
এ, কে, সেন, পি, ই,	সম্পাদক	(পদাধিকার বলে)
গোপাল কৃষ্ণণ, ই, ই, (মাইনর ইরিগেসন)		সভ্য
উমেশ লাল সিংহ		,,
দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী		,,
অঘোর দেববর্ম্মা		,,
সুনীল দত্ত		,,
রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত		,,
বাজুবন রিয়াং		,,
বিনয় ভূষণ বানার্জী		,,

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই সভায় বন্যা সম্বন্ধে যে আলাপ আলোচনা হয়েছে তাহাতে আশা করি সমস্ত ত্রিপুরার মোটামোটি চিত্র ফুটে উঠেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত কিছু বিবেচনা করে যে assurance দিয়েছেন আশা করি তাঁহার assurance এ সভার সবাই সন্তুষ্ট হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার resolution টা withdraw করে নিচ্ছি।

Mr. Speaker—The Resolution is withdrawn. Then I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta to move his Resolution that this Assembly is of opinion that a high power committee with technical expert and Assembly members should immediately be formed to take effective measure to protect Agartala Town and its suberbs from the damaging onslaught of the flood in Howrah River and Katakhal under PWD.

Shri P. R. Das Gupta—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমরা এই মাত্র একটা Resolution এর উপর আলোচনা করেছি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী House এর মধ্যে কতগুলি scheme এবং assurance রেখেছেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই প্রস্তাবটা আর move করার কোন সার্থকতা থাকে না, সেই জন্য আমি আমার resolutionটা withdraw করছি।

Mr. Speaker :—The Resolution is withdrawn.

Shri Ershad Ali Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Resolution withdrawnটা with the leave of the House হয়েছে তো ?

Mr. Speaker—না, Leave of the House is not neccessary. He has not moved the resolution.

The House Stands adjourned till 11 A.M. on Thursday, the 22nd August, 1968.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Appendix—'A'

STARRED QUESTION NO.—23.

By **Shri Rajkumar Kamaljit Singh.**

QUESTION

1. Whether there is any proposal of the Government to treat the untrained teachers serving under the Government for more than 10 or 12 years in the same status with trained teachers '

ANSWER

1. No.

STARRED QUESTION NO.—39
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। Rabindra Centenary Fund এ মোট কত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

২। বাকী টাকা কিভাবে খরচ করা হইবে ?

৩। Rabindra Centenary Committee'র বৈঠক কবে বসিয়াছে ?

৪। ঐ কমিটির আয়ু আর কতদিন থাকিবে ?

ANSWER

১। মোট সংগৃহীত হইয়াছে টাঃ ৭৫,০৮৮·৬০।
মোট খরচ হইয়াছে টাঃ ৩৮,১২০·৭২।

২। আঞ্চলিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

৩। ১১-১২-১৯৬১ তারিখে।

৪। আঞ্চলিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন

STARRED QUESTION NO.—43
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। National Industrial Development Corporation কাগজ কল স্থাপনের জন্য যে Project Report তৈরী করিয়াছেন তাহার জন্য সরকারের কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

২। ঐ Project Report তৈরীর পরীক্ষা নিরীক্ষার দলে যে সকল অফিসার ছিলেন তাহাদের নাম ?

৩। কি কি বাবদে টাকা খরচ হইয়াছে তাহার বিবরণ ?

ANSWER

১। Project Report তৈরী করিতে ১·৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

২। জানা নাই।

৩। National Industrial Development Corporationকে ঐ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 44
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। ত্রিপুরার কোন Industrial Estate এ কত শ্রমিক কর্মচারী কাজ করিতেছেন ?

২। ঐ সকল শ্রমিকের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট কি কোন দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে।

৩। যদি উপস্থিত করা হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ;

৪। ঐ দাবী স্বীকার করার ব্যাপারে সরকার কি সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

ANSWER

১। (ক) উদয়পুর Industrial Estateএ কাজ করেন ১৮ জন।

(খ) অরুন্ধুতীনগর Industrial Estateএ কাজ করেন ১০৮ জন।

২। হাঁ ;

৩। দাবীর বিবরণ সঙ্গীয় কাগজ 'ক'তে দেওয়া হইল ;

৪। সরকারী সিদ্ধান্তগুলি সঙ্গীয় কাগজ 'খ'তে দেওয়া হইল।

(ক) উদয়পুর Industrial Estateএর সরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দাবীর বিবরণ :—

১। প্রতি বৎসর ১৫ দিন পূর্ণ বেতনে ছুটি ;

২। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় পূর্ণ বেতনে ৫ দিন ছুটি ;

৩। প্রতি বৎসর ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্ম দিবস উপলক্ষে মজুরী মঞ্জুর ;

৪। দেওয়ালীর সময় (কালীপূজা) মজুরী মঞ্জুর ;

৫। চিকিৎসা ভাতা মঞ্জুর ;

৬। বাড়ীভাড়া ভাতা মঞ্জুর ;

৭। প্রতি মাসে ২য় এবং ৪র্থ শনিবারে কাজ মঞ্জুর ;

(খ) অরুন্ধুতীনগর Industrial Estateএর সরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দাবীর বিবরণ :—

১। Muster Roll, Piece rate, Contract ইত্যাদিতে যে সমস্ত কর্মী কাজ করেন তাহাদিগকে নিয়মিত কর্মচারীর সামিল করা ; এবং যাহারা ৩ বৎসর নিরবিচ্ছিন্নভাবে চাকুরী করিয়াছেন তাহাদিগকে অস্থায়ী ঘোষণা করা ;

২। সরকারী বিভাগগুলির মত প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কর্মীদের মজুরীর হার বর্দ্ধিত করা ;

৩। নিয়মানুযায়ী পরিপূরক বাড়ীভাড়া ভাতা প্রদান ;

৪। বিনামূল্যে চিকিৎসাদির সুবিধা দান ;

৫। সেদারের কাজে যাহারা আছেন তাহাদের জন্য Central allowance প্রবর্ত্তিত করা ;

(ক) উদয়পুর Industrial Estateএর সরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত :—

১।	বিশ্বকর্মা পূজার মজুরীসহ ছুটি—	১ দিন ;
২।	দুর্গাপূজায় মজুরীসহ ছুটি—	৫ দিন ;
৩	কালীপূজায় মজুরীসহ ছুটি—	১ দিন ;
৪।	জাতীয় ছুটি মজুরীসহ—	৩ দিন (যথা ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট ও ২রা অক্টোবর)

(খ) Arundhutinagar Industrial Estateএর সরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত ;

১। যেহেতু তাহাদের চাকুরীর সর্ত্তাবলী Factories Act, 1948 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যেহেতু তাহারা দৈনিক হারের No-work No-pay ভিত্তিক কর্মী তাহাদিগকে নিয়মিত কর্মচারী করার প্রশ্ন উঠে না ;

২। উৎপাদন কেন্দ্রগুলি নিয়মিত সরকারী প্রতিষ্ঠান আফিসাদির অনুরূপ না হওয়াতে কর্মীদিগকে অর্দ্ধস্থায়ী বা স্থায়ী করার প্রশ্ন উঠে না ;

৩। কর্মীরা নিয়মিত সরকারী কর্মচারী নহে বলিয়া বাড়ীভাড়া ভাতা পাইতে পারে না ; যাহা হউক বাধারঘাটে Subsidised Industrial Housing Scheme অনুযায়ী কর্মীদের জন্য বাড়ী নির্মাণ করা সরকারের বিবেচনাধীন আছে, উহা সম্পূর্ণ হইলে সেখানে তাহারা ন্যায্য ভাড়ায় বাড়ী পাইতে পারে ;

৪। কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; একজন ক্ষতাদি পরিষ্কারক কে (dresser) ও নিয়োগ করা হইয়াছে ; Employee State Insurance Act প্রবর্ত্তিত হইলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাদির সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে ;

৫। সেনার কর্মীদের Central Allowance-এর বিষয়টি Labour Department-এ লেখা হইয়াছে এবং তাহারা এ বিষয় ভারত সরকারের নিকট লিখিয়াছেন, এখনও উত্তরের প্রতীক্ষা করা হইতেছে।

৬। মজুরীসহ নিম্নলিখিত ছুটিগুলি মঞ্জুর :—

(ক) বিশ্বকর্মা পূজা— ১ দিন ;

(খ) দুর্গাপূজা— ৫ দিন ;

(গ) কালীপূজা— ১ দিন ;

(ঘ) জাতীয় ছুটি— ৩ দিন : (২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট, ২রা অক্টোবর)

STARRED QUESTION NO. 245
By Shri Ershad Ali Choudhury

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of Education be pleased to state :—

১। উদয়পুর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

২। কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা এই স্কুলে বর্ত্তমানে আছেন ?

৩। বর্ত্তমানে উক্ত স্কুলে যে শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন তাহা স্কুলের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা ?

ANSWER

১। একাদশ শ্রেণী— ৩০

দশম শ্রেণী— ৮৬

নবম শ্রেণী— ১২৪

অষ্টম শ্রেণী— ৯১

সপ্তম শ্রেণী — ৮৬

ষষ্ঠ শ্রেণী — ১৩৫

মোট ছাত্রী সংখ্যা— ৫৫২

২। শিক্ষক— ৫ জন

শিক্ষিকা— ১৫ জন

প্রধান শিক্ষিকা— ১ জন

মোট সংখ্যা— ২১ জন

৩। হাঁ

STARRED QUESTION NO. 290
By Shri Monoranjan Nath

QUESTION

i) is there any contemplation of the Government to revise the pay scale of the post of Radio Inspector and Radio Supervisor-cum-store-keeper ;

ii) is it a fact that the Radio Mechanics (Technician) of Tripura Police Department and Sound Mechanics in West Bengal are getting better pay scale than that of Radio Inspector of Tripura though they are performing same duties ?

ANSWER

1. Tne matter is receiving attention.
2. Yes.

UNSTARRED QUESTION NO. 8
By Shri Kshitish Ch. Das

১। কমলপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে (বয়েজ) শিক্ষকের সংখ্যা কত ? ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র সংখ্যা কত ? সেকশন কয়টি ? ইহা কি সত্য যে ছাত্র সংখ্যার দিক থেকে এবং সেকশনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ; তন্মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষকের খুবই অভাব ?

২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে স্কুল গৃহ সম্প্রসারণ না করার দরুণ বহু ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইতে পারে নাই। স্থানাভাব হেতু বহু ছাত্র ছাত্রীকে হেডমাষ্টার বাবু ফেরত দিয়াছেন ?

৩। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত কোন স্কুল হইতে প্রমোশন পাইয়া ত্রিপুরা সরকারেরই অন্য একটি স্কুলে ভর্তি হইতে চাহিলে অর্থাৎ জে. বি. স্কুল হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে এস, বি স্কুল হইতে নবম শ্রেণীতে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীগণ এডমিশন টেষ্টে ফেল করিলে তাহাদিগকে এডমিশন দেওয়া হয় না ? সত্য হইয়া থাকিলে এডমিশন টেসটে কৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীর বার্ষিক পরীক্ষার পর প্রমোশনটা না বর্জন—নাগ্রহন হইল কিনা ? মন্ত্রী জানাবেন কি ?

১। শিক্ষক সংখ্যা—২৮

ছাত্র সংখ্যা—৪২২

সেকশানের সংখ্যা—১০

শিক্ষকের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত এবং বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব নাই।

২। না, যাহারা ভর্তির উপযুক্ত তাহাদের সকলকেই ভর্তি করা হইয়াছে। স্কুল গৃহের সম্প্রসারণ প্রস্তাব পরীক্ষাধীন আছে।

৩। ভর্তির ব্যাপারে West Bengal Board of Secondary Education এর নিয়ম হেডমাষ্টারগণ অনুসরণ করেন, এবং এই নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার তাহাদের রহিয়াছে, কাজেই প্রশ্নের অবশিষ্টাংশ উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 19
By—Shri Rajkumar Kamaljit Singh

QUESTION

1. Name of schools where teachers trained from the Agartala Teachers Training Institute have been deputed.

2. Name of Crafts introduced in those schools from begining till to date :

3. Number of Craft classes and students there in those schools ?

ANSWER

1.
2. } Materials are under collection.
3.

UNSTARRED QUESTION NO. 45
by—Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

১৯৬৮ সালের [illegible] মার্চ Starred Question 696 এর জবাবে ছাত্রাবাস বন্ধ সম্পর্কে যে রিপোর্ট বিবেচনাধীন আছে বলিয়া বলা হইয়াছে সেই রিপোর্ট এর সারমর্ম

২) ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে বিবেচনার পর সরকার কি সিদ্ধান্ত লইয়াছেন ?

ANSWER

১) জনস্বার্থের কারণে Report এর সারমর্ম এখন প্রকাশ করা সম্ভব নহে ;

২) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 46
Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

১। আগরতলা শহরের সরকারী বিদ্যালয় সমূহে যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ২০ বছর বা তাহার অধিক সময় অন্য কোথাও বদলী না হইয়া আগরতলায় চাকুরী করিতেছেন তাহাদের নাম ;

২। তাহাদের বদলী না করার কারণ কি ?

ANSWER

১। তালিকা সঙ্গে দেওয়া হইল।

২। বদলি সাধারণতঃ জনসার্থের খাতিরে ও শিক্ষকদের আবেদন বিবেচনান্তে করিয়া করা হয়। উল্লিখিত ক্ষেত্রে উপরোক্ত কারণ দেখা দেয় নাই।

১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত তালিকা

১। শ্রীবীরবাদল সেন, সহকারী শিক্ষক, উমাকান্ত একাডেমী।

২।	,, হরিপ্রসাদ রায়	ঐ	ঐ
৩।	,, কালিপদ চক্রবর্তী	ঐ	ঐ
৪।	,, প্রমোদ রঞ্জন নন্দী	ঐ	ঐ
৫।	,, অমূল্য কুমার চক্রবর্তী	ঐ	ঐ
৬।	,, দুর্গা প্রসন্ন দে,	ঐ	ঐ
৭।	,, জ্যোতি প্রকাশ চৌধুরী	ঐ	ঐ
৮।	,, হরেকৃষ্ণ গোস্বামী	ঐ	ঐ
৯।	,, ব্রজেন্দ্র কুমার তালুকদার	ঐ	ঐ
১০।	,, কালীপদ ভট্টাচার্য	ঐ	ঐ
১১।	,, নির্মলাল চক্রবর্তী	ঐ	ঐ
১২।	শ্রীমতি হীরা ভট্টাচার্য	ঐ	এম, টি, গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী।
১৩।	,, বাসন্তী দাস	ঐ	ঐ
১৪।	শ্রীরাজমোহন দেবনাথ	ঐ	বোধজং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।
১৫।	,, সুবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্য	ঐ	ঐ
১৬।	,, সুনীল কান্তি চক্রবর্তী	ঐ	ঐ
১৭।	,, নগেন্দ্র কিশোর ভৌমিক	ঐ	ঐ
১৮।	,, রণজিৎ রায়	ঐ	ঐ
১৯।	,, রবীন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর	ঐ	ঐ
২০।	,, মেঘনাদ দাস	ঐ	ঐ
২১।	,, নবদ্বীপ আচার্য্য	ঐ	ঐ

২২। শ্রীমতি মিনতি রক্ষিত, সহকারী শিক্ষক, ৬ নং এম, বি, স্কুল।

২৩।	,, পারুল সেনগুপ্ত	ঐ	ঐ
২৪।	,, গীতা সেন	ঐ	ঐ
২৫।	,, জ্যোৎস্না চন্দ	ঐ	বাণীবিদ্যাপীঠ গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল
২৬।	,, লীলা দেব, লেকচারার		ঐ

ANSWER

২৭। ,, লক্ষ্মী দাস, সহকারী শিক্ষিকা বাণীবিদ্যাপীঠ গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।

২৮। ,, সন্ধ্যা মুখার্জী ঐ

২৯। শ্রীসুনীল কান্তি চক্রবর্তী, সহকারী শিক্ষক, বোধজং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।

৩০। ,, রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ, হেডপণ্ডিত, উমাকান্ত একাডেমী।

৩১। ,, রাজকুমার মজুমদার, সহকারী শিক্ষক, ঐ

৩২। ,, ননীগোপাল রায়, ড্রয়িং শিক্ষক ঐ

৩৩। ,, পরেশ কৃষ্ণ দেববর্মা, সুপারভাইজার ঐ

৩৪। শ্রীমতী অনিমা চৌধুরী, লেকচারার, এম, টি গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।

৩৫। ,, আরতি কর লেকচারার ঐ

৩৬। ,, শান্তিকনা দত্ত, সহকারী শিক্ষিকা ঐ

৩৭। ,, পঙ্কজা মিত্র ঐ ঐ

৩৮। ,, চন্দ্রিকা দেব চৌধুরী ঐ ঐ

৩৯। ,, লীলা দত্ত ঐ ঐ

৪০। ,, মুক্তি দে ঐ ঐ

৪১। ,, ডলি দে ঐ ঐ

৪২। ,, বেলা রাণী দেবী ঐ ঐ

৪৩। শ্রীসুশীল চন্দ্র দেব ঐ ঐ

৪৪। শ্রীমতি অঞ্জলি চৌধুরী ঐ ঐ

৪৫। ,, শোভা সেনগুপ্ত ঐ নং ১ (ক) জে, বি, স্কুল।

৪৬। ,, মীরা সরকার সহঃ শিক্ষকা ১ নং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

৪৭। ,, লাবণ্য ঘোষ ,, ,,

৪৮। ,, ঊষা বিশ্বাস ,, ১নং বি, ,,

৪৯। ,, বাসন্তী পালিত ,, ১নং বি, ,,

৫০। ,, পূর্ণিমা মুখার্জি ,, ,, ,,

৫১। ,, মায়া রাও ,, ১নং স ,,

৫২। ,, প্রতিমা ভট্টাচার্য ,, ,, ,,

৫৩। ,, ইলা দত্ত ,, ,, ,,

৫৪। ,, ঊষা রাণী চন্দ ,, ,, ,,

৫৫। ,, প্রতিভা দেবী ,, ,, ,,

৫৬। ,, প্রীতিকণা কর ,, ১নং ডি ,,

৫৭। ,, ছবি চন্দ ,, ,, ,,

৫৮। ,, প্রতিভা দেবী ,, ,, ,,

৫৯। শ্রীমতী মাধুরী চৌধুরী .. ২নং নিম্ন বুনিয়াদী

৬০। ,, ঊষারাণী সাহা ,, ,, ,,

৬১। ,, মীরা গুহ ,, ,, ,,

৬২। ,, বুলু মুখার্জি .. ,, ..

৬৩। ,, পারুল সেনগুপ্ত .. ,, ..

৬৪। .. অঞ্জলী দেব .. ,, ..

৬৫। ,, মলিনা চক্রবর্তী .. .. ,,

৬৬। ,, বন্দনা রায় .. .. ..

৬৭। ,, বঙ্গলক্ষী ঘোষ .. .. ..

৬৮। .. অনিমা রায় .. .. ,,

৬৯। .. ঊষারাণী সেনগুপ্ত .. .. ..

৭০। .. নীলিমা চৌধুরী .. ৩নং ..

৭১। .. মীনাক্ষী দেববর্মা .. .. ..

৭২। শ্রীকমল গাঙ্গুলী .. ৪নং .. ..

৭৩। শ্রীমতী পুতুল দত্ত .. ..

৭৪। শ্যামলা দেবী . .. .

৭৫। .. শান্তিলতা দেবী .. ..

৭৬। .. বাসন্তী চক্রবর্তী .. ..

৭৭। শ্রীমতী বীণাপানী গণ চৌধুরী সঃ শিক্ষকা ৫নং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

৭৮। ,- উমা দাশগুপ্ত ,, ...

৭৯। ,, ঊষা দত্ত ,, ,, ,,

৮০। .. বিভা দাসগুপ্ত ,, .. ,,

৮১। ,, কিরণ বালা রক্ষিত ,. ৬ নং,, ..

৮২। শ্রী ঊষা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য ,, ,, ..

৮৩। শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য .. .. ..

৮৪। ,, সুনীতি দাস ,, ,, ..

৮৫। ,, পুষ্প পাল ,, ...

৮৬। ,, জ্যোৎস্না দেবী ,, ধলেশ্বর ,, (সকাল)

৮৭। শ্রীবিধুভূষণ দেববর্মা ,, ...

৮৮। শ্রীমতী শৈবালিনী পাল .. ,, ,,

৮৯। ,, কল্পনা এণ্ডো ,, ,, ..

৯০। ,, অর্চ্চনা দেব ,, ,, ,,

৯১। ,, অর্চ্চনা ধর চৌধুরী ,, ,, ,,

৯২। শ্রীমতি পারুল খাসনবীশ সহঃ শিক্ষিকা, ধলেশ্বর ,, (মধ্যাহ্ন)

৯৩। ,, লক্ষ্মী চৌধুরী ,, ,, ,,

৯৪। শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস ,, রামনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিঃ

৯৫। ,, প্রমোদ চন্দ্র দেববর্ম্মা ,, ,,

৯৬। শ্রীমতী দীপ্তি দেববর্ম্মা ,, ,,

৯৭। ,, উষা রাণী রায় ,, ,,

৯৮। ,, সুনীতি সেনগুপ্ত ,, ,,

৯৯। ,, লীলাবতী দত্ত মজুমদার ,, রামপুর ,,

১০০। ,, হিমানী সিংহ ,, ,, ,,

১০। ,, মালতী তলাপাত্র ,, হরিগঙ্গা ,,

১০২। ,, মায়া চৌধুরী ,, জয়নগর ,,

১০৩। ,, গিরীন্দ্র চন্দ্র দাস ,, ২ নং ঐ ,,

১০৪। ,, জ্যোৎস্না পাল ,, ,, ,,

১০৫। ,, জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য্য ,, ,, ,,

১০৬। শ্রী নৃপেন্দ্র মোহন চৌধুরী সহঃ শিক্ষক মৈত্রীভারতী নিম্ন বুনিয়াদী বিঃ

১০৭। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চক্রবর্ত্তী .. ..

১০৮। .. অঞ্জলী দেববর্ম্মা .. প্রগতি .. ..

১০৯। .. উমারাণী ভট্টাচার্য্য .. ..

১১১। .. হিরণ্ময় চৌধুরী .. ..

১১১। শ্রীঅরুণোদয় ভট্টাচার্য্য .. ..

১১২। শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী .. হরিদাসপাড়া প্রাইমারী

১১৩। .. শান্তিলতা ভৌমিক .. রামনগর উচ্চবুনিয়াদী বিঃ

১১৪ ., রূপিকা দত্ত .. ক্ষেত্রমোহন একাডেমী

১১৫। .. মানসী দেবী .. জয়নগর নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়

১১৬। .. অর্পনা রায় .. ..

১১৭। .. পারুল বর্দ্ধন .. ৬নং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

১১৮। ,, প্রতিমা গুপ্ত .. ..

১১৯। ,, কিরণ প্রভা ভট্টাচার্য্য ,, ..

১২০। ,, রেখা বর্দ্ধন ,, ..

১২১। শ্রী বিজয় ভূষণ রায় .. উমাকান্ত একাডেমী

১২২। শ্রীমতী অমিতা মজুমদার ,, মহারাণী তুলসীবতী বাঃ বিদ্যালয়

১২৩। ,, আভা দত্ত ,, ,,

১২৪। শ্রী নিলমনি মুখার্জি ,, বিজয়কুমার বালিকা

১২৫। শ্রীসূর্যাকুমার ভট্টাচার্য্য ,, রামনগর উচ্চ বুনিয়াদী ,,

১২৬। শ্রী শান্তি তলাপাত্র ,, ,,

১২৭। শ্রীমতী মৃদুলা দত্ত ,, ,,

১২৮। ,, লীলা দাসগুপ্ত ,, নিম্ন ,,

১২৯। ,, বীণা চৌধুরী ,, ৩নং ,, ,,

১৩০। ,, প্রণতি কর ,, ৪নং ,,

১৩১। ,, প্রমীলা নন্দী ,, ,, ,, ,,

১৩২। ,, পারুল সেনগুপ্ত ,, ৬নং উচ্চ ,,

১৩৩। ,, সাধনা দে ,, ৩নং নিম্ন ,,

১৩৪। ,, মঞ্জু বিশ্বাস সহ শিক্ষিকা বোধজং উচ্চ বুনিয়াদী বিঃ

১৩৫। ,, কৃষ্ণাদাসগুপ্ত ,, ৫নং নিম্ন ,, ,,

১৩৬। ,, বাণী দাস ,, ,, ,, ,, ,,

১৩৭। ,, মীরা বিশ্বাস (ভট্টাচার্য্য) ১নং বি ,, ,, ,,

১৩৮। ,, সান্ত্বা সেনগুপ্ত ,, ৩নং এ ,, ,, ,,

১৩৯। ,, অঞ্জলী দত্ত ,, ,, ,, ,,

১৪০। ,, বীণা চক্রবর্ত্তী ,, ক্ষেত্র মোহন একাডেমী

১৪১। ,, চন্দ্রা তলাপাত্র ,, বোধজং গার্লস্ এস্ এস্

১৪২। ,, ইলারাণী ভৌমিক ,, ,,

১৪৩। ,, মীণা চক্রবর্ত্তী ,, ,,

১৪৪। ,, সুনীতি সরকার ,, নিম্ন বুনিয়াদী

১৪৫। ,, শান্তি বিশ্বাস ,, মহারাণী তুলসীবতী বাঃ বিদ্যালয়

১৪৬। ,, লীলা ভট্টাচার্য ,, রামনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিঃ

১৪৭। ,, সুস্মিতা ব্যানার্জি ,, বাণী বিদ্যা পীঠ।

UNSTARRED QUESTION NO. 81

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। গত ১২-২-৬৮ তারিখের Starred Question No. 643-এর জবাবে যে তদন্তের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই তদন্ত কার্য্য কি শেষ হইয়াছে ?

২। যদি তদন্ত শেষ হইয়া থাকে তাহার ফলাফল কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে শিক্ষকদের অভিযোগসমূহের আপোষ মীমাংসা করিবেন স্থির করিয়াছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 85
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের কোন দাবীর তালিকা সরকারের হস্তগত হইয়াছে কি?

২। হস্তগত হইয়া থাকিলে উহার সারমর্ম কি?

REPLY

হ্যাঁ, গত ২৮।১১।৬৭ ইং একটি দাবীর তালিকা পাওয়া গিয়াছে।

সারমর্ম এই—

(১) কণ্টিজেন্ট মিনিয়ালদের বেতন ও যাবতীয় ভাতা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সমহারে দেওয়ার;

(২) পশ্চিমবংগের হারে মেডিক্যাল ভাতা;

(৩) ধোলাই ভাতা;

(৪) বাড়ী ভাড়া ভাতা বৃদ্ধি;

(৫) বিশেষ পরিপূরক ভাতা;

(৬) যে সমস্ত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কোয়াসী বা পারমানেন্ট হন নাই তাদের দ্রুতগতিতে তাহা করা;

(৭) পেনসনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা;

(৮) বাস্তুহীন কর্মচারীদের পুনর্বাসন ও ঋণ দেওয়া;

(৯) লেবোরেটরী এটেণ্ডেন্ট, দপ্তরী, সটার ও প্রসেসার কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ বিবেচনা করিয়া বেতনের হার নির্দ্ধারণ;

(১০) পুনর্বাসন বিভাগের যে সমস্ত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী চাকুরী অনিশ্চিত অবস্থায় আছেন তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গতভাবে পুনরায় বহাল করা;

(১১) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিজ নিজ বসতবাড়ী এলাকায় থাকিয়া চাকুরী করার সুযোগ সুবিধা দেওয়া;

QUESTION—Contd.

৩। এই দাবী স্বীকার করার ব্যাপারে সরকার কি করিতেছেন।

REPLY—Contd.

কোন কোন দাবীর বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

৩নং আইটেম ধোলাই ভাতা বৃদ্ধি করা সম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট লিখা হইয়াছিল। উত্তরে এই ভাতার রেইট ভারত সরকারের বৃদ্ধি না হওয়ায়, এখানেও তাহা বৃদ্ধি করার সুযোগ নাই বলিয়া জানান হইয়াছে।

Unsterred Question No. 110
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION.

১। আগরতলা মঠ চৌমুহনীতে কি একটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তাহার বাড়ী নির্মাণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল এবং বাড়ী তৈরীর কাজ কতখানি অগ্রসর হইয়াছে ?

৩। এই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু বাড়ী তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

৩। পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় নাই।

তারকাবিহীন প্রশ্ন নং— ১১১

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা

প্রশ্ন

১ ধর্ম্মনগরে কোথায় কোথায় খাদ্য গুদাম তৈরী হইবে ?

২। ঐ গুদাম নির্মাণের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং কবে পর্যান্ত শেষ হইবে ?

৩। ঐ কাজের contract যাহারা পাইয়াছেন তাহাদের নাম ও কোন কাজের estimated cost কত ?

উত্তর

(১) ধর্মনগরের রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী জায়গায় চারিটি খাদ্যগুদাম তৈরী হইতেছে। প্রত্যেকটি গুদাম ১০০০ মেঃ টন খাদ্য ধারণের উপযোগী।

(২) দুইটি গুদাম নির্ম্মাণের কাজ ইতিপূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং বাকী দুইটি গুদামের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে।

(৩) দুইটি গুদামের জন্য ২,২৮,৩২৮ টাকার ঠিকা কাজ শ্রী এস, কে ভট্টাচার্য্যকে এবং বাকী দুইটি গুদামের জন্য ২,২৮,৩২৮ টাকার ঠিকা কাজ শ্রীজগদীশ চন্দ্র ভৌমিককে দেওয়া হইয়াছিল।

UNSTARRED QUESTION NO. 261.

By Shri **Aghore Deb Barma**.

QUESTION	ANSWER
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—	
1. Total quantity of bamboo produced during the period of 1965, 1966 and 1967. (year wise break up)	1. The bamboo areas in this Territory have not yet been surveyed and hence the quantity of bamboo produced during the year 1965. 1966 and 1967 cannot be stated
2. And total quantity of bamboo expected from Tripura during the said period.	2. There may be some export to Assam. materials for which are being collected.
3. And average yield per acre (year-wise) during the said period.	3. Does not arise in view of item No. 1 above.

UNSTARRED QUESTION NO. 262.

By Shri **Aghore Deb Barma**.

QUESTION — ANSWER

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

	Unit	1965-66	1966-67	1967-68
1. Total yield of rice during the period of 1965. 1966 and 1967 (each year) ;	Metric Tonnes			
(i) Aman	,,	1,03,919	1,06,383	1,14,075
(ii) Aus	,,	93,581	89,997	87,640
(iii) Boro	,,	6,755	6,249	5,785

2. AVERAGE yield per acre during the said period (each year) ?

(i) Aman	Kgs.	358	354	390
(ii) Aus	,,	314	300	283
(iii) Boro	,,	337	337	289

Note : 1 (one) Metric Tonne = 1,000 Kgs.

UNSTARRED QUESTION NO. 263.

By **Shri Aghore Deb Barma.**

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education be pleased to state :—

1. Total number of Government teachers in Tripura ?
2. Total number of Government teachers who have completed three years of continuous service ?
3. Total number of Government teachers declared Quasi-permanent and Permanent ?

ANSWER

1.
2. } Materials are under collection.
3.

UNSTARRED QUESTION NO. 264.

By **Shri Aghore Deb Barma.**

QUESTION	ANSWER			
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—	Unit	1965-66	1966-67	1967-68
1. Total production of Jute during each year of 1965 1966 and 1967.	Bale	96,000	1,07,250	91,630
2. Average yield per acre during the said period (each year).	Kgs.	540	585	549
3. Total quantity of Jute exported from Tripura during the said period (each year) ?	Not available with us			

Note : 1 (one) Bale = 180 Kgs.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT. 1963.

22nd August, 1968.

The House met in the Assembly Chamber. Agartala at 11 A.M. on Thursday, the 22nd August, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick. Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers. Dy. Speaker, Dy. Minister, and twenty three Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—Today in the list of business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question.—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 693 (postponed).

Shri S. L. Singh :—Question No. 693, Sir.

১। ইহা কি সত্য যে এই বৎসর (১৯৬৮-৬৯) আলুর বীজ কেন্দ্রীয় ব্লক অফিসে সরবরাহ করা হইয়াছে এবং ভি. এল. ডব্লিউদের কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় নাই;

২। যদি সত্য হইয়া থাকে উহার কারণ কি?

৩। এই বছর প্রতি ব্লকে কত আলুর বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে এবং গত বৎসরের তুলনায় কত বেশী বা কম?

৪। সরবরাহ যদি কম হইয়া থাকে তাহার কারণ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। যেহেতু অধিকাংশ ভি. এল. ডব্লিউ. কেন্দ্রের সহিত মোটরে যোগাযোগ নাই, সরবরাহকারীদের পক্ষে সম্ভবপর নয় বিবেচনায় উহা তাহাদের (ভি. এল. ডব্লিউ) কেন্দ্রে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করা যায় নাই।

৩। প্রতি ব্লকে ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে আলুর বীজ সরবরাহের একটি তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্লকের নাম	সরবরাহের পরিমাণ		সরবরাহের কম(−) এবং বেশী(+) চিহ্ন দ্বারা সূচিত।
	১৯৬৫-৬৬ কে. জি. হিসাবে	১৯৬৬-৬৭ কে. জি. হিসাবে	
১। মোহনপুর	১০,০০০	৯,৪০০	(−) ৬০০
২। বিলোনীয়া	১,১১,৭৪২·৯০০	১,০৭,৪৭৬	(−)৪,২৬৬·৯০০
৩। বিশালগড়	১২,৫৪৮·৭৫৪	[illegible]	(+)৯,৫১২,২৪৮
৪। খোয়াই	৬৪৮৯	৭০০০	(+)৫১১
৫। তেলিয়ামুড়া	১০,৪৩২	১০,৭৮০	(−)২০
৬। সোনামুড়া	৯,৬৬৪.৫০০	১৫,০৭৭	(+)৫,৭৬৮.৫০০
৭। উদয়পুর	১০,৮২৭.৮০০	৩৩,৯৯০	(+)২৩,১৬২.২০০
৮। অমরপুর	৪৩৯২	৮,৯০০	(+)৪,৫০৮
৯। ডম্বুরনগর	৭৭৬,৬০০	৪,২৮৫	(+)৩,৫০৮.৪০০
১০। জিরানীয়া	৩,৭৮৪·৫০০	৫,৫৯০	(+)১,৮০৫.৫০০
১১। রাজনগর	২৩,৭৯৪	২২,৪৯০	(−)১,৩০৪
১২। সাবরুম	২০,৪২৯	২৪,২০০	(+)৩,৭৭১
১৩। ধর্মনগর	৭২,৫৫২	৬৪,৫৭৫	(−)৭,৯৭৭
১৪। কৈলাসহর	৩১,১০৯.৪০৪	৪৫,৪০০	(+)১৪,২৯০.৫৯৬
১৫। ছামনু	৭,৭৫৭	৭,৫৭৫	(−)১৮২
১৬। কাঞ্চনপুর	৮,১৭০	১৪,৫০০	(+)৬,৩৩০
১৭। কমলপুর	৫৬,৪০০	৬১,০১৫.৭২৫	(+)৪,৫৯৩.৭০৭
মোট—	৪,০০,৭০১.৪৫৮	৪,১৩,২৬০.৭০৫	(+)১২,৫৫৯.২৬৭

৪। যদিও কতিপয় ব্লকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে সরবরাহ কিছুটা কম হইয়াছে, তবুও সমস্ত ব্লকে মোট সরবরাহের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে ১২,৫৫৯.২৬৭ কিলোগ্রাম বেশী হইয়াছে। কতিপয় ব্লকে কম সরবরাহের কারণ, কম চাহিদা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, জিরানীয়া ব্লকে ১৯৬৬-৬৭ সালে আলুর বীজের জন্য টাকা জমা দেওয়ার পরও তারা আলুর বীজ পায় নাই, এই মর্মে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এখানে দেখা যাচ্ছে ৩০০০ যেখানে পূর্বে ছিল, সেখানে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০০ হাজার হয়েছে। অতএব কি করে পায় নাই বলব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আলুর বীজ বণ্টনের পদ্ধতি কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার —কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৯

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৯ স্যার।

QUESTION	ANSWER
1. When was the road from Rajnagar to Killa constructed and whether any repair to this road was done after its construction.	1. This is a foot track existing since long and is being maintained as such.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাস্তায় কয়টি পুল ছিল ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— এটা কি পি. ডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে করান হয়েছে না অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট করেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— এই রাস্তাটি কি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে করান হয় নাই ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় নোটিশ চেয়েছেন, তারপর এই প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।**

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৪।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৪ স্যার।

QUESTION	REPLY
1. How many Forest Offices are there within the Jampai area and how many employees are working there ?	**2 Offices.** **Two employees are working there at present.**

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই অফিসটা জম্পুই হিলের কোন্ জায়গায় আছে ?

Shri S. L. Singh :— There are two offices in Jampai hill area mainly and the main office is Jampai range office at Vanmoon.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই অফিস ঘর আছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :— I demand notice

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন মিজোদের একটিভিটির পরে সেখানে কোন কর্মচারী কাজ করে কিনা ?

Shri S. L. Singh :— There are two offices and two employees working there.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৬৭-৬৮ ফিনান্সিয়াল ইয়ারে এই অফিসের মাধ্যমে কত আয় হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—I demand notice

Mr. Speaker :— Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :— Question No. 974.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir question No. 974.

Questions	Answers
১) জম্পুই ব্লকের ভাইবোনছড়া কলোনীর কাচাইছড়ায় বাঁধ দিয়ে জল সেচের ব্যবহারের জন্য কলোনীবাসীরা দীর্ঘদিন যাবত আবেদন করিয়া আসিতেছেন. সরকার অবগত আছেন কি ;	১) Yes.
২) যদি অবগত থাকেন, তবে কবে নাগাদ বাঁধের কাজ আরম্ভ হইবে ?	২) Cannot be stated definitely until the scheme which is under scrutiny is finalised.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— স্কুটিনি করতে কতদিন সময় লাগবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— বেশ কিছুদিন লাগবে।

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 147.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker Sir, question No. 147.

QUESTIONS & ANSWERS

QUESTION

১। গত ১৯৬২ সালে মুহরী রেঞ্জ অফিস, ১৯৬৪ সালে মুহরী রেঞ্জ অফিস টংগীয়া প্লেনটেশন, ১৯৬৫ সালে মুহরীপুর কেন্দ্রে ১৯৬৩-৬৪ সনে জুলাইবাড়ী ভূমি সংরক্ষন কেন্দ্রে এবং ১৯৬৬ সালে সর্ব্বদূলই পাড়া কাকনপুর রেঞ্জ অফিস কেন্দ্রে মোট কত পরিমাণ একর প্লেনটেশনের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল ;

২। কোন্ কেন্দ্রের জন্য মোট কত টাকা মঞ্জুরী ছিল এবং মঞ্জুরীকৃত সমস্ত টাকা খরচ হইয়াছে কিনা ;

৩। মোট নির্দ্ধারিত একরের মধ্যে কোন কেন্দ্রে কত পরিমাণ একর প্লেনটেশন হইয়াছে ?

REPLY

১৯৬২ সালে মুহরীপুর রেঞ্জ অফিস —৩৬ একর।

১৯৬৪ সালে মুহরীপুর রেঞ্জ অফিস টংগীয়া প্লেনটেশন —নাই।

১৯৬৫ সালে মুহরীপুর কেন্দ্রে—৩৮ একর।

১৯৬৩-৬৪ সনে জুলাইবাড়ী ভূমি সংরক্ষণ কেন্দ্রে —১৩০ একর।

১৯৬৬ সালে সর্ব্বদূলইপাড়া কাকনপুর রেঞ্জ অফিস —১০০ একর।

১৯৬২ সালে মুহরীপুর রেঞ্জ অফিস—
মঞ্জুরী—৮১০৫.২০ টাকা।
খরচ—৮১৫০.৭৫ টাকা।

১৯৬৪ সালে মুহরীপুর রেঞ্জ অফিস টাংগীয়া প্লেনটেশন—প্রশ্নই উঠেনা।

১৯৬৫ সালে মুহরীপুর কেন্দ্রে—
মঞ্জুরী—৫৮৪১·০০ টাকা।
খরচ—৫৩২৯·০০ টাকা।

১৯৬৩-৬৪ সালে জুলাইবাড়ী ভূমি সংরক্ষণ কেন্দ্রে—
মঞ্জুরী—১০,৪০৮·০০ টাকা।
খরচ—১০,৪০৮·০০ টাকা।

১৯৬৬ সালে সর্ব্বদূলই পাড়া কাকনপুর রেঞ্জ অফিস—
মুঞ্জরী—৬২২৫·০০ টাকা।
খরচ—৩৮৭৫·০০ টাকা।

১৯৬২ সালে মুহরীপুর রেঞ্জ অফিস —৩৬ একর।

১৯৬৪ সালে মুহরীপুর রেঞ্জ অফিস টংগীয়া প্লেনটেশন —নাই।

১৯৬৫ সালে মুহরীপুর কেন্দ্রে—৩৮ একর।

১৯৬৩-৬৪ সালে জুলাইবাড়ী ভূমি সংরক্ষণ কেন্দ্রে —১৩০ একর।

১৯৬৬ সালে সর্ব্বদূলইপাড়া কাকনপুর রেঞ্জ অফিস কেন্দ্রে —৪২·২৬ একর।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন প্রতি একরে ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশনে কত করে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা স্বীকার করবেন যে ১৯৬৪ সনে টাংগিয়া প্ল্যান্টেশনের আণ্ডারে মুহুরীপুর রেঞ্জে ২০০ একর ধরা হয়েছিল, এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালী ৭০ একর করা হয়েছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যা যা প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তর আমি দিয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা স্পেসিফিক। আমার প্রশ্ন ছিল যে মঞ্জুরীকৃত টাকা খরচ হইয়াছে কিনা, উনি বলেছেন যে প্রশ্নই উঠে না।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— উনার প্রশ্নটা যেমন ছিল তেমনি উত্তর দিয়েছি। মুহুরীপুরে কোন টাংগিয়া প্লেনটেশন হয় নাই, কাজেই খরচের প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— আমি বলছি ২০০ একর টাংগিয়া প্লান্টেশনে করার কথা ছিল, এর মধ্যে ৭০ একর করা হয়েছে। তিনি হাউসকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকার:— টাংগিয়া প্ল্যানটেশনে কোন স্কীম ছিল না বলছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত এরিয়া প্লেনটেশনের জন্য ধরা ছিল ঠিক ততটুকু জায়গা প্লেনটেশন হয় নাই অথচ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যা যা প্রশ্ন হয়েছিল তার সম্যক উত্তর আমি দিয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্নটা হল কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা খরচ হয়ে গেছে অথচ কাজ হয় নাই। এই সম্পর্কে তিনি তদন্ত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— যে প্রশ্ন ছিল তার সম্যক উত্তর আমি দিয়েছি। অতএব এনকোয়ারীর কোন প্রশ্নই উঠেনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন মুহুরীপুর ক্ষেত্রে ৩৬ একর। কিন্তু আমার কাছে রেকর্ড আছে ১৯৬২ সালে এ ক্ষেত্রে প্লেনটেশনের জন্য ছিল টোটেল ৫০ একর। তার উপর বাজেট করে স্যাংশান করা হয়। কিন্তু

এখন দেখা যাচ্ছে যে ২০ একর প্লেনটেশন করা হয়েছে। অথচ সম্যক টাকা খরচ হয়ে গেছে। কাজেই এই সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা যেসমস্ত জায়গাতে এইসব ঘটনা ঘটেছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি যা হিসাব পেয়েছি, সেই হিসাবমত দিয়েছি। কাজেই তদন্তের কোন প্রশ্নই উঠে না।

Mr. Speaker :— Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৯।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৯ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। তেলিয়ামুড়া বাজারের বৈদ্যুতিক করণের কাজ কবে আরম্ভ হইবে, ২। বিদ্যুতের অভাবে জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে সরকার মনে করেন কি না ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০ স্যার।

QUESTION

1. Whether the Government has any proposal for construction of an S. P. T. Bridge over river Dhalai on Kamalpur-Marachara Road— if so whether construction of this bridge will be taken up during next year ?

2. When will the work for soling, metalling and carpeting of Kamalpur-Thalbari Road be started.

As the demand for construction of a road from Ambassa, the business centre of Kamalpur, to Marachara via Kachuchara, Jamthung and Bamanchara on the eastern side of river Dhalai has been pending for a long time ; whether the Government has any proposal for construction of the new road for the benefit of the people of this backward area, and whether survey operation for construction of the road has been conducted.

ANSWER

1. No.

2. There is no such proposal

3. Reconnaissance survey for the alignment has been conducted. The necessity for construction of the road is being looked into.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০ স্যার।

QUESTION

1. Under what circumstances an Engineering Division of P. W. D. is created ?

2. What is the volume of work in terms which of expenditure of each Engineering Division is alloted ?

ANSWER

1. Division is created only when work load justifies.

2. The volume of works in terms of expenditure is generally 35 to 40 lakhs including equated work load for maintenance for Road & Buildings Division only. The Works of Irrigation, Investigation & Electrical Divisions are of different nature and their work load is not guided by expenditure figures alone.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ১৯৬৪-১৯৬৫, ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৭-৬৮'এ যতগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান আছে তার মধ্যে খুব কম ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশনেই ৩৫ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার নীচে ভল্যুম অব ওয়ার্ক এ্যালটমেন্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত বছর একটা সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চানের উত্তরে পাওয়া যায় যে আগরতলা ডিভিশনে ১৯৬৬-৬৭'তে ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকার ওয়ার্ক এ্যালট করা হয়েছে, সেটা কি জাষ্টিফাইড হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—সমস্ত ওয়ার্ক এ্যালটমেন্ট করার পর, মাত্র তিনটি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশনএ সেন্ট পারসেন্ট ওয়ার্ক হয়েছে, অন্যান্য ডিভিশনে কম হয়েছে, সেটা কি জাষ্টিফাইড ?

শ্রীএস, এল, সিং :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান যদি ৩৫ লক্ষ টাকার বিলো এ্যাচিভমেন্ট হয় তাহলে তার কার্যকারিতা আছে কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কার্যকারিতা আছে বলেই তা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যদি ৩৫ লক্ষ টাকার নীচে অ্যাচিভমেন্ট হয় কিংবা অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয় তাহলে সেই ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের কার্যকারিতা আছে কি ?

শ্রীএস. এল সিংহ :—কার্যকারিতা আছে বলেই রাখা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—ওয়ার্ক যদি কমপ্লিট না করতে পারে তাহলে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যারা সেই কাজগুলি করছেন তাদের উপর চাপ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—নিশ্চয়ই ইয়ার্ডষ্টিক আছে, ইয়ার্ডষ্টিক অনুসারে যদি কাজ না করতে পারে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কাজটা কমপ্লিট করেছে কিনা সেটা এনকোয়ারীর কোন বিধি ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এনকোয়ারীর কোন প্রয়োজন পড়ে না, প্রসিডিউর অনুসারেই সেই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—যাদের উপর [illegible] বাজেটের অ্যাচিভমেন্টের ভার আছে তারা যদি তা না করতে পারে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না সেটা সরকার স্বীকার করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি তা স্বীকার করতে নারাজ। অ্যাচিভমেন্ট অনুসারেই কাজ হবে।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Question No. 241.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 241.

QUESTION	REPLY
(ক) ১৯২৭ ইং সনের ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্টের বিভিন্ন ধারায় উদয়পুর ফৌজদারী আদালতে ১৯৬৭-৬৮ ইং সনের জুন মাস পর্যান্ত কত নম্বর মোকদ্দমা দায়ের আছে ;	
(খ) কতজন বিবাদীর শাস্তি হইয়াছে ;	
(গ) কতজন খালাস পাইয়াছে ;	
(ঘ) কত টাকা জরিমানা হইয়াছে ;	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে
(ঙ) জরিমানা কত টাকা আদায় হইয়াছে, কত নম্বর কেস আপীল বা মোশন করা হইয়াছে ;	
(চ) এই সমস্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করার জন্য টি. এ, এবং ডি, এ, বাবদ ফরেস্ট বিভাগের ১৯৬৭-৬৮ ইং সনের জুন মাস পর্যান্ত কত টাকা খরচ পড়িয়াছে ?	

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গত সেসনেও এই প্রশ্নটা করেছিলাম, তখনি বলা হয়েছিল যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এখনও তাই বলা হচ্ছে। তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তথ্য কবে পর্যান্ত সংগ্রহ করা হবে ?

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, it is very difficult to furnish the information within a very short time.

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—Question No. 248.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 248.

QUESTION

১। প্রতি বৎসরই ত্রিপুরায় বন্যার প্রকোপে চাষোপযোগী যে সকল ধান ও পাটের জমি ধ্বংস হইয়া যায়, সেইগুলিতে বিকল্প কোন শস্য উৎপাদনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে তাহার বিবরণ এবং সেইগুলি কোন্ জাতীয় শস্য ?

৩। না থাকিলে ইহার কারণ কি ?

ANSWER

১। যদিও বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্য বিশেষ কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই, তথাপি অবস্থা বিবেচনায় এই ধরণের উৎপাদনে সরকার সাধ্যমত সহযোগিতা করিতে পারেন ?

২। ধান ও পাট জমি বন্যায় ধ্বংস হইয়া গেলে বিকল্প ফসল হিসাবে আবার ধান ও পাট দেওয়া যাইতে পারে যদি উহা বপন অথবা রোপণের সময় তখনও থাকে।

বিকল্প ফসল ছাড়া রবিখন্দে বন্যাক্রান্ত জমিতে পরবর্তী ফসল হিসাবে আখের চাষও করা যাইতে পারে যদি জমি অন্যান্য দিক হইতে আখ চাষের উপযোগী হয়।

বন্যাজনিত ক্ষতিগ্রস্ত তণ্ডুলাদি শস্যের আংশিক পরিপূরক হিসাবে আগামী রবিখন্দে উপযুক্ত জমিতে উচ্চ-ফলনশীল গমচাষের প্রবর্তন করার ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হইতেছে।

বিকল্প অথবা পরবর্তী ফসল হিসাবে বপন অথবা রোপণের জন্য সরকার বীজ বা চারা সরবরাহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বন্যাত্রাণ হিসাবে আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে ঐ বীজ অথবা চারা দেওয়া হয় যাহাতে তাঁহারা ঐ ধরণের ফসল উৎপাদন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ধান ও পাটের আংশিক ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন।

৩। বন্যা একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ইহার ফলে ক্ষয়-ক্ষতির কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাপ পূর্বাহ্নে করার উপায় থাকে না।

শ্রীনরেশ রায় :— যে সমস্ত জায়গাতে বিকল্প শস্যের বা রবিশস্যের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ঐ সমস্ত জায়গাতে এই রকম শস্য উৎপাদন হতে পারবে কি না সেটা একজামিন করে দেখেছিলেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে, ধান ও পাট বন্যায় ধ্বংস হইয়া গেলে বিকল্প ফসল হিসাবে আবার ধান ও পাট দেওয়া যাইতে পারে যদি উহা বপন অথবা রোপণের সময় তখনও থাকে।

বিকল্প ফসল ছাড়া রবিখন্দে বন্যাক্রান্ত জমিতে পরবর্তী ফসল হিসাবে আখের চাষও করা যাইতে পারে যদি জমি অন্যান্য দিক হইতে আখ চাষের উপযোগী হয়। তাই সেখানে মাটি পরীক্ষার, সেচের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, কারণ সেখানে সয়েল এক্সপার্ট আছে।

শ্রীনরেশ রায় :—ধান ও পাট চাষ করে চাষীরা যে রকম লাভবান হন ঐ সমস্ত বিকল্প শস্য চাষ করে তারা সেরকম লাভবান হবেন কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাবে।

শ্রীনরেশ রায় :—ঐ সমস্ত জমিতে চাষীরা যে নূতন ধরণের শস্য করবে তার বীজ কোথা হতে সংগ্রহ করবে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে বিকল্প অথবা পরবর্তী ফসল হিসাবে বপন অথবা রোপণের জন্য সরকার বীজ বা চারা সরবরাহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বন্যাত্রাণ হিসাবে যে আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে ঐ বীজ চারা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা ঐ ধরণের ফসল উৎপাদন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ধান ও পাটের আংশিক ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন।

শ্রীনরেশ রায় :— ঐ সমস্ত জায়গাতে বুরো ধান কিংবা তাইচুং ধান, কিংবা আই আর এইট হতে পারে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার, প্রত্যেক জায়গার সয়েল এক্জামিন করে দেখতে হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে প্রতি বৎসরই বন্যায় ধান ও পাটের জমি ধ্বংস হয়ে যায় এইরকম জমির পরিমাণ কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৪।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৪, স্যার।

প্রশ্ন

১। গত বন্যায় বুরো ফসল নষ্ট হইয়াছে এরূপ জমির পরিমাণ কত ? আউস ফসল নষ্ট হইয়াছে এরূপ জমির পরিমাণ কত ?

২। যে কৃষকের বুরো এবং আউস ফসল উভয়ই নষ্ট হইয়াছে তাহাদের সরকারী সাহায্যের কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি ? করা হইয়া থাকিলে সেই ব্যবস্থা ছাড়া সেই কৃষকগণ আবার কৃষিকার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন কি ?

৩। গত বন্যায় যারা সর্বস্ব হারাইয়াছেন তাদের খাজানা মুকুব করা হইবে কি ? করা হইলে কত বৎসরের খাজানা মুকুব করা হইবে ?

৪। সেই বন্যাপীড়িত কৃষকগণের উপর তহশীলদারগণ বকেয়া খাজানা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে ইহা কি সত্য ?

উত্তর

১। (ক) ১৯৬৮ ইং সালের জুলাই মাসের বন্যায় বুরো ফসল নষ্ট হয় নাই।

(খ) ২১,৯১৪.৮৪ একর আমন ফসল নষ্ট হইয়াছে।

২। হাঁ।

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরের খাজনা মুকুব বা স্থগিত রাখার বিষয় বিবেচনাধীন আছে।

৪। না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কৃষকদের কৃষি ঋণ যে দেওয়া হয়, এস, ডি, ওর তা অনুমোদন করবার ক্ষমতা কতদূর পর্য্যন্ত আছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত বন্যার পরেও খাজনা আদায়ের সংশ্লিষ্ট নোটিশ কৃষকদের দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোয়েশ্চান নাম্বার (৪)— বন্যাপীড়িত কৃষকগণের উপর তহশীলদারগণ বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে ইহা কি সত্য ? তার উত্তরে আমি বলিয়াছি না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এস. ডি. ও মাসে ২০০ টাকা কৃষি ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষমতা আছে, এস. ডি. ও মাসে ৫০০ টাকা মঞ্জুর করতে পারে কৃষি ঋণ হিসাবে, সেই ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬

শ্রী এস. এস. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬, স্যার।

QUESTION

1. What is the progress of the permanent bridge over the river Khowai near Chebri ?
2. When the work is expected to be completed ?

ANSWER

1. 33% of the work has since been completed.
2. The bridge is expected to be completed by the end of 1970.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— উক্ত ব্রিজের সঙ্গে অ্যাপ্রোচ রোড কবে পর্যন্ত শেষ হওয়ার কথা ছিল ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— উক্ত ব্রিজের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে এইটা শেষ হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে সময় এক্সপেক্ট করছি ১৯৭০ সালে এটা শেষ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯, স্যার।

QUESTION

1. Whether an advance of Rs. 6000/- was given to any contractor for making approach road for supply of 40,000 cft. of stone chips under Agartala Division No. II during the period from February to December, 1963 ;
2. if so, what is the name of that Contractor ;
3. what is the total amount of the advance paid to the contractor ;
4. what is the total value of stone chips supplied to the Govt. by the contractor ;
5. what is the total amount due from the contractor and what step has been taken to realise the same ?

ANSWER

1. Yes.
2. Shri S. S. Paul.
3. Rs. 43,220/-
4. Rs. 48,316/-
5. The amount indicated in reply to the question No. 3 above has been realised in full from the contractor.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬, স্যার।

QUESTION	ANSWER
a) Is there any contemplation to construct the bridges over the road Bilthai-chandipur under Dharmanagar sub-division ;	
b) for how long is the bridge near the Higher Secondary School of Bilthai lying broken ;	Materials are under collection.
c) when will the work of repairs of the said bridge be taken up ?	

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 148.

Shri S. L. Singh :— Question No. 148, Sir.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that D. F. O. of Bagafa in collaboration with Range Officer, Silachari has mis-appropriated Rs. 1,700/- by showing false bills in his March account against the construction of one sanitary latrine at Silachari rest house though the work has not been done at all ;	No.
2. if so, what action has been taken against that Officer ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, শিলাছড়িতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন কনষ্ট্রাকশানের জন্য সরকার থেকে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— হাঁ, সাতশত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেখানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন কনষ্ট্রাকশন হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ : — কনষ্ট্রাকশন হয়েছে

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরীক্ষা করে দেখতে রাজী আছেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় সদস্য মহোদয় আমি বলছি হয়েছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় সদস্য মহোদয় আমি বলছি হয় নাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় সদস্য মহোদয় পরীক্ষার পরই উত্তর দেওয়া হয়েছে, অতএব পরীক্ষার প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member should not challenge the reply of the Chief Minister.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কত তারিখে কনষ্ট্রাকশান শেষ হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :-- আমি নোটিশ চাই, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৮।

শ্রীএস. এল. সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৮, স্যার।

QUESTION

1. How many maintenance divisions are there under PWD. ?
2. When and how the maintenance Division takes over the building/roads or other works completed by the respective Engineering Divisions ?

ANSWER

1. None, exclusively for maintenance.
2. Does not arise.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— ত্রিপুরা সরকারের যে কনস্ট্রাকশন করা হয় তার মেন্টেনেন্স কোন ডিভিশন করে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :-- পি, ডব্লিউ, ডি. এর যে যে সেকশন আছে সেই সব সেকশনগুলিই তা করে থাকে। আগরতলা ডিভিশন আছে একটা সেটা ছাড়া।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— আগরতলা ডিভিশন না কি মেন্টেনেন্স ডিভিশন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— না, কনস্ট্রাকশন ডিভিশন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কোনটা মেন্টেনেন্স আর কোনটা কনস্ট্রাকশন ডিভিশন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে মেন্টেনেন্স বলে কোন ডিভিশন নেই। আগরতলা ডিভিশন বলে একটা ডিভিশন আছে যেটা নাকি শুধু কনস্ট্রাকশনই করে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :— প্রশ্ন নং ২৮০।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৮০।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া-অমরপুর রোড সলিং মেটেলিং ও ব্ল্যাকটপিং করার প্রয়োজন সরকার মনে করেন কিনা এবং কোন প্রস্তাব আছে কিনা ;

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত এ প্রস্তাব কার্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। সলিং মেটেলিং-এর কার্য ইতিপূর্বেই শেষ হইয়াছে। ব্ল্যাকটপিং-এর কাজ ১৯৬৯-৭০ সালে হাতে নেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—সোলিং মেটালিংয়ের কাজ কি শেষ হয়ে গেছে ঐ রাস্তার ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—

The length of the road from Teliamura to Ompi is 31 miles. The soling and metalling were done during the period from January, 1962 to June, 1965. The expenditure on this was Rs. 11,56,708/-. The soling and metalling have worn out in places during this long period due to normal wear and tear. Maintenance is being done as and where necessary. Estimates for black topping of the road including remetalling were sanctioned for Rs. 27,03,000/- in October, 1966. Tenders for the work are expected to be called for this year. The completion of the work will be phased out according to availability of fund.

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে আগরতলা হইতে তেলিয়ামুড়া হয়ে অমরপুর যাওয়ার এটি ই একমাত্র রাস্তা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—হচ্ছে একমাত্র রাস্তা নয়, আগরতলা হতে উদয়পুর মহারানী হয়ে, তেলিয়ামুড়া হয়ে যাওয়া চলে, বগাফা হয়েও যাওয়া চলে এবং জম্পুইজলা হয়েও যাওয়া চলে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলিতে পারেন যে, তেলিয়ামুড়া হতে অমরপুর শহর পর্যন্ত গাড়ী যেতে পারে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নং [illegible]

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নম্বর [illegible] স্যার

প্রশ্ন

১। মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট হইতে উদয়পুর-শালগড়া [illegible] হইতে শিলাঘাটি পর্যন্ত বাঁধটি তৈয়ার করার জন্য কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। উহা কমপ্লিট হইয়াছে কিনা।

২। দুমাইছড়ি ঘাট হইতে ডাভারিয়া ও শালগড়া হইয়া অপর একটি বাঁধ হওয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কিনা।

উত্তর

১। ৪,৪৫,৫০০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। কাজটি শেষ হয় নাই।

২। না।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 169.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 169

QUESTION	REPLY
ক) চম্পকনগর Forest Range অফিস-এর অন্তর্গত Forest Village গঠনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;	ইহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
খ) যদি থাকিয়া থাকে তবে কত জুমিয়া পরিবারকে নিয়া Forest Village করা হইবে ;	১০০ পরিবার।
গ) এবং কত টাকা করিয়া তাহাদের দেওয়া হইবে ;	মোট ৫০০ টাকা।
ঘ) জমি কত একর করিয়া দেওয়া হইবে ?	২ হেক্টর একর হিসাবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই পর্যায় এই ফরেষ্ট ভিলেজের জন্য কতজন জুমিয়া দরখাস্ত করেছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কত সালের মধ্যে এই ফরেষ্ট ভিলেজের গঠন করা হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—প্রস্তাব [illegible] এখনই [illegible]।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কত দেরী হবে বলে মনে করেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সাংশন পেলেই করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—প্রশ্ন নং ১৭৪।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ১৭৪।

QUESTION

1. When was the road Uptakali to Jubarajnagar via Mangalkhali under Dharmanagar Sub-Division Constructed.

2. What is the cause for not doing any work of maintenance of the same road ;

3. Is there any contemplation for construction of the bridge over Mangalkhaliacherra over the same road ?

ANSWER

1. No regular road exists from Uptakali to Jubarajnagar. A foot path exists which was constructed prior to 1957 and was improved during the time of defunct T. T. C.
2. Such foot paths are attended to only when required.
3. No.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই রাস্তা উপ্তাখালি, যুবরাজনগর পর্যন্ত ৮ হাত প্রশস্ত রাস্তা করা হয়েছিল কিনা ১৯৫৭ সালে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা বলা হয়েছে আগেই যে রেগুলার কোন রাস্তা সেখানে নেই। তবে ১৯৫৭ সালের আগে একটা ফুটপাত করা হয়েছিল এবং টি. টি. সি. এর সময়ে সেটা উন্নত করা হয়েছিল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফুটপাত রাস্তা কতটুকু চওড়া থাকে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলবেন কি এই রাস্তা মেন্টেনেন্স না হওয়ার কারণ কি এবং এই রাস্তা দিয়ে কোন লোকজন চলাচল করতে পারে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : এরকম ফুটপাথ এর [illegible] প্রয়োজন পড়ে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই রাস্তা পি. ডব্লিউ. ডি. এর কাছে হস্তান্তর করা হবে কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কিনা যে [illegible] জন্য এই রাস্তার দরকার ছিল।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—রাস্তার দরকার সম্বন্ধে [illegible] সেটা ফুটপাতেই থাকুক আর বড় রাস্তাই থাকুক। কিন্তু আমাদের টাকা আছে সন্দেহ নেই।

Mr. Speaker :—The question hour is over. There are 12 Unstarred questions. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রীএরশাদ আলি চৌধুরী মহাশয়ের একটা প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মেটেরিয়ালস আর স্টোর কালেকশন। মাননীয় মেম্বার বলেছেন যে এই প্রশ্নটা কয়েকটি সেশানে হাউসে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকবার উত্তরে বলা হয়েছে যে মেটেরিয়ালস আর বিয়িং কালেক্টেড।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পয়েন্ট অব অর্ডার। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী বলেছেন যে গত সেশানে এই প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। আর মাননীয় সদস্য সেই জায়গায় বলেছেন যে কয়েকটি সেশানে সেটা দেওয়া হয়েছে, এটা আপত্তিজনক।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রুলসের মধ্যে আছে Rule No. 41 (2) of the Rules of Proceedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly "Answer to question shall be replied on the date on which it is listed." এখানে বলা হচ্ছে যে লিষ্টেড হলে পরেই আনসার দিতে হবে। একটা সেশানের জন্য সেটা 'আণ্ডার কনেকশান' বলে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু অনবরত দুইটি সেশানে একই উত্তর হওয়ার ফলে সাধারণতঃ হাউসের মেম্বারদের যে অধিকার সেই অধিকারকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ভংগ করেছেন এবং যদি তা করে থাকেন তাহলে কেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হাউসের অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে না, এটা হচ্ছে আমার নাম্বার (১) পয়েন্ট। এই হচ্ছে ১৪৮ কোয়েশ্চানের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় প্রথমে বলেছেন 'না'।

তার পরের যখন সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান এই রিলেভেন্টে করলাম 'কবে কাজটা শেষ হয়েছে, তখন তিনি বললেন' আই ডিমাণ্ড নোটিশ আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান এটার সঙ্গে রিলেভেন্ট। যদি তাই হয় তাহলে কেন তিনি তার উত্তর দেবেন না? তিনি বরাবর এই সমস্ত রিলেভেন্ট কোয়েশ্চানের উত্তরে আমি নোটিশ চাই ইত্যাদি বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। তাই আমি বলছি তিনি হাউসের মেম্বারদের অধিকার ভংগ করেছেন। কাজেই কেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হাউসের মেম্বারদের অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে না, এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পয়েন্ট অব অর্ডার। কোন মাননীয় সদস্য বলতে পারেন কিনা এটা রিলেভ্যান্ট অব ইরিলিভ্যান্ট?

Mr. Speaker ;—No Member can not say like that. Neither the Chair nor any Member can compel any Minister to give reply to any question.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received a Calling Attention Notice from Shri Rajkumar Kamaljit Singh on the subject of—

"Daring Dacoity with henious murder in the House of Kshetra Mohan Sarkar of Chechhoria. Bamutia, P.S. Sidhai, Tripura on 16.8.68"

I have given my consent to the Motion of Shri Kamaljit Singh to-day. Now I would request the Hon'ble Minister in charge of the Department namely Shri S.L. Singh to make a statement. If the Hon'ble Minister is not

in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when calling Attention Notice will be shown on the Order paper for a statement.

শ্রীএস. এল. সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২৬শে আগষ্ট আমি তার বিবৃতি দেব।

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister will give his reply on the 26th August, 1968.

QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGES.

Mr. Speaker :—I have received a Notice from Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman of the Estimate Committee raising a question of Breach of Privilege of the Committee on Estimates by the Revenue Department on 18. 7. 68. My observation on the alleged point of order is as follows. The facts of the case is that the Chairman of the Estimates Committee fixed the date for examination of the estimates of the Survey & Settlement Department on 16th July, 1968. As per Rule 177(iv) read with the Rule 17 of the Internal Working Rules, the Secretary of the Committee intimated the Secretary, Revenue Department to attend the meeting of the Committee to furnish the evidence to justify the estimates of the Survey & Settlement Department. But on that day, the Secretary of the Department instead of appearing before the Committee send one representative to act on his behelf, whose attendance as witness, the Committee did not approve and wrote a letter to Revenue Department on the 16th July, 1968 that the Committee would not like to examine any of the departmental officers not below the rank of Heads of Department. In reply to that the Secretary, Revenue Department reques-ted the Secretary, Assembly Secretariat to move the Committee for favour of fixing another date in respect of Survey & Settlement Department. The Committtee took serious note on the contents of the letter of the Revenue Department and was of opinion that such a letter would mean that the meeting of the Committee is to be convened after consultation with the departmental Secretaries and not that date would be fixed by the Chairman. As a result the Committee could not examine the estimates of the Survey & Settlement Department. The Committee was of further opinion that such action of the Revenue Department has resulted in preventing, causing delay and obstructing works of the Committee.

According to May's Parliamentary Practice disobedience to the Order of the Committee and thereby preventing, causing delay and obstructing execution of the order of the Committee is a breach of privilege and contempt of the Committee.

However, under Section 154 of the Rules of Procedure read with the Rule 144, the Hon'ble Speaker may refer the case to the Committee of Privileges for examination, investigation or report and acquaint the House thereof.

2. I have received one point of breach of privilege and contempt of the House, raised by Shri Aghore Deb Barma. M. L. A. The fact of the case are as follows :—

Shri Deb Barma contended that in reply to question Nos. 731 & 365 by Shri Ghanashyam Dewan and Shri Abhiram Deb Barma, the procedure followed constituted the contempt of the House and Breach of Privilege of the M. L. A. s. In reply to question Nos. 365 and 731 vide page 86 and 83 of the proceedings of the 22nd March, 1968, the Minister replied as follows :-

'এই প্রশ্নে বহু প্রকার বিবরণ জড়িত থাকায় উহার তথ্যাদি সংগ্রহক্রমে উত্তর প্রণয়নে অতি দীর্ঘ সময় এবং অতিরিক্ত লোকের আবশ্যক।'

According to Shri Deb Barma this might be the cause of breach of privilege of the Members and the House.

In this connection, it may be stated that a Minister is not bound to answer a question or to answer it in a particular way. In the British House of Commons, a Minister is not bound to answer a question if it is not in the public interest to do so. The same practice and procedure is also followed in India. Therefore, when a Government Member (Minister) refuses to answer a particular question, the Chair generally presume that it is because not in the public interest to answer a question. But to be fair to the House Government Member refusing to Answer a particular question should indicate the ground on which he refused.

In replying to a question, Government stated that expenses and labour involve in the collection of information required was such that it would not be justified or commensurate with the results to be achieved whereupon a member asked if after a question has been admitted, it was upto the Government to give such an answer. But the President ruled, "with regard to the point of order raised, I think it is quite within the competence of the Government to say that the labour involved in collecting such an information is such that it would not be justified by or commensurate with the result. The Chair can have no knowledge, can not estimate the amount of labour involve in answering the question. "and" added there may be some obvious case in which the Chair can interfere and suggest to the Hon'ble Member on behalf

of the Government to try and answer the question but ordinarily it must be left to the Government.

According to the Parliamentary Privileges, the Govt. may follow any of the 3 courses in replying the questions. (1) Give the information sought (2) may claim time or refuse to give any information. In view of the position stated above.

I decline to give my consent to the question of breach of privilege being raised in the House.

However, I may observe as follows :—

The Minister's reply to the questions unless he thinks public interest will be suffered by answering the question and answer to question should not be refused except on security grounds or because the Minister does not possess information and can convince the House that it is not reasonable for him to have it. If answer to questions are refused unreasonably, it might lead to a feeling that the Government has something to conceal and the Government would suffer politically. Secondly, so far reply to the above mentioned questions, the Spe ker may observe the Government, before replying the questions in the way in which it has been replied should have asked time for postponement of the questions or requested the Speaker stating facts as has been incorporated in the reply, enabling the Speaker to re-examine if in the circumstances stated by the Government, the question can be disallowed or labour and expenditure involve in replying the questions would serve public interest.

POINT OF ORDER

Mr. Speaker . –On 20th August, 1968, Sari Aghore Deb Barma, M.L.A., rasised the question that the Administrator summoned the Assembly under advice of the Chief Minister, but in absence of sufficient Government Business for transaction in the present Assembly Session, doubt arose in the mind of Shri Deb Barma, if advice given by the Chief Minister to the Administrator for summoning a Session of the Assembly without sufficient Government Business was justifiable in consideration of the fact that the sufficient amount of expenditure was involved in summoning the Legislatiure. On the Point of Order my ruling will be as follows :

"The right to summon the Legislature is vested in the Executive Head of the State—The President of the Union or the Governor of the State as the case may be. So far as the Union Territory Legislatiure is concerned the power of summoning the Legislature is vested on the

Administrator. In the Parliament, the proposal to summon the Lok Sabha is initiated by the Minister of Parliamentary Affairs (and by the Leader of the House in case the Prime Minister is not the Leader of the House) and submitted to the Prime Minister after an informal consultation with the Speaker in regard to the date of the commencement and duration of the Session. The Prime Miniter may agree with the suggestion or refer it to the Cabinet. The proposal as finally agreed to by the Prime Minister or the Cabinet is formally submitted to the Speaker. If the Speaker agrees, he directs the Secretary to obtain the Order of the President to summon the Lok Sabha on the date and time specified. But in our Legislature almost similar proceedures is followed. The Administrator summons the Assembly in consultation with the Leader of the House and the Speaker as to the date of commencement and duration of the Session. The Secretary, Law Department announces the date in the Gazette for notification and the Secretary, Legislative Assembly on the official Order of the Administrator communicated to him by the Secretary, Law Department issues notices to all the Members. There remains no mention of the Government Business which are likely to be transacted in the Session as summoned nor did the Administrator discuses with the Leader of the House and the Speaker with regard to the business to be transacted in the House. It appears from the above that the Administrator in the Union Territory Legislature is the sole authority to summon the Legislature. However, Government Business as are available with the Government are sent to the Assembly Secretariat which are in due course brought to the notices of the M.L.A s. Session of the Assembly are to be summoned once in every six moths irrespective of the fact there is any business of the Government or not. But this time, so far as the present session is concerned, the Assembly having been summoned by the Administrator, the Goveramment anounced the following business to be transacted in the House.

A.

1. Presentation of the Demands for Excess Grants for 1964-65.
2. General discussion on Excess Grants for 1964-65.
3. Voting on Demands for Excess Grants for 1964-65.

Moreover, the following were the Legislative Business of the Government.

B.

1. Introduction of Appropriation No. 4 Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968).
2. Consideration and Passing of the Appropriation No. 4 Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968.)

C. Other Business.

Laying of Rules, The Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967.

Therefore, I am of opinion that in view of the position stated above, the Point of Order of Shri Aghore Deb Barma, M.L.A., does not stand.

However, I must observe that the Legislature is the vanue to ventilate the public grievences and to determine the policy of the Government so far as they relate to the people of this State. In this context, I would have been happy if the Government could have submitted few more business (Legislative or others) for transaction in the present session of the Assembly.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is discussion & Voting on Demands for Excess Grants for the year 1964-65. To-day 9 Demands viz, Demand No. 2—Land Revenue, 3—State Excise Duties, 15—Medical. 19—Co-operation, 23--Miscellaneous, Social and Developmental Organisation, 25—Electricity Schemes. 26—Public Works (including roads), 28—Pension & Other Retirement Benefits and 39A—Payment of Commuted Value of Pensions are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minster has moved his demands and there will be discussion on the Demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 25 & 26 together and 28 and 39A together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 2—Land Revenue.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,35,801/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিম্যাণ্ডে আমাদের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, তার থেকে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। একটা কালেক্‌শান ড্রাইভ দেওয়া হয়েছিল তাতে কিছু বেশী টাকা খরচ হয়েছে, আর বাকী টাকা রিভাইজড সেকলে স্যালারীজ এবং এ্যালাউয়েন্স ইত্যাদি বাবদ এরিয়ার বিল দিতে হয়েছে বলে কিছু বেশী টাকা খরচ হয়েছে। আমি আশা করব হাউস এটা সমর্থন করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা। :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে লিস্ট অব এ্যাডভাইসরী কমিটির আইটেম নাম্বার ৩'এ আছে 'জেনারেল ডিসকাশান অন দি ডিম্যাণ্ডস' তারপর নাম্বার ৪'এ ছিল ভোটিং অন্ ডিম্যাণ্ডস। এখানে আমি দেখছি যে আইটেম নাম্বার ৪ নেওয়া হয়েছে। আমি জানতে চাই আইটেম নাম্বার ৩ কি বাদ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বাজেটের সময় আমরা দেখতে পাই যে প্রথমে একটা জেনারেল ডিসকাশান হয়, তারপর প্রত্যেকটি ডিম্যাণ্ডের উপর ডিসকাশান হয়। একটা জেনারেল ডিসকাশান হলে এই সুবিধা হয় যে অনেকের হয়তো প্রত্যেকটি ডিম্যাণ্ডের উপর বলার বিষয় বস্তু থাকে না, যদি কারও কিছু সামান্যতম থাকে তাহলে সেই ভিউ পয়েন্টসটা জেনারেল ডিসকাশানে রাখতে পারেন এবং ইনডিভিজুয়েল ডিম্যাণ্ডটা উইদ আউট ডিসকাশানেও পাস হয়ে যেতে পারে এদিক থেকে একটা জেনারেল ডিসকাশান আগে হয়ে তারপর প্রত্যেকটি ডিম্যাণ্ডের উপর আলাদাভাবে ডিসকাশান হতে পারে বলে আমার মনে হয়।

Mr. Speaker :—I think you want a general discussion on the Demands. Alright, you may discuss. General discussion will be started by the Opposition first. You may open the discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা। :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে একসেস গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে ডিসকাশান করার আগে আমি একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে বহু টাকা পয়সা খরচ হয়, পরবর্তী সময়ে সেটা রেগুলারাইজ করা হয়, অনেক সময় সেইগুলি বাজেটেও ধরা হয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এসেম্বলীতে যে মারশ্যাল ষ্টাফ আছে, গত তিন বছর যাবত এখানে কন্টিনজেন্ট হিসাবে কাজ করছে, তাদের আজ পর্যন্ত রেগুলার করা হচ্ছে না। ফলে সরকারী কর্মচারীরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, যেমন পূজা এ্যাডভান্স, ফ্লাড এ্যাডভান্স ইত্যাদি পায়, সেইগুলি তারা পাচ্ছে না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—পয়েন্ট অব অর্ডার। এই একসেস ডিমাণ্ডের মধ্যে এই পয়েন্ট আসতে পারে না। তার বাইরে কোন ডিসকাশান চলতে পারে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি একসেস গ্র্যান্ট যে বিষয়ের উপর রাখা হয়েছে তার উপর আপনি ডিসকাস করতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি যে ডিসকাশানে যাওয়ার পূর্বে একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে তাদের যেন রেগুলারাইজ করা হয় যাতে নাকি তারাও অন্যান্য কর্মচারীদের মত সুযোগ সুবিধা পায়। এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে টোটাল গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে বলতে গেয়ে আমি বলব যে বাজেট সেশানের মধ্যে বাজেট সেশান এলে আমরা যখন দেখাতে চেষ্টা করি যে প্রয়োজনের তুলনায় কম ধরা হয়েছে তখন রুলিং পার্টির ভোটের জোরে সেটাকে অগ্রাহ্য করে ডিমাণ্ডগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া হয় অথচ পরবর্তী সময়ে রিভাইজড বাজেট এবং সাপ্লিমেন্টারী বাজেটএ এইগুলি চাওয়া হয়। এই যে একসেস ডিমাণ্ড রাখা হয় এই সম্পর্কে একথা আমি বলতে বাধ্য যে এটা কংগ্রেস রাজত্বের একটা কেলেংকারীর নজীর। কারণ ১৯৬৪—৬৫ সালে এই একসেস এ্যামাউন্ট খরচ করা হয়েছে. এটা যদি ১৯৬৫—৬৬ অথবা ১৯৬৬—৬৭ এও আনা হতো, তাতে মনকে একটা সান্ত্বনা দেওয়া যেত, কিন্তু তিন চার বছর শেষ হয়ে গেছে, আজকে যথেচ্ছভাবে খরচ হওয়ার পর. যখন অডিট অবজেকশান দেওয়া হয়, তখন সেটাকে রেগুলারাইজ করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে. নিজেদের মত অপদার্থতা, দায় দায়িত্ব এ্যাসেম্বলীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে। কাজেই ব্যক্তিগত ভাবে এই ধরণের বাজেট সম্পর্কে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। কারণ আমরা বিধান সভায় প্রথম থেকেই একথা বলেছি যে বাজেটে যে বায় বরাদ্দ ধরা হয়. এইগুলি প্রয়োজনএর তুলনায় কম, এইগুলি বেশী করে ধরা হউক. কিন্তু সেগুলি নাকচ করে দেওয়া হয়। আমি জানি এখানে যারা রুলিং পার্টির সদস্য, তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা এই অবস্থাটা মেনে নিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু আজকে রাজনৈতিক দলকে রক্ষা করতে হবে, মন্ত্রীদের মত অপকর্ম সেটাকে চাপা দিতে হবে, তাই তাদের বুক ফাটে তবুও মুখ ফোটে না। মিনিষ্টারদের মত অপকর্ম, দায় দায়িত্ব তাই তারা তাদের নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেবেন এবং ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নেবেন। প্রশ্নটা এটা নয়। ভারতবর্ষের বা অন্যান্য পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে এই ত্রিপুরার মত কোন নজির আছে কি না আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে ১৯৬৪—৬৫সালে খরচ করার পর, ১৯৬৮—৬৯এ গিয়ে সেটাকে এ্যাসেম্বলীর মধ্যে রেগুলারাইজ করতে হবে।

১৯৬৪—৬৫ সালের যে এক্সেস ডিমাণ্ড এটা যদি ১৯৬৫তে রেগুলারাইজড করা হত বা ১৯৬৬—৬৭ সালেও হত তাহলেও মনে একটা সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু এটা আনা হয়েছে ১৯৬৮—৬৯ সালে। এটা কি নাম গণতন্ত্র। অর্থাৎ খরচ করব ১৯৬৪—৬৫ সালে আর এ্যাসেম্বলীতে রেগুলারাইজ করার জন্য আনা হবে ১৯৬৮—৬৯ সালে। (ফিনান্স মিনিষ্টার) এটা একৰ্ডিং টু রুল, গত কালের অমৃত বাজার পত্রিকা পড়বেন) হতে পারে জানিনা রুলে এরকম আছে কিনা, আপনারা সবই পারেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জুডিসিয়ারীর একটা খরচের

ব্যাপারে বলেছেন যে এটা রেগুলারাইজড করা হবে। কোন্ ডিপার্টমেন্ট এটা করবে, তিনি বলেন যে সরকারের তো অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, এটা পরে রেগুলারাইজ করা হবে। যেহেতু কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ গত ২ বছর আগে ২৯শে আগষ্ট গুলি করে মেরেছে, গণতন্ত্র কংগ্রেসের বৃহত্তম রক্ষী তারা, কাজেই তাদের বাঁচাতে হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার। আমাদের সামনে যে ১৯৬৪—৬৫ সালের এক্সেস্ ডিমাণ্ড আছে সেটার উপর আলোচনা করব, না বর্তমানে যে জুডিসিয়াল এনকোয়ারী চলছে সেটা সম্বন্ধে বলব।

মিঃ স্পীকার :—তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন। তিনি গণতন্ত্রের নমুনা দেখাচ্ছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—লক্ষ লক্ষ টাকা খুশীমত খরচ করলেই বৃহত্তম গণতন্ত্রের রক্ষা হয় না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা বিষয় আমি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী যদি কোথাও কোন কারণে যান, মফঃস্বলে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের বড় অফিসার তার সংগে যান। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর জন্য টাকা খরচ করলে চলবে না, অফিসারদের জন্যও খরচ করতে হবে। কাজেই বৃহত্তর গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এই টাকাটা খরচ হল। আপনারা পারেন না এমন কোন কাজ নাই। সরকারী গাড়ী, সরকারী তেল, অর্থাৎ এটা একটা লুটের রাজত্বের মত। সুযোগ আছে, সুবিধা আছে। যাই হোক, ডিমাণ্ড ওয়াইজ আমি বলছি।

সার্ভে সেটেলমেন্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে—"The excess occured under the Group Head "A.—Staff for Charges of Administration of Land Revenue—(Rs.0.31)" lakhs) and "B.—Survey, Settlement and Record Operation Establishment" (Rs. 1.04 lakhs), was mainly due to the following reasons :—

i) increased touring for better collection of Government revenue.

ii) drawal of arrear pay and allowances in the revised scales of pay

এখানে বলা হয়েছে যে রেভেনিউ কালেকশানের জন্য গভর্ণমেন্ট অফিসারগণ বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেছেন, তার জন্যই এই এক্সেস হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যেক জায়গার মধ্যেই তহশীলদার আছে, আাসিষ্টেন্ট তহশীলদার আছে (ফিনান্স মিনিষ্টার তাদেরও টি. এ আছে) তাদের তো আছেই, গভর্ণমেন্ট অফিসারদেরও গাড়ী খরচ আছে, তোলটেজ আছে। কাজেই খাজানা আদায় যতটুকু নিজের স্বার্থ টা তার চেয়ে বেশী এবং সেজনাই এই এক্সেস হয়েছে।

আর সার্ভে সেটেলমেন্ট সম্পর্কে বলে কিছু লাভ নাই। এটা মহাভারতের মত। এখানে রেকর্ড অপারেশান এবং এষ্টাব্লিশমেন্ট ইত্যাদি ব্যাপারে অত ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না। তথাপি যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি রেকারেন্স হিসাবে দিতে হয়।

মিঃ স্পীকার :—আপনি এক্সেস গ্র্যাণ্ট সম্বন্ধে বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই রিলেশানেই বলছি। এখানে লেখা আছে যে রেকর্ড অপারেশান, এষ্টাব্লিশমেন্ট ইত্যাদি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সার্ভে সেটেলমেন্টের যে রেকর্ড অপারেশানের টার্গেড পিরিয়ড সেটা আমি মনে করি শেষ হয়ে গেছে। এখন যেভাবে কার্য্যক্রম চলছে তাতে যদি আরও দশ বছরও একসেটেনাশান দেওয়া হয় তাহলেও কাজ শেষ হবে কি না আমার সন্দেহ আছে। আমরা ভাল করেই জানি যে পুরানো যে তৌজি তার সংগে নূতন তৌজির কোন মিল নাই। জোর জবরদস্তি করে সেইগুলি মিলান হচ্ছে। তাতে জনসাধারণ অসম্ভব ভাবে হয়রানি হচ্ছে। একজনের জমি হয়ত নাল জমি আছে, সেটাকে দেখান হয়েছে টিলার বাগ, একজনের জায়গা অন্যের তৌজিভুক্ত করা হয়েছে, এমন নজির অনেক আছে, বলে শেষ করা যাবেনা। আরেকটা কথা এখানে বলতে হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে একটি প্রেস আছে সেখানে একটি ম্যাপ প্রিন্টিং মেশিন অনেকদিন থেকেই সেটা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, এখন পর্যন্ত কোন ম্যাপ ছাপানো হয় নাই, বর্তমানে হচ্ছে কি না জানি না। এটা নাকি একসময় আমাদের সেটেলমেন্ট অফিসার লোধ সাহেব এবং তার ঘনিষ্ট একজন আত্মীয় শ্রীতাপস বাবু এক সংগে গিয়ে দেরাদুন থেকে কিনে এনেছেন। মেশিনটা খুবই পুরান।

মিঃ স্পীকার :—পারচেজ অব প্রিন্টিং মেশিন এই ডিসকাশানে আসছে না You will restrict your discussion on the specific demand. আপনি আজকে প্রস্তুত হয়ে আসেন নি বলেই আমার মনে হয়।

দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এ্যালাউ না করেন তাহলে আমার বলার কিছু নাই। এখানে যে একসেস অ্যামাউন্ট খরচ হয়েছে ডিউ টু ড্রয়েল অব এরিয়ার পে এণ্ড এ্যালাউন্সেস ইন দি রিভাইজড স্কেল অব পে, এখানে বলার কিছু নাই, আপত্তি করারও কিছু নাই তবে এতদিন পর্যন্ত যে তাদের দেওয়া যায় নাই সেটাই অপরাধের কথা এবং অন্যায় কথা বলে আমি মনে করি।

ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩—স্টেট এক্সাইজ ডিউটিজ—এখানে বলা হয়েছে যে—The excess occurred under the Group Head 'A District Executive Establishments' was mainly due to payment of arrear pay on account of revision of scales of pay sanctioned by the Government o India with effect from 1st April, 1961.

এটাও সোজা কথা তাদের একটা এরিয়ার দেওয়া হয়েছে। এখানে খুব বেশী বক্তব্য আমার নাই তবে এটা আরও আগে এখানে আনা উচিত ছিল। টাকা দেওয়া হয়েছে, অথচ এতদিন এ্যাসেম্বলী কিছুই জানে না এটা আপত্তিজনক।

ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৫—মেডিক্যাল। বাজেট সেশানে, বিভিন্ন সময়ে কাট মোশানের মাধ্যমে আইটেম বাই আইটেম আমরা বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছি যে বর্তমান প্রয়োজনের

তুলনায় এইগুলি কম, কিন্তু রুলিং পার্টি ভোটের জোরে সমস্ত বাতিল করে দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে—The excess occurred under the Group Head "E. 2—Hospitals and Dispensaries' was mainly due to adjustment of B, T, Bills relating to the previous year." এইগুলি সম্পর্কে বারবার বক্তব্য রাখি কিন্তু তখন সেগুলি কার্যকরী করা হয় না, এখন যখন খরচ করা হয়ে গেছে, সেইগুলি বিধানসভার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯—কো-অপারেশান। এখানে বলা হয়েছে—The excess occurred under the Group Head 'A Superintendence" was mainly due to excess expenditure for the construction of Community Centre-cum-Go-down under colonisation schemes in Tribal Welfare Programme-implemented by various B. D. O. s and Additional Sub-Divisional Officers.

এইগুলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে যেয়ে আমি একটা ঘটনার কথা বলব যে মুণ্ডবিপুর রিজার্ভ এলাকা থেকে ০·৩৩ বঃ মাঃ একটা জায়গা মুক্ত করার একটা প্রস্তাব দেওয়া হল, কারন দেখান হল যে জুমিয়া এবং ল্যাণ্ডলেস এাগ্রিকালচার লেবারদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে ঐ জায়গাটা আগে থেকে অকুপাইড। কাজেই সেখানে জুমিয়াদের এবং এাগ্রিকালচার লেবারারদের বসানোর কোন উপায় নাই, অথচ নাম দেওয়া হল যে জুমিয়া এবং ল্যাণ্ডলেস এাগ্রিকালচার লেবারদের জন্য সেই জায়গাটা রিজার্ভ মুক্ত করা হবে। কাজেই আমি জানি না অন্যান্য জায়গাতেও এইভাবে জুমিয়া পুনর্বাসন এর নামে করে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীম থেকে টাকা পয়সা খরচ হয়েছে কি না এবং কনষ্ট্রাকশান অব গো-ডাউন আণ্ডার কলোনাইজেশান স্কীম ইন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম-ইমপ্লিম্যান্টেড বাই ভেরিয়াস বি, ডি, ও, এণ্ড এ্যাডিশন্যাল সাব-ডিভিশান হয়েছে কি না, সেই সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ জুমিয়া পুনর্বাসনের নাম করে রিজার্ভ মুক্ত করা হল, অথচ সেখানে জুমিয়ার কোন চিহ্নও নাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলতে পারেন কোন কোন জায়গায় কি হয়েছে না হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার অন্ততঃ জানা নাই। এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীমের নাম করে টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ ট্রাইবেলদের কোন কাজ হয় না। কি ভাবে, কার মারফত এইগুলি খরচ করা হয় আমরা জানি না। নির্বাচনের আগে, বিশালগড় ব্লকের জন্য ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার স্কীমের যে টাকা স্যাংশান ছিল, সেইগুলি ইলেকশানের আগ মুহূর্তে এক সঙ্গে খরচ করা হয়। অর্থাৎ টাকা যদি ট্রাইবেলদের ইন্টারেষ্টে, ট্রাইবেলদের সুযোগ সুবিধার জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীমে স্যাংশান হয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্যই খরচ হওয়া দরকার, কিন্তু যেখানে খরচ করলে পরে ভোট বেশী পাওয়া যাবে, সেখানেই টাকাগুলি খরচ করা হয়। যেমন তেলিয়ামুড়া আমরা দেখি বহু টাকা ট্রাইবেলদের

নাম করে ইলেকশানের পূর্বে খরচ করা হয়েছে। সব জায়গায়ই এইভাবে খরচ হয়, নাম থাকে শুধু ট্রাইবেলদের।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য কি বলতে চান যে ট্রাইবেলদের জন্য সে টাকা খরচ করা হয়নি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খরচ করা হয়েছে তবে খুব কম। কারন আমি বিশালগড় ব্লকের কথা জানি, আমার নিজস্ব এরিয়া, কি ভাবে ইলেকসানের আগে টাকাগুলি খরচ হয়েছে এবং কার মারফত খরচ করা হয়েছে। এই হাউসের মধ্যে অনেক সময় আমি সেগুলি উল্লেখ করেছি। এই যে ট্রাইবেলদের নাম দিয়ে এই টাকাগুলি খরচ করা হচ্ছে সেটা শুধু একটা প্রচারের জন্য যে আমরা ট্রাইবেলদের জন্য এইগুলি করছি যাতে সেনট্রাল থেকে আরও বেশী করে এই খাতে টাকা আনা যায়। আমি এই হাউসে একথা বলেছিলাম যে আমাদের উপস্থিত উন্নয়নমন্ত্রী এক সময় বগাফার তহশীলদার ছিলেন, আর এখন হয়েছেন আর, পি, সি, মন্ত্রী।

মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি এই কথা বলতে পারেন কিনা যে তিনি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, নির্বাচিত হওয়ার আগে সেই এলাকায় যে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল এখনও সেই অবস্থা আছে কিনা। উনি মন্ত্রী হওয়ার পর সেখানে থেকে একটা বড় অংশ আসাম কাটাখালে চলে গিয়েছে কিনা এবং বিভিন্ন জায়গাতে ভিক্ষুকেরমত ঘুরে বেড়িয়েছে কিনা সেটা মন্ত্রী মহোদয়ই বলুন।

মিঃ স্পীকার :— **প্লীজ কাম টু দি পয়েন্ট।**

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এটা খুব সুখের কথা নয়। তিনি মন্ত্রী হতে পারেন, তিনি ভোট পেয়েছেন সত্যি কিন্তু জনসাধারণের জন্য কতটুকু কি করেছেন এটা সকলেরই জানা আছে। আর ডিমাণ্ড নাম্বার ২১ এ মিসলেনিয়াস, সোস্যাল অ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট অরগেনাইজেশনস্ ; নামটা খুব সুন্দর। এই সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নাই, এটা শুধু বেতন ইত্যাদি। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫— ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে প্রশ্ন হল আজকে যদিও এটাকে এক্সেস হিসাবে ধরা হয়েছে আমরা এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কাট মোশন দিয়েছি এবং বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করেছি যে এই খাতে আরও বেশী টাকা রাখা দরকার। অনেক দরখাস্ত পড়ে আছে কানেকশন দেবার জন্য। অথচ এখন যে সামান্য পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে সেটাই নাকি ক্ষমতার অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে বলে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছে, আর কোন নূতন লাইন দেওয়ার ক্ষমতা নাই। কাজেই লোকের চাহিদা অনুসারে যাতে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা দরকার। বলেও কোন লাভ নাই কারণ খরচ হয়ে গেছে। আমিও বললাম, মিনিষ্টারও শুনলেন, কিছুই হল না। আর ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬ এ দেখানো হয়েছে পেট্রল খরচ বেশী হয়েছে। পি, ডব্লিউ, ডি, টা সাধারণতঃ লুঠের বাজার। এটার ভিতরে ঢোকাও কঠিন ব্যাপার। কাজেই এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। তবু যে ভাবে খরচ করা হয়েছে

তার কোন নিয়ম কানুন মানার দিক দিয়ে খুব গাফিলতি দেখা যায় এবং অডিট রিপোর্টে এই সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কাজেই আজকে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অফিসারগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হউক খরচ তারা করেছে এবং এসেমব্লীতে রেগুলে-রাইজড করার জন্য আনা হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত রুলস্ অ্যাণ্ড রেগুলেশন তারা ভায়লেট করেছেন সেজন্য তাদের দায়ী করা উচিৎ। যারা বছরের পর বছর এরকম করে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ। এগুলি সম্পর্কে তাদের সেন্সার দেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। টাকাগুলি কিভাবে খরচ হয়েছে জানিনা। কাজেই এইগুলি সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। আর ডিমাণ্ড নাম্বার ২৮ এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার। যারা পেনশান পাওয়ার অধিকারী তারা যে কিভাবে তা থেকে বঞ্চিত আছে এমন ঘটনাও আমার জানা আছে। একটা ঘটনার কথা আমি বলতে চাই। এটা অবশ্য পুরানো কথা। বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে। সেটা হচ্ছে। শ্রীমতী হিরণময়ী দেববর্মা ওয়াইফ অব শ্রী জে, সি, দেববর্মা, নাজীর বাড়ী, আগরতলা। তিনি গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরার রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে একটা পত্র লিখেছিলেন ৮, ১১, ৬৭তে। আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না। মূল বিষয় বস্তু হচ্ছে অনেক দিন আগে ১৯৫২ তে শ্রীজিতেন দেববর্মার একটা দরখাস্ত আছে। ১৯৫২ সালের আগে উনি অমরপুর বিভাগের এস, ডি, ও, ছিলেন। তারপর তিনি অনেক দরখাস্ত দিয়েছেন। কিন্তু দরখাস্তগুলি যে কোথায় আছে কেউ তার খোঁজ জানে না। ফোর্থ জেনারেল ইলেকশনের প্রথম দিন তিনি মারা যান। এখন পর্যন্ত উনার বিধবা স্ত্রী খোঁজ খবর করেছেন পেনসান সম্বন্ধে কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে এতদিন চাকরী করেও তিনি পেনসান পেলেন না এবং উনার কাগজ পত্র কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

Mr. Speaker :— The Hon'ble Member speaking will have the floor. The House is adjourned till 2 P. M.

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে reference হিসাবে আমি আনছিনা। সেটা অনেক দিন হয়ে গেছে, ১৯৫২-৫৩ সনের ব্যাপার, আর বর্তমানে ১৯৬৮ চলছে, তিনি মারা গেছেন। কিন্তু তার family pension benifit পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে আমি house এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ২২।৪।৫২ সনে তিনি একটি দরখাস্ত চিফ কমিশনারের কাছে দিয়েছিলেন, সেটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি to the Hon'ble Chief Commissioner Bahadhur, Agartala, Tripura.

Sir,

I like to bring to your kind notice the following facts for sympathetic consideration and properre dress. I am not getting my arrear pay from 15th Oct. 1949 to January, 1950. As the......of the Govt. employees I have informed about this in full details to the Hon'ble previous C. C. Major A. B. Chatterjee

Bahadhur by petition vide No. P—9/51 dt. 15.6.51 number P—11/51 dt. 25.7.51. এই ভাবে উনি একটা petition দিয়েছিলেন। My pension proposal could not be submitted as I have not yet received my arrear pay. There is no certainty when I shall get arrear pay. So there is no doubt that in order to get pension it will take at least 3 or 4 years more. Your honour can appreciate in this hard days how I am suffered with my family for such a long period if I neither get my pension nor any job. So I fervently pray that your honour would kindly consider ইত্যাদি ইত্যাদি। Jitendra Ch. Deb Barma ২২।৪।৫২ তাং পর্যন্ত S. D. O. ছিলেন। Referenceটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি, Number হল ১১১১৮২৭৮ Govt. of Tripura, Revenue Department, Agartala তারিখ 12th November, 1952. দিয়েছিলেন Shri Jitendra Ch. Deb Barma as S. D. O. with reference to your letter dt. nil.

Mr. Speaker :— Hon'ble Member excess grant সম্বন্ধে আপনি আলোচনা করেন।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার স্যার, excess grant এর মধ্যে pension সম্বন্ধে আছে। তাদের pension এর টাকা পয়সা দেওয়া হয় নাই। এটার মধ্যে সেই সম্বন্ধে আছে। কাজেই এটার উপরে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এভাবে বহু correspondence আছে একটার পর একটা। উনি মারা যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত কেন যে দেওয়া হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না। তাহার বিধবা স্ত্রী এ সম্পর্কে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এ হল অবস্থা। আজ একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এটাও কংগ্রেস সরকারের একটা অপকীর্তি। আজকে মানুষ retire করার পর সে pension ভোগ করতে পারবে না। মরে গেলেও তার family pension benifit ভোগ করতে পারবেনা। এই হল অবস্থা। এই রকম একটা বেদনাদায়ক ঘটনা House এর মধ্যে ২।৩ বার discussion হওয়ার পরও এ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বা এই সম্পর্কে যারা deal করেন তারা কোন action নেয় না। মাননীয় একজন Minister এক সময় বলেছিলেন এই caseটা মীমাংসিত হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সম্পর্কে কিছুই পাওয়া যাচ্ছেনা। আজকে একজন অসহায় বিধবা মহিলাকে নিয়ে যে হয়রানি করা হচ্ছে এই সম্পর্কে আজকে House এ বিস্তৃত বিবরণ রাখছি, কিসে তার অপরাধ, রাজার আমলে চাকুরী করলেন। Intergation যখন ত্রিপুরাতে হল তখনও চাকুরী করলেন বহুদিন পর্যন্ত তিনি পেনসন পেলেন না। তারপর তিনি মরে গেলেন। এরপর তার family পর্যন্ত Pension পাচ্ছে না। এই সম্পর্কে আমি জানতে চাই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যারা Ruling partyর মন্ত্রীমণ্ডলী বা যারা এই সম্পর্কে deal করেন আমি এই সম্পর্কে তাদের নিকট হতে জানতে চাই—যে এই case সম্পর্কে উনারা কি করতে চান। নাকি পাওয়ার অধিকারী নয়। ওনারা যদি তাই বলতে চান, তাই বলুন। অর্থাৎ এই ভদ্র মহিলা সম্পর্কে একটা কিছু উত্তর আজকে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। এই কথা বলে এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য রাখছি।

আর একটা বিষয়ের উপর আমি একটা reference রাখছি। একটা উদাহরণ হিসাবে সেটা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে এখনে যে সমস্ত class IV employees মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানেন তারা Revision of pay scale চালু হওয়ার আগে—যে টাকা বেতন এলাউন্স ইত্যাদি মিলাইয়া পাইতেন আর Revision of pay scale চালু হওয়ার পর গড় পড়তা ২॥• টাকা কম পাচ্ছেন। অথচ Revision of pay scale চালু হওয়ার পর অন্যান্য employee রা কম বেশী arrear পেয়েছেন। কিন্তু class IV employeesরা তা পাননি, তারা হতভাগ্য। বরং উলটা ২॥• টাকা করে তাদের থেকে recovery করা হচ্ছে। কাজেই আজকে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট তাদের চলছে এতে যদি মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন class IV employeeরা কম খেয়েও বাঁচতে পারে, তাহলে তো আমার বলার কিছুই থাকেনা। যদি এ কথা মনে করেন যে তারাও মানুষ মোটা ভাত মোটা কাপড় পড়ে বাঁচবার অধিকার তাদেরও আছে—তাহলে আজকে তাদের বেতন সম্পর্কে চিন্তা করার দরকার। Special Compensatory allowance যে তারা পেতেন সেই সম্পর্কে consider করা দরকার। হুগলি-তে একটা ঘটনা হয়ে গেছে। ১৪ বৎসর পর্যান্ত একজন employee লেবুতলা-তে কাজ করল, কিন্তু তাকে regular করা হল না। অতএব তার মৃত্যুর পর, অন্যান্য কর্মচারীরা যে রকম নিজেরা Pension বা family Pension পান, তার পরিবার সেটা পেলনা, এই অবস্থা চলছে। এদিক দিয়ে অন্ততঃ অন্যান্য কর্মচারীদের মত যারা Contingent employee আছেন তাদের regular করা দরকার। Washing Allowance মন্ত্রীর আমলে ১ টাকা পেতেন, বর্ত্তমানে সেই এক টাকাই পান। এখন সাবানের দর বা কাপড় কাচার জিনিষের দর যে বেড়ে গেছে এগুলি, বিবেচনা করা দরকার। তাদের এ কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ভালভাবে জানেন। বহুবার সরকারের নিকট তাদের দাবী দাওয়া পেশ করেছেন। তাদের সম্পর্কে বিধান সভাতেও আলোচনা হয়েছে যে তারা কি ভাবে বাঁচতে পারে। সরকারের টাকা বিভিন্নভাবে খরচ হচ্ছে। খরচের তো অন্ত নেই। আজকে যদি এই সমস্ত class IV employeesদের ভালরকম থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে আগরতলা সহরের অনতিদূরে একটা কলোনী করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। আজকাল আগরতলাতে আমতলী থানার বাজার পর্যন্তও বাস চলে, কাজেই তাদের যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা হবেনা। অর্থাৎ যাতে তারা ভালভাবে খেয়ে পরে থাকতে পারে সেইরকম একটা ব্যবস্থা করার জন্য তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট Memorandum দিয়েছেন। কাজেই এই সম্পর্কে একটু বিবেচনা করা দরকার। একটা কথা আমি আগেও বলেছি যে ১৯৬৪-৬৫, এর বাজেট ১৯৬৮ সনে বিধান সভাতে হাজির করা হয়েছে। আমার মতে এটা খুব অন্যায় করা হয়েছে। আমার মতে এটা আগেই আনা দরকার ছিল। কর্মচারীদের দোষেই হউক বা মন্ত্রীদের দোষেই হউক সরকার এর দায়িত্ব এড়াতে পারেনা। সেইদিক দিয়ে আমি মনে করি রুলিং পার্টির কোন অসুবিধা নাই, কারণ ভোটের জোরে তারা সব কিছুই পাশ করাতে পারেন। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে

এই দায় দায়ীত্বের ভাগ নিতে আমি প্রস্তুত নই। আমি vehemently, oppose করছি। ভবিষ্যতে যাতে এই রকম খরচ regularise করার জন্য বিধান সভায় না আসে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি ইহার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করি।

Mr. Speaker :— Now I Call on Hon'ble member Shri Promode Rn. Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমরা আলোচনা করছি Excess Grant for 1964-65। এখানে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে, প্রথমতঃ মাননীয় সদস্য এই আলোচনা করতে গিয়ে অনেক কথা বলছেন যেমন জিতেন দেববর্মার পেনসনের কথা, ১৭ বৎসরের একটা class iv employeeর ব্যাপার। এসব বিষয়ের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। যাতে সরকারী কর্মচারীদের চাকুরী ভালো হয় এবং জিতেন দেববর্মার প্রমুখ লোকেরা pension পায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আজকে আলোচার যে বিষয়বস্তু তার মধ্যে এটা আসে কি না। এটা যদি Supplementary budget বা resolution এর উপর কোন আলোচনা হতো তাহলে শুরুনা। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলতে পারতেন এবং সেটা সম্ভব হতো। কিন্তু এই বিষয়বস্তুর সাথে এর কোন সম্বন্ধ নাই। তদুপরি তিনি একটা কথা ভুলে গেছেন যে Introductory remark এর No. 2তে তিনি দেখতে পাবেন যে, These excesses have been scrutinised by the Public Accounts Committee, যার সদস্য উনি আছেন, which in the third report for 1967-68, the P.A.C has recommended for regularisation. অতএব এটা P.A.C.তে এসেছিল এবং P.A.C.তে unanimously এটা recommend করেছে। অতএব আজকে তিনি সেটার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কিন্তু P.A.C.তে তার কোন note of dissention নাই। তিনি সেখানে কোন আপত্তি করেন নি। অতএব উনি এখানে একটা self contradictory position নিয়েছেন। সেটা আমি মনে করি মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুর পক্ষে befitting হচ্ছে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— Point of order, Public Accounts Committee তে কি কি আলোচনা হয়েছে সেটা উনি এখানে উত্থাপন করতে পারেন কি না?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, P. A. C.র Third Report House এ placed হয়েছে। উনি যে dissention দেননি সেটা আমি বলেছি। P.A.C. র proceedings সম্বন্ধে আমি কিছু বলিনি।

Mr. Speaker :— এটা point of order এর বিষয়বস্তু নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— আমি point of order তুলেছি। আপনি যা decision দেন দিবেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— তারপরে 5% excess grant is permissible. Original grantএর সঙ্গে যদি তুলনা করেন তাহলে কোথাও দেখতে পাবেন না যে 5% এর বেশী excess grant চাওয়া হয়েছে। সেই দিক দিয়ে আমাদের এটা সমর্থন করা উচিত। এটা committed expenditure, 64-65 এ হয়েছে। কতগুলি বিষয়ে হয়েছে, এর মধ্যে revision of pay scale এই সব নানাহ কারণে unforeseen expenditure করা হয়েছে। তার জন্য এই excess grantটি হাউসের সামনে এসেছে। ইহাকে oppose করার কোন অর্থই নেই, ভিত্তি নেই। এই সম্বন্ধে আমি আর বেশী বলতে চাই না। Public accounts Committee এটাকে regularise করার জন্য হাউসে পাঠিয়েছেন। আমি এই excess grantকে সমর্থন করছি এবং আশা করি House unanimously তা গ্রহণ করবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Minister, Shri Prafulla Kumar Das.

Shri Prafulla Kumar Das (Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই House এ excess grant relating to 1964-65 place করা হয়েছে, আমি তার সমর্থনে বলছি। এই excess grant এর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় যেভাবে তার বক্তব্য শেষ করেছেন এতে বুঝা যায় যে excess grant কে বিরোধীতা করার কোন যুক্তিপূর্ণ ground ছিল না। শুধু বিরোধীতা করার জনাই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

Land Revenue এর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি Judicial enquiry র কথা বলেছেন। Land Revenue এর সঙ্গে Judicial enquiryর কোন সম্পর্ক নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে Judicial enquiry তাদের পক্ষে একটা ত্রাসের কারণ। তার কারণ তাদের সমাজ বিরোধী কার্যাকলাপের কথা Judicial enquiry করলে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। তাই মানুষের কাছে Judicial enquiry কে খাট করে তোলার জনাই এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এই হাউসে করছেন।

এই Demand এ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন যে Chief Minister যখন tour এ যান তখন বিভিন্ন Deptt. এর লোকেরা ওনার সাথে যান। সাধারণতঃ Chief Minister যখন tour এ যান, মানুষ ওনাকে ডেকে নেন তাদের অভাব অভিযোগ জানানোর জন্য। সুতরাং অভাব অভিযোগ প্রতিকারের জন্য যে সমস্ত Deptt. connected—সেই সমস্ত Deptt. এর কর্মকর্তাদের সংগে নেওয়া হয়। তার মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের প্রশ্ন আসে না, তাছাড়া Land revenue আলোচনা করতে গিয়ে এগুলির আলোচনা করার কোন যুক্তি আছে বলে আমি বুঝতে পারছি না। শুধু মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তিনি আলোচনা করেছেন। তারপর প্রত্যেকটি

demand এর পেছনে যুক্তি দেখানো হয়েছে বলে এই excess grant চাওয়া হয়েছে, তা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যেভাবে বলেছেন—কখনও কখনও তিনি বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন. যা বলেছেন তা আলোচনা করার কোন অর্থ নেই। সুতরাং তিনি স্বীকার করেছেন এই excess grant যুক্তি সঙ্গত। এর মধ্যে আলোচনা করার কিছুই নাই। শুধু বিরোধীতা করার জন্যই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং কতগুলি কথা তিনি বলেছেন।

Jumia settlement সম্পর্কে আলোচনা করার সময় তিনি মাননীয় মন্ত্রী রাজ প্রসাদ চৌধুরীর কথা বলেছেন। সেদিনও তিনি বলেছেন যে বগাফা— কাঠালিয়ার রাজ প্রসাদ আজকে মন্ত্রী। যখন tribal উন্নয়নের কথা বলা হয় তখন তিনিও স্বীকার করবেন R.P.C. ও একজন tribal যদি আগের অবস্থা থেকে তার উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে একজন tribal এর উন্নতি হল। ঠিক তেমনি হাজার হাজার জুমিয়া landless tribal এর যদি পুনর্বাসন হয় এবং তাদের যে economic development এর সাথে যদি মাননীয় মন্ত্রী রাজ প্রসাদ চৌধুরীর উন্নতি হয়ে থাকে, তাহলে সার্থক হয়েছে সরকারের পরিকল্পনা এবং tribal এর যে উন্নতি হয়েছে সেটা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং R.P.C. সাহেবের সম্পর্কে আলোচনা grudge মূলক। সেদিন House এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। R. P. C. সাহেবের নেতৃত্বে এবং Communist party মানুষের উপর জোর জবরদস্তি করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করার যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা ব্যর্থ হয়েছে, বানচাল হয়েছে। সেজন্য R.P.C. সাহেবের নেতৃত্বের উপর সেটা একটা কটাক্ষ ছাড়া আর কিছুই নহে। সেদিন বিরোধী সদস্যের প্রশ্নের উত্তরের সময়ও বলা হয়েছে। তারা প্রশ্ন করেছিল যে Teacherদের মধ্যে কত Tribalকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। উত্তরে বলা হয়েছে বিরাট সংখ্যক Tribalদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। সেই দিক দিয়ে যে Tribalদের উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সেই Figure Houseএ place করা হয়েছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে Tribalদের উন্নতি হয় নাই এই কথা পরোক্ষভাবে বলেছেন, কিন্তু কোথায় কোথায় ত্রুটী হয়েছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। তাছাড়া Co-operation সম্পর্কিত ব্যাপারে ঐ সমস্ত আলোচনা আসে না তিনি যে আলোচনা করে গেছেন। এমনি-ভাবে এখানে ১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে মোট number ছিল 46 grants সেখানে মাত্র ৯টা Revenue Accountএ ৮টা grant এবং আর একটা হচ্ছে Capital Accountএ। মোট ৯টা grant সম্পর্কিত ব্যাপারে excess খরচ হয়েছে, সেটা এখন regularise করার প্রশ্ন। এবং বেআইনিভাবে ভোটের জোরে পাশ করে নেওয়া হবে এরকম কথা বলার কোন যৌক্তিকতা নাই। তার কারণ আইন অনুযায়ী এটা Assemblyতে এসেছে। Parliamentএ ও নজীর আছে, অন্যান্য রাজ্যেও excess grant সম্পর্কিত ব্যাপারে regularisationএর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যেভাবে আইন মাফিক regularisation করা যায় সেইভাবে করা

হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন তার বিরোধীতা করে এই Houseএর সামনে যে Excess grant রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to give his reply.

Shri Krishnadas Bhattacherjee, (Finance Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Demand for Excess grant রাখা হয়েছে তার আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন যার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধই নাই। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন যে তারা দাবী করেন বাজেটে আরও অর্থ বরাদ্দ করার জন্য কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করা হয়। সেই জন্যই এই সমস্ত Excess grant পুনরায় চাওয়া হয়। কিন্তু মাননীয় সদস্য জানেন যে Excess হতে বাধ্য। যারা প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করেন সেখানে ও বৎসরের শেষে কিছু excess খরচ হয়। To the pie হিসাব করে কেউ বলতে পারে না যে এত টাকার মধ্যেই থাকবে, তার আর উনিশ বিশ হবে না। এটা কোন State Legislature বা Parliament বলতে পারে না। প্রত্যেকেরই প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ রাখা সত্বেও excess টাকা খরচ করতে হয় এবং সেই excess টা regularise করা হয়। যেমন Parliament এ excess grant regularisation করতে হয়েছে। প্রত্যেক বৎসরই Parliamentএ এরকম হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক State এ কোন জায়গায় excess হয় কোন জায়গায় savings হয়, সেটা Parliament এবং State Legislature regularisation করে নেয়। সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় কম টাকা বা বেশী টাকা রাখার কোন প্রশ্ন এখানে আসে না। তিনি বলেছেন এই যে excess grant এটার মধ্যে কতগুলি কেলেঙ্কারী নিশ্চয়ই আছে এবং সেটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তার জন্যই এতদিন এটা আনা হয় নি। ১৯৬৪-৬৫ সালের যে excess সেটা এখন আনা হল কেন সেই প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কেলেঙ্কারীর কি আছে। সবগুলি Public Accounts Committee Serutinise করেছে যে, কেন excess grant হল। Accountant Generalও বলতে পারেননি যে এটা infructuous expenditure হয়েছে। তারা শুধু বলেছেন এটাকাটা excess expenditure হয়েছে। এখানে চুরি বা infructuous expenditure হয় নাই। Audit Report বা Public Accounts Committeeর রিপোর্টেও এমন কোন কথা নেই। The expenditure incurred were reasonable তার জন্যেই P.A.C. recommend করেছেন Assemblyকে দিয়ে regularise করার জন্য।

এতদিন পরে কেন আনা হল এই প্রশ্নটা তিনি রুলটা জানেন না বলেই করেছেন। 1964-65 এ যে excess টাকাটা খরচ হয়েছে সেটা A. G.র Audit Report এর পর Public Accounts Committee examine করবে এবং তারপর Public Accounts Committee recommend করলে পরে বিধান সভাতে excess expenditure টা regularisationএর জন্য place করা হয়। কাজেই Public Accounts Committee recommend করার পরেই এই sessionএ অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। Govt. of Indiaর যে direction রয়েছে যে, where the provision in the Union Territories Act or the Constitution lay down the Constitutional requirements for the regularisation of the excesses the procedural aspect thereof with reference to the consent of the Public Accounts Committee in the matter has to be regulated in the light of the provision laid in the rules of the Legislature concerned.

অর্থাৎ Central Govt.এর যে excess হয় সেটা so far the Central excess were concerned we possess them only after the Central Public Accounts Committee has examined and recomended their regularisation under rule 308(4 of the Rules of our own. We are not aware whether similar provision has been made in the Rules of Proceedure for the Tripura Legislature, আমাদের Legislature এও সেই rule করা হয়েছে, Rule 202(4) of our Rules. If your rules provide for the regularisation of the excesses by the P.A.C. the Govt. of Tripura can possess the excesses after the P. A. C. recommendation is available. In case no such provision exists in the Rules of the Tripura Legislature it is left to the Union Territory Govt. and the Union Territory Legislature. Settle the matter or to make the provision in Rules.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের Rules এ সেটাও রয়েছে 202 4)এ। P.A.C, examine করার পরই আমরা সেটা regularise করতে পারি। সুতরাং 64-65 এর excess expenditure টি যখন P. A. C. regularise করার জন্য বলল তার পরেই আমরা সেটা Legislatureএ place করেছি এবং সেটা procedure মতেই করা হয়েছে। 64-65এর Audit অনেক পরে হয়েছে। তারপর Audit Report হয়েছে। P. A. C, examine করে recommend করেছে এবং তারপর আমরা Houseএ place করেছি। সুতরাং মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা মহাশয় । এই proceedure and law জানেন না বলেই বলছেন যে এতদিন পরে কেন এটা করা হলো, এতদিন কেন করা হল না। তার কারণ হলো according to Rule এটা করা সম্ভব হয় নি। যদি করতে হয় তাহলে Tripura Assembly Rule পাল্টাতে হবে বা Speakerকে Ruling দিতে হবে, যে না এটা before the audit, before it is examined by Public Accounts Committee

place করতে হবে। Assembly rulesএ সেটা নেই। কিন্তু Assembly থেকে যদি direction দেয় তা হলে we can do it, not before that. এখানে Public Accounts Committee বা Audit এর কোন objection নেই। তিনি অভিযোগ আনছেন যে মন্ত্রীদের অপকর্মের জন্যই এই সমস্ত excess হয়। এই সমস্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বার্তা কোন মাননীয় সদস্যের কাছে আশা করা যায় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Point of order তুলছি, দায়িত্বজ্ঞানহীন এই রকম উক্তি তিনি Assemblyতে করতে পারেন কিনা, একজন member সম্পর্কে।

Dy. Speaker :— "দায়িত্বজ্ঞানহীন" কথাটা ত defamatory word নয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কথাটা হচ্ছে যে উনি member হিসাবে ওনার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। সেটাই আমি বলতে চেয়েছি।

Dy. Speaker :— It is not unparliamentary.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কথা তিনি বলেছেন Excess grant সম্পর্কে। তিনি কয়েকটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন। Judicial enquiry এর খরচ সম্পর্কে তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে যেখান থেকেই খরচ করা হোক না কেন তা regularise করা হবে। সেটা এমন কি বে-আইনি কথা হলো সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। Judicial enquiry যে হবে, তাতে যে খরচ হবে, সেটা unforeseen, সেটা আমরা আগে বলতে পারি না যে এত টাকাই খরচ হবে। সুতরাং যে টাকাই খরচ হবে তার একটা Head আছে এবং সেই Head এ এই টাকাটা খরচ হবে, এবং সেই Headএ যদি এতটাকা না থাকে তাহলে যে excess টাকা খরচ হবে তা আইনগতভাবেই regularise করতে হবে। এর মধ্যে বে-আইনি কি থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে officerরা যান, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে officer যাবেন না তো, কি অঘোর বাবু যাবেন? Officer যাবেনই, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে যান সেইখানেই Public face করতে হয়। Public এর Grievenceকেই face করতে হয়, তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার কথা শুনতে হয়। সুতরাং ওনার সঙ্গে executive headকে থাকতে হয়, তাদের যে দাবী দাওয়া তাদের যে দুঃখ কষ্ট তা যাতে অবিলম্বে লাঘব করার ব্যবস্থা করা যায়। সেটা জানবার জন্য বুঝবার জন্য Executive Headকে সঙ্গে রাখতে হয় তারা সখ করে বেড়াবার জন্য সেখানে যায় না। Survey Settlement সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেছেন। Survey Settlement সম্বন্ধে যে grant চাওয়া হয়েছে—এক লক্ষ চার হাজার—সেই সম্পূর্ণ টাকাই Revision of pay scaleএর জন্য অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে এবং এই ভাবেই ব্যয়িত হয়েছে, অন্য কোন খরচ হয় নি। Land Revenue সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, Land Revenue Collection এর জন্য tour করা হচ্ছে জীপ দিয়ে। জীপ দিয়ে মোটেই tour করা হয় নি। বছরের শেষে সমস্ত তহশীল কাছারীতে direction দেওয়া হয়।

যে তোমরা একটা Collection drive দাও, drive দেওয়া হয়েছে এবং তাতে লাভও হয়েছে। গত বছর থেকে প্রায় ৩।৪ লাখ টাকার উপর collection হয়েছে। তারজন্য T. A. D. A: খরচ হয়েছে মাত্র ২০ হাজার টাকা। Map printing machine সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না কারণ এই excess grant এ map printing এর কোন খরচই নেই। Power supply সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে লাইন দেওয়া হয় না। আমাদের machine এর ক্ষমতা খুবই কম। সেজন্য সবক্ষেত্রে লাইন দেওয়া যায় না। এখানে যে excess grant চাওয়া হয়েছে সেটা হয়েছে যে machine টাকে excess time চালু রাখতে হয়েছে বেশী power supply এর জন্য। কাজেই এই excess খরচটা হয়েছে। P.W.D. সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এটা একটা রুটের ব্যাপার এবং যে টাকাটা excess খরচ করা হয়েছে সেটা rules violation করে করা হয়েছে। এটা যে অত্যন্ত আপত্তিকর। কারণ সেখানে Audit কোন আপত্তি করেন নি বা A. G. ও কোন rules violation এর কথা বলেন নি সেখানে এই রকম কথা বলা ঠিক নয়।

Pension এর কথা বলতে গিয়ে তিনি একজন বিধবা মহিলার কথা বলেছেন। প্রত্যেকটি Pension case ঐ Department থেকে অত্যন্ত ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোন কোন case এ দেরী হতে পারে। কারণ কোন employee মারা যাওয়ার পর অনেক সময় দেখা যায় তার service record ঠিক নেই। কাজেই সেই service record পরে তৈয়ার করতে হয় এবং A.G. এর নিকট পাঠাতে হয়। এ সমস্ত formalities observe করতে অনেক সময় কোন case দেরী হয়ে যায়। কিন্তু কোন caseই একেবারে দেখা হয় না একথা ঠিক নয়। Finance Minister হিসাবে প্রত্যেকটি case নিজে interest নিয়ে আমি দেখি এবং প্রত্যেকটি caseই আমি প্রয়োজনমত চিঠি দিই। এই caseটি সম্পর্কে যদিও আমি definitely কিছু বলতে পারছি না তবু আমার মনে হয় এই কেস সম্পর্কেও আমি reference করেছি। মাননীয় সদস্য বলেছেন Pension এর টাকা পূর্বে Central budget এ দেওয়া হত। কিন্তু 1965 এর মার্চ মাসে বলা হলো যে তোমাদের বাজেটেই এই টাকাটা ধর। তারজন্যই এই excess টাকাটা ধরা হয়েছে।

Class IV employeeদের নিকট থেকে ১০।২০ টাকা করে কি recovery করা হচ্ছে। আমি ঠিক বলতে পারছি না। Class IV employeeদের উপর কোন injustice করা হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। যদি উনার জানা থাকে তবে উনি specific case দিতে পারেন। আমরা এ ব্যাপারে খোঁজ করে দেখতে পারি। এই বলেই আমি যে সমস্ত excees grant demand করেছি আশা করি House তা approve করবে

Mr. Speaker—The General discussion is over. Next item in the list of business is the title and voting on demand for excess grant for the year 1964-65. There are 9 demands viz, 2—Land Revenue, 3—State Excise Duties.

15—Medical, 19—Co-operation, 23—Misc. Social Development organisations, 25—Electricity Schemes, 26—Public Works (Including Roads), 28—Pension & other Retirement Benefits. 39—Payments of commuted value of Pension are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Apendix showing demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move the demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands there will be discussion on the Demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the demand Nos. 25 and 26 together and 28 and 39-A together and I shall have one general discussion on these demands as they are of allied nature, of course, I shall dispose of the demands seperately.

Now, I call on the Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 2 Land Revenue.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,35,801 - be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 2-Land Revenue. Speaker. Now I call on Shri Aghore Deb Barma.

Is there any other member ? Now I put the Demand to vote. The Demand No. 2—Land Revenue was then put to vote and passed.)

Mr. Dy Speaker :— Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his next Demand No. 3—State Excise Duties.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,637/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 3—State Excise Duties.

Mr. Dy Speaker :—There is no cut motion and there is none to speak, so I am putting the Demand to vote.

The Demand No. 3—State Excise Duties was than put to vote and passed)

Now, I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 15—Medical.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recomendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,05,948/. be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 15—Medical.

Mr. Dy. Speaker : -Now I am putting the Demand No. 15—Medical to vote.

(The Demand No. 15—Medical was then passed when put to vote.)

Mr. Dy. Sperker :—Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his next Demand No. 19 —Co-operation.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 3,174/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respeet of Demand No. 19-Co-operation.

Mr. Dy. Speaker : —Now I am putting the Demand to vote.

(The Demand No. 19—Co-operation was then put to vote & passed).

Mr. Dy Speaker :—Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his next Demand No, 23—Miscellaneous. Social and Developmental organisations.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recomendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 2,296/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 23—Miscellaneous, Social and Developmental Organisations.

Mr. Dy. Speaker :—Now I am putting the Demand to vote.

(The Demand No. 23—Miscellaueous. Social and Developmental Organisation was then put to vote and passed).

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 25 Electricity Schemes and Demand No. 26—Public Works (including roads).

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Hon'ble Speaker Sir. On the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 9,497/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 25—Electricity Schemes.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 6,18,492/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 26— Public Works (including Roads).

Mr. Dy, Speaker :—Now I put the Demand to vote. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 9,497/- be granted to meet he excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 25—Electricity Schemes.

The Demand was put to vote and passed.

The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 6,18,492 - be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964 65 in respect of Demand No. 26—Public Works (including Roads).

The Demand was put to vote and passed.

I would now call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 28—Pension and other Retirement Benifits and Demand No. 39A—Payment of Commuted value of Pensions.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 4,99,763 - be granted to meet the expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 28—Pension & other Retirement Benefits.

Mr. Speaker Sir. on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 165/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 39A—Payment of Commuted value of Pensions.

Mr. Dy. Speaker !—Now I put the Demands to vote. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 4,99,763/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 28-Pension and other Retirement Benifits.

The Demand was put to vote and passed.

The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 165/- be granted to meet excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 39A—Payment of Commuted value of Pensions.

এত দুর্যোগের মধ্যে কেন আমরা পড়েছি এবং এই দুর্যোগের সামনে পড়ে আগরতলা শহরকে স্থানান্তরিত করার জন্য আজকে প্রস্তাব করতে হয়েছে সেটা আমি মাত্র একটা Point এর উপর Stick করব। এটাই আপনারা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করবেন। সেটার উপর বিবেচনা করে যদি আমার প্রস্তাবটি গ্রহণীয় হয় তাহলে গ্রহণ করবেন। আপনারা হয়ত সকলে জানেন যে পাকিস্তান পাক বর্ডারের পাশ দিয়ে এমন এক বাঁধের সৃষ্টি করেছে যে বাঁধের ফলে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ফুটে উঠেছে যে আগরতলা শহরকে কয়েক মাস পর্যন্ত জলের তলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এই যে পাক চক্রান্ত তাকে আমরা মোটেই উড়িয়ে দিতে পারিনা, আমরা দেখছি বার বার পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করেছে, যে সমস্ত হিংসাত্মক পূর্ণ মনোভাব নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে আসবার জন্য অর্থাৎ ভারতবর্ষকে একটা বিভ্রান্তির সম্মুখে ফেলবার জন্য যে ভাবে ধাপে ধাপে চেষ্টা করেছে তার অধিকাংশই তারা তাদের হিংসাত্মক মনোবল নিয়ে কার্যে রূপায়িত করেছে। সুতরাং ত্রিপুরার পার্শ্বে যে পাকিস্তানের বাঁধ তাহাতে আমাদের ত্রিপুরাকে ধ্বংস করার জন্য বিশেষ করে ত্রিপুরা শহরকে ধ্বংস করে তাকে জলের তলে ডুবিয়ে দেবার যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা যে তারা একদিন successful করবেনা সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারবনা। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি এই শহরকে জলমগ্ন করে ত্রিপুরার প্রাণকেন্দ্রকে ধ্বংস করা যায় তা হলে ত্রিপুরার উপর পাকিস্তানের আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হবে না। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছাড়াও বহু দেশ এই রকম দুরভিসন্ধিমূলক কার্য দ্বারা শুধু পরিকল্পিত অভিযানের সাহায্যেই স্বার্থ উদ্ধার করে নিয়েছে। পাক দুরভিসন্ধিও এই রকম একটা নজীর স্বরূপ। কাজেই আমরা যতই পরিকল্পনা করি না কেন যতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করিনা কেন আমাদের দেশকে যদি এই রকম দুরভিসন্ধি থেকে বাঁচাতে না পারি তা হলে আমাদের বিপদ অনিবার্য। সেই জন্যই ত্রিপুরার প্রাণকেন্দ্র এই আগরতলা শহরকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করার এই প্রস্তাব এনেছি। আমার বিশেষ অনুরোধ হল এই যে সরকার যদি এই প্রস্তাব কার্যকরী নাও করেন তথাপি আমি এই অনুরোধ করব Govt. should take a counterplan to save the Agartala town from the Conspiracy of Ayub Khan President of Pakistan,

Mr Speaker :—Now I would call on Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাবটি রেখেছেন তার উদ্দেশ্য শুভ এবং তাতে কোন সন্দেহ নাই, তিনি এই প্রস্তাব এনে যে দুঃসাহসের কাজ করেছেন তার জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমি বলব যে এই প্রস্তাব এই কংগ্রেস রাজত্বে কোন দিনই রূপায়িত হবে না। এই আগরতলা শহরকে এখান থেকে স্থানান্তরিত করানো অসম্ভব। আমি জোর করেই বলতে পারি যে তা হবে না। কারণ এখানে যারা মন্ত্রী আছেন, মানুষ দিনের পর দিন উপোষ থেকে

মরছে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উঠে কিন্তু কোন প্রতিকার তারা করবেন না। এই সব মরা মানুষ নিয়ে তারা ঠাট্টা করে। কিছুক্ষন আগে ও আমি বিধবা মহিলা সম্পর্কে যে কথাটা বলেছিলাম, সেখানে আমি বলেছি যে সেই মহিলা পাবে কিনা এটা ব্যক্ত করা হোক কিন্তু তা তাঁরা বলছেন না। কোথায় সে কাগজ তাও তিনি বলবেন না, শুধু বলেছেন যে আমরা খুব আন্তরিকতার সহিত বিবেচনা করেছি।

কাজেই বলেছিলাম যে এই সহর স্থানান্তরিত করতে যে টাকা লাগবে তা দিয়ে এই সহরের চারিদিকে পাকা দেওয়াল দেওয়া যাবে। বর্তমানে Ruling Partyর যে সরকার সেই সরকারের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রস্তাবকারে চিন্তাধারার মিল আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার। পাকিস্তান হিন্দুস্থান তাদেরই সৃষ্টি। ভারতে যে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের স্বার্থ কায়েম করার জন্য একে অন্যকে শোষণ করার জন্যই এই সবের সৃষ্টি। একথা স্বীকার করতে হয় যে পাকিস্তান হিন্দুস্থান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই তাদের শত্রুতা সুরু হয়েছে অর্থাৎ নিজেদের অপদার্থতা অকর্মন্যতা চালবার জন্য, ভারতের নেতারাই হোক আর পাকিস্তানের নেতরাই হউক এই রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য হচ্ছে, জন্মের থেকেই তাদের শত্রুতা অর্থাৎ নিজেদের অপদার্থতা, অকর্মন্যতা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এটি করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হলো এই যে সাধারণ মানুষের কোন দোষ অপরাধ নেই, আজকে আমাদের এরকম চিন্তা করা উচিত যেহেতু শত্রুতা হতেই পাকিস্তানের জন্ম কাজেই চিরকালই সে আমাদের শত্রু হয়ে থাকবে এটা হতে পারেনা। আমরা এখনো পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমরা একথা বলতে বাধ্য—আমরা যতবড়ো কথাই বলিনা কেন, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে যে রকম ভোগ্য হয় তা পাকিস্তান থেকে আসে। দৈনিক মাছ ও ওখানে মাছ আসছে আর আমাদের ত্রিপুরা থেকেও অনেক জিনিষ যাচ্ছে। আমরা চাইবা না চাই, প্রয়োজনের তাগিদে এসব মাল আসছে এবং যাচ্ছে। আজ এখানে বড় বড় বুলি, কথা বার্তা এখানে বলা হয়েছে পাকিস্তান বাঁধ দিয়েছে। পাকিস্তানতো বাঁধ দেবেই তার নিজের প্রয়োজনে। আবার পাকিস্তান যখন প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন বলবে এই ভারতবর্ষই তার জন্য দায়ী। ব্যাস— সেরে গেল। অর্থাৎ জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ মনোভাবটি পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে divert করে দিল। আমাদেরও তাই, ভারত সরকারও তাই করছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এভাবে চিরদিন চলতে পারেনা। আজকে তাই ভাবা উচিত যে একদিন যে শত্রু ছিল বলে সে চিরদিনই শত্রু থাকবে এটা হতে পারে না। তবে তার জন্যেই উনি এই কথার উল্লেখ করেছেন যে পাকিস্তান বাঁধ দিয়েছে। Border dispute আছে এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু আর একটা কথাও ভেবে দেখা দরকার কিছুদিন পূর্বে পত্র পত্রিকায় উঠেছিল যে, আমাদের সরকারি মুখপাত্ররা বলে থাকেন

যে পাকিস্তানের বাঁধই আগরতলায় বন্যার কারণ। আমাদের অভিজ্ঞতা কি বলছে? যদি বাঁধের ফলে জল বাড়তো তাহলে জলের স্রোত কম থাকতো। কিন্তু স্রোত তো কমেনি এই প্রচণ্ড জলস্রোত দেখে একথা মনে করার কোন কারণ নাই যে, বাঁধের ফলে জল আটকে এদিকের জল ফুলে উঠেছে। Passage আছে, এগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই সমাধান করতে হবে। একে অন্যের দোষ দিলে চলবেনা। তাদের সাথে বৈঠকে বসে এগুলো আলাপ আলোচনা করে সমাধান করতে হবে। এটা কৃত্রিম উপায়ে মানুষের সৃষ্টি—কিন্তু পাকিস্তান হিন্দুস্থান তো ভগবানের সৃষ্টি নয় এটা ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের সৃষ্টি। তারাই এটা সৃষ্টি করেছে। কাজেই আজকে দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের জনসাধারণ যাতে মিশতে পারে সে জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে পরস্পর শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। শুধু একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করলেই সমস্যার সমাধান করা যাবেনা।

কাজেই উনি যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তার details এ আমি যেতে চাই না— বলারও ইচ্ছা ছিলনা তবুও বলতে হচ্ছে। তবে এটা জানি যে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া দূরের কথা আর বর্তমান stage এ আমি জানি এটা কোন অবস্থাতেই গৃহীত হবেনা। উনি বিজ্ঞানের কথা অনেক কিছুই বলেছেন, যে সরকার সাধারণ দুটি কাজ করতে পারেনা, দুটি কাজ করলেই মানুষের দুঃখ কষ্টের অনেক লাঘব হতো সেইটুকু পর্যন্ত ওরা করতে পারছেন না, তারা আবার শহর transfer করবে এটা একটা অবাস্তব কথা। অন্ততঃ এই কংগ্রেস রাজত্বে এইটা হওয়ার মত কোন লক্ষণ নাই। অবশ্য যদি পরিবর্তন ঘটে, power যদি transfer হয় প্রকৃত জনগণের হাতে যদি power যায় তা হলে হয়ত হতে পারে। এমন অর্থমন্ত্রী আছেন, সকাল সন্ধ্যা ঈশ্বরের ধ্যানে তপস্যা করেন যে ঠাকুর আমি যেন টাকাই নিতে যেন না হয়, আমি এই বাজেট আলোচনায় সেখানে উল্লেখ করেছিলাম অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, অভিযোগ ছিল উনি অর্থমন্ত্রীর অবস্থাতে বেনামী ব্যবসা করেন পত্রিকাতেও উঠেছিল কিন্তু উনি প্রতিবাদও করেননি। কি টাকা, টাকার এত লোভ। টাকার কথা যখন শুনে তখন আর স্থির থাকেনা। টাকা রোজগার করা চাই-ই। কাজেই যাদের মনুষ্যত্ব বোধ নাই, যাদের দায়িত্ব জ্ঞান বোধ নাই তারা আবার শহরটাকে transfer করে জনসাধারণকে রক্ষা করবে এটা অদ্ভুত ব্যাপার। কাজেই এই প্রস্তাব অন্তত বর্তমান রাজত্বে অবাস্তব বলে মনে হয় যদিও প্রস্তাবটা খুব সুন্দর, ইচ্ছা করলে যে করতে পারেন না এমন কথা নয়। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে এই শহরের নিচে আর একটা শহর করা যায়। তাও সম্ভব, কিন্তু বর্তমান এই নেতৃত্বে কংগ্রেস রাজত্বের মাধ্যমে তা হবেনা। Ruling party এবং Govt. তরফ থেকে সেই রকম businessনাই, এটাও দুই এক ঘন্টার ব্যাপার শেষ হয়ে যাবে, এগারটার সময় Assembly বসে ১২টার সময় meeting শেষ হয়ে যাবে, তা না হলে লোকে বা কি বলবে, তাই কিছু বলতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আজকে হাউসে আলোচনা করার জন্য এসে থাকেন তাহলে আমার বলার কিছু নাই। হয়ত জনসাধারণ শুনবে

পাকিস্তান সৃষ্টি হত না। কাজেই নিজের পার্টির অতীতকে না জেনে অন্যের উপর দোষারোপ করাটা আকাশে থুথু ফেললে নিজের উপরে পড়ে এই এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিবে

মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা কার্যকর করা সম্ভবপর হবে কিনা আমি জানি না, কারণ তা করতে যে কোটি কোটি অর্থের প্রয়োজন তার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। তা ছাড়া আগরতলার উত্তর ও পূর্ব দিকে শহর সম্প্রসারণের কাজও আরম্ভ হয়েছে। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন তার উদ্দেশ্য যে মহৎ সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই।

Mr. Speaker :—Now I Call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় মহাশয় একটি প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রেখেছেন "বিধ্বংসী বন্যা" প্রকোপ হইতে রাজধানী আগরতলা শহরকে রক্ষা করে শহরটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হোক। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবটি গত যে বন্যা তাতে দুর্বার আগরতলা শহরের যে অবস্থা হয়েছিল এবং আগরতলার জনসাধারণের যে করুণ দৃশ্য তিনি দেখতে পেয়েছেন এবং অসহায় ভাব দেখতে পেয়েছেন তার উপরই তিনি এই প্রস্তাবটি এনেছেন। অতএব এই প্রস্তাবের পেছনে তার জনসাধারণের জন্য যে একটা দরদ এবং যারা সর্বস্ব হারা হয়ে বসে থাকে তার প্রতি যে একটা দরদ তাদের যে কি করে বাঁচাতে হবে—তার যে একটা আন্তরিকতা সেটা এই প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে। তবে এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার ব্যাপারে একটা financial implecation আছে। যে রাজ্যে আয় মাত্র এক কোটি টাকাও হয়নি, যে রাজ্য প্রতি বৎসর সাড়ে উনিশ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আসে, তাতে এত বড় একটা খরচ কেন্দ্র বহন করতে পারবে কিনা বা এত টাকা দিতে রাজী হবে কিনা সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নরেশ বাবু তার প্রস্তাব উল্লেখ করে পাকিস্তানের বাঁধের কথা বলায় মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোরবাবু বলেছেন যে পাকিস্তান কংগ্রেসীরাই সৃষ্টি করেছে। আর তার সাথে সাথে এটাও বলেছেন যে, পাকিস্তান আমাদের বন্ধু, তার সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হবে এবং এই দুইটি প্রশ্ন এনে তিনি বলেছেন এটাকে সরানো হোক। তারপর সেখানে Political একটা analysis তিনি এনেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে যে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান কার সৃষ্টি সেটা যদি বিচার করা যায় তবে এটা অতি সত্য কথা যেটা তিনিও অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ তিনিকে আমি ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের যে প্রস্তাব সেগুলি আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তিনি হয়ত তখন Class III—IV এ পড়তেন। সেই যুগে আমরা Revolutionary Partyতে ছিলাম। শ্রীঘোষ যিনি এখন তাদের নেতা তিনি তখন ছিলেন সেক্রেটারী। সেখানে Self determination এর যে প্রস্তাব—এখনো যদি সেই কাজ বা অনুসন্ধান করা যায়—সেখানে পাকিস্তানকে Self determination দিবার জন্য বা মুসলমানদের Self determination দিবার

পতাকা একত্রে সন্নিহিত করে মুসলিম লীগ এবং Communist Party ভাই ভাই করে কলিকাতার বুকে তারা নর্তন করেছিলেন। কিন্তু তারপর আজকে সেই ইতিহাসকে বিকৃত করে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা চলছে। ইতিহাস রেহাই দেবেনা, ইতিহাস রেহাই দিতে পারে না। তাই আজকে ভয় হচ্ছে নিজের ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরার জন্য। আমরা আমাদের ভুল ত্রুটি তুলে ধরব। কারণ জনসাধারণের মধ্য দিয়েই আমরা তা ঠিক করিয়ে নেব। সেই বিশ্বাস আমাদের আছে। সেই অনুসারেই আমরা চলি। কিন্তু তাদের চলার ভঙ্গি অন্যরকম। তারা জানে যে অনবরত একটি অসত্যকে বার বার প্রচার করতে থাক তাহলেই জনসাধারণ সেই অসত্যটিকেই সত্য বলে গ্রহণ করবে। কিন্তু ইতিহাসে তার সাক্ষ্য নেই। যা অসত্য তা অসত্যই রয়ে গেছে। অতএব আমরা বিশ্বাস করি এবং তাহাদিগকে আমি সে কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দেই। মক্ষিকা ব্রনম ইচ্ছন্তি। যেখানে ব্রন পায় সেখানেই বসে। অতএব তাদের আনন্দই হলো সেখানে। আর আরেকটি কথা আছে চুলোর মুখ দিয়ে ছাই বেরোয়। তাই তাদের মুখ দিয়ে শুধু ছাই ছাড়া আর কিছু বেরোয় না। সেই ছাইকে আমরা কুলোয় করে নর্দমায় ফেলে দেই। অতএব তাদেরও যে কাজ, তাদের মুখ দিয়ে শুধু অসত্যই বের হয় এবং সেই অসত্যকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে জনসাধারণকে ভুল পথে চালিত করতে গেলে ঐ ছাইয়ের মত অবস্থা তাদেরও হবে। অতএব মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন সেদিকে চিন্তা করেন। আমি আরেকটি কথা বলব। মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন সেটি একটি বিরাট ইঙ্গিত। তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন পাকিস্তানের এই বাঁধ বিশেষ করে এবার যে দুর্বিপাক হয়েছে ভারতবর্ষের আর কোথাও এত বেশী দুর্বিপাক হয়নি। তদুপরি পাকিস্তানের এই বাঁধ এই দুটো মিলে একটি বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেইদিক দিয়ে সরকারকে সজাগ করে দেবার জন্যই বোধ হয় তিনি এই প্রস্তাব রেখেছেন। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন বা Suggestion রেখেছেন সেদিক দিয়ে সরকার সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং সেই অনুসারে আমাদের upper riverএ আমরা বাঁধ দিতে পারব কিনা তার জন্য surveyর কাজ শুরু হয়েছে। সেই survey করে আমরা কি করে আগরতলা সহরকে সংরক্ষিত করতে পারি এবং তার সাথে সাথে পাকিস্তানের বাঁধের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আমাদের যে অবস্থা, কেবল এখানে নয় ত্রিপুরার খোয়াই বলুন কৈলাশহরে বলুন, বিলোনীয়া বলুন, কৈলাসহর কমলপুর ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গাতে পাকিস্তান বাঁধ সৃষ্টি করে ত্রিপুরার বিশেষ যে একটি অবস্থা-তাকে আরও সংকটময় অবস্থা করবার জন্য চেষ্টা করছেন। সেই দিক দিয়ে সরকার সংকিত আছেন এবং সেই অনুসারে কি করে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে সরকার সেই দিক দিয়ে অবহিত আছেন। আগরতলা শহরের উত্তরে এবং দক্ষিণে যে দুটো বাঁধ আছে সেই দুটো বাঁধে flood level ছাড়িয়ে জল যেভাবে উপরে উঠেছে সেই অনুসারে যাতে আমরা বাঁধকে আরও শক্ত করতে পারি তারও একটা আশ্বাস আমি হাউসের সামনে

যে কুমতলব, সে মতলবকে আমরা চেলেঞ্জ করছি। একথা ঠিক যে আগরতলায় আমাদের as it is অনেক বিপদ আছে। কিন্তু আমাদের আজ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে। পাকিস্থান যদি বাঁধ দিয়ে আজ আমাদের জলের তলায় ডুবাতে চায়। তাহলে আমরাও এমন ব্যবস্থা করবো যাতে পাকিস্থান সময়মতো জল না পায়। সেই ব্যবস্থার কথা আজ যদি অঘোর বাবু বললেন তবে আমি অত্যন্ত খুশী হতাম। এরকম একটা ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত যা বিজ্ঞানের যুগে সম্ভব। চেলেঞ্জ করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে যারা নাকি বাঁধ দিয়ে আমাদের ডুবাতে চায়। জল না দিয়ে তাদের ফসল নষ্ট করে আমরা দেখিয়ে দিবো যে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। শত্রুতা করলে সেই শত্রুতার জবাব ভারতবর্ষ দিতে পারে। আপনারা জানেন যে সিন্ধুর জল যখন ভারতবর্ষ বন্ধ করে দিয়েছিল তখন পাকিস্তানের কি চিৎকার। কিন্তু ভারতবর্ষের একটা গণতান্ত্রিক মনোভাব আছে। ভারতবর্ষ পাকিস্তানের দরদী তার সরকারের দরদী নয়। পাকিস্তানের জনসাধারণের দরদী বলেই ভারতবর্ষ সিন্ধুর জল দিয়ে পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে। ভারতবর্ষের সেই ক্ষমতা আছে। সেই পাঞ্জাবকে মরুভূমিকে গ্রাস করতে আমরা জল বন্ধ করে দিতে পারি। আজকে আমাদের তাই সেই ভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের এই নদনদী ছড়ালে আমরা কি ভাবে বাঁধব, control করতে পারব যাতে আমরা পাকিস্তানের বাঁধের উত্তর দিতে পারি। সেইরকম বক্তব্য যদি আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুর মুখে শুনতাম তাহলে খুবই আনন্দিত হতাম এবং তাতে দেখতাম যে তিনি দেশের দরদী হিসাবে চিন্তা করছেন। আমি আর বেশী বক্তব্য রাখবনা। তবে —আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ রায়ের বক্তৃতার যে spirit সেই spiritকে আমি সমর্থন করি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে উক্তিগুলো করেছেন সেই উক্তিতে আমার ত্রিশঙ্কুর কথা মনে হচ্ছে। না স্বর্গে না মর্ত্যে, এবং সেই জায়গা থেকে ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করছে। তাহলে আমি বলব অঘোর বাবু ওরকে ত্রিশঙ্কুর। তার কারণ হল এই এখানে ত্রিপুরার জনসাধারণের রক্ষা করবে, বড় বড় কথা বলবে, আবার মস্কো থেকে দড়ি দিয়ে তাহাদিগকে নাচায়, সেই নাচে ও নাচতে হয়। অতএব এই নাচে নাচতে গেলে ত্রিপুরার জনদরদীও হতে পারা যায় না, আবার ঐ দিকে মস্কোর নাচে ও নাচা চলেনা, এই কথা বলতে গিয়ে উনি তার বক্তব্য পেশ করেছেন এবং তার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যাও এই ব্যাপার মধ্যে নিহিত আছে। কারণ উনি প্রথম বলেছেন যে পাকিস্থান ধনীকের সৃষ্টি। তাহলে ধনীকের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে ধনীক রাষ্ট্র, সেই সেই রাষ্ট্র তাহলে তার বন্ধু হতে বাধ্য, কারণ তাদের যে প্রভু ধনীক রাষ্ট্রকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন, অতএব সেই অস্ত্র এবং তার সাথে সাথে তার মনে হবে এই যদি নাচায় কাউকে, তার নাচার যদি শক্তি না থাকে, কোমর বেধে যদি পুতুল নাচ নাচায় সেই

রাখছি। আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করে বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলকে রক্ষিত করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করব বিজ্ঞানসম্মতভাবে। তবে আমি সেই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্যদিগকে স্মরণ করে দিতে চাই যে আমাদের আকাঙ্খা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের অর্থের সঙ্গতি কতটুকু আছে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন এই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি।

Mr. Speaker : — I would now call on Hon'ble Member Sri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy M. L. A. : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং পাকিস্তানী চক্রকে রুখে বানচাল করার জন্য আমাদের সরকার যে সচেতন আছেন সেই ইঙ্গিত আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হতে পেয়ে আজ আমি আমার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিলাম।

Mr. Speaker : — Now I take the leave of the House. The question before the House is the withdrawal of the Resolution : As may as are of that opinion will please say "Ayes". Voices Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' Voices—Noes. I think, Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it. The Resolution is withdrawn with the leave of the House. The House stands adjourned till "11 A. M. on Friday, the 23rd August, 1968.

APPENDIX 'A'

PAPERS LAID ON THE TABLE

Starred Question No. 150.
By **Shri Aghore Deb Barma**

QUESTION.	REPLY
1. Whether it is fact that D. F. O. of Bagafa with the help of Santir Bazar Forest Beat Officer has drawn money in the year 1968 for the work of cleaning, felling, burning, reburning of the weeds etc. and staking over 30 acres plantation at Debipur Centre under Santir Bazar Beat Office ;	Yes.

QUESTION	ANSWER		
2. If so, whether the works have been done accordingly ;	Yes.		
3. If it is fact, the names of works and amount of money spent item-wise ?	1 Suvrvey & Demarcation—	Rs.	27.00
	2. Clearfelling, Burning, Reburning & disposal of debries—	Rs.	1140.00
	3. Staking—	Rs.	180.00
		Rs.	1347.00

Starred Question No. 167
By **Shri Abiram Deb Barma.**

QUESTION	REPLY		
ক) ১৯৬৭-৬৮ সালে কতজন জুমিয়ার নামে জুম কাটার জন্য বন বিভাগ কোর্টে মামলা দায়ের করিয়াছেন (বিভাগ ভিত্তিক).	ধর্মনগর—	৪৫	জন
	কৈলাসহর—	২২	,,
	সাব্রুম —	০১	,,
	বিলোনীয়া —	১০০	,,
	উদয়পুর—	৩০	,,
	অমরপুর—	৪৪	,,
	খোয়াই—	৪২	,,
	আগরতলা (সদর)—	৭২	,,
	কমলপুর—	৫৬	,,
		৪১২	,,
খ) তাহাদের কতজনের শাস্তি বা জরিমানা করা হইয়াছে,		৬৮	জনের
গ) জরিমানার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ কত ?	সর্বোচ্চ—	৫০৲ টাকা।	
	সর্বনিম্ন—	৩৲ টাকা।	

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—২৫০

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম— শ্রীনরেশ রায়।

পূর্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বলিবেন কি ?

প্রশ্ন

১) হাওড়া নদীর পার্শ্বস্থিত—বটতলা শ্মশানঘাটের নিকট হইতে গজারিয়া গ্রামের পূর্ব সীমা পর্যন্ত হাওড়া নদীতে যে টেকবেক আছে সেইগুলিকে খাল কাটিয়া সোজা করিয়া দিলে ঐ এলাকায় বন্যার প্রকোপ অনেকাংশে কম হইবে ও পার্শ্বস্থ বাঁধে জলের চাপ কম পড়িবে বলিয়া সরকার উপলব্ধি করেন কি ?

২) যদি উপলব্ধি করিয়া থাকেন তবে তাহা কার্য্যকরী করিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩) থাকিয়া থাকিলে উহার বিবরণ।

উত্তর

১) না।

২ ও ৩) উল্লেখিত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—২৫১

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীনরেশ রায়।

পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বলিবেন কি ?

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার উপর দিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই যে বিধ্বংসী বন্যা প্রবাহিত হয় সেই বন্যার জলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুষ্ঠু ইরিগেশান ও কিসারী ব্যবস্থায় নিয়োগের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে উহার বিবরণ এবং না থাকিলে উহার কারণ কি ?

উত্তর

১) বর্তমানে এরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

২) বড় বড় নদীগুলির উপত্যকা অনুযায়ী বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়টি চিন্তা করা যাইতেছে এবং কার্যকরী হইলে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রকল্প তৈরী করা হইবে।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—২৮২

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাংথল।

পূর্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বলিবেন কি ?

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া অমরপুর রোডে অম্পি ছনগাঙের উপর পুল তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২) থাকিলে কবে পর্যন্ত ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১) ছনগাঙের উপর একটি স্থায়ী পুল নির্মাণের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

২) প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ইনডেন্ট দেওয়া হইয়াছে এবং উহা এই আর্থিক বৎসরের মধ্যে পাওয়া গেলে আগামী ১৯৬৯—৭০ সালে পুলটি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—৯০৪

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

প্রশ্ন

১। গত ১৬।২।৬৮ ইং তারিখে কাঞ্চনপুর-নবাগ্রাম পাড়া রাস্তার উপরে একটি ব্রীজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কোন লোকজন হতাহত হইয়াছে কি ? যদি হইয়া থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

২। ইহা কি সত্য যে কিছুদিন আগে তকছাইছড়ায় এবং কাঞ্চনপুর থানার অন্যত্রে আরো দুইটি ব্রীজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ?

৩। যদি (১) এবং (২) সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকার ঐ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট মেরামত করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

উত্তর

১। হাঁ। একটি অতি দ্রুতগামী সামরিক জীপ ৭ জন আরোহী নিয়া যাওয়ার সময় অস্থায়ী পুলের বামপার্শ্বের হুইলগার্ডের উপর জোরে ধাক্কা দেওয়ার ফলে পুলের ঐ অংশের দুইটি বিম ভাঙ্গিয়া যায় এবং জীপটি ছড়াগাঙে পড়িয়া যায়।

২। সরকার অবগত নহেন।

৩। রাস্তাগুলি যথারীতি রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়া থাকে। এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—১০২৮

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাংথল।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের মাছমারা হইতে কুরুটীলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা পূর্ত বিভাগের আছে কি না ;

২। যদি থাকিয়া থাকে তবে কবে উহার কাজ আরম্ভ হইবে ;

৩। ধামছড়া হইতে খেদাছড়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ? যদি থাকিয়া থাকে তবে কোন সময় উহার কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। হাঁ। এই রাস্তার Survey work করার জন্য সরকার ২৫,২০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। Survey work শেষ হইলে পর এই রাস্তার detailed Estimate প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট অর্থ মঞ্জুরির জন্য পাঠান হইবে। তারপর অর্থাৎ অর্থ মঞ্জুর হইলে পর এবং পূর্ত বিভাগের নিয়মকানুন সম্পূর্ণ করিয়া এই রাস্তার কাজ আরম্ভ করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO 4.
BY SHRI KSHITISH CHANDRA DAS

QUESTION

১। সারা ত্রিপুরায় মৎস্যজীবি পরিবারের মহকুমা ভিত্তিক লোক সংখ্যা কত? কমলপুর ব্লক সৃষ্টির পর এ পর্যন্ত কতজন মৎস্যজীবি Fishery Loan-এর জন্য প্রার্থী হইয়াছিল? তন্মধ্যে কতজন মৎস্যজীবি লোন পাইয়াছে এবং কতজন পায় নাই;

২। কমলপুরকে ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৮ ইং মার্চ মাস পর্যন্ত কাপাস ও নাইলন সূতা মৎস্যজীবিদের জন্য মাননীয় সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে কি?

৩। ঐ সূতা কি খয়রাতি দেওয়া হইয়াছে, না Subsidy-তে দেওয়া হইয়াছে। প্রতি পরিবার কত পরিমাণ কাপাস ও কত পরিমাণ নাইলন পাইয়াছে। ঐ পরিবারগুলির মধ্যে খয়রাতি কত বা Subsidy কত। ব্যক্তিগুলির নাম, পিতার নাম, সাকিন ও কি প্রকারের কত সূতা দেওয়া হইয়াছে, কোন কোন সনে দেওয়া হইয়াছে জানাবেন কি?

ANSWER

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩।

UNSTARRED QUESTION NO. 48.
BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA.

QUESTION

১। ত্রিপুরায় সরকারী উদ্যোগে কোথায় কোথায় Fruit Nursery গঠিত হইয়াছে এবং তাহার জন্য মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে;

২। কোন Fruit Nursery হইতে ১৯৬৭-৬৮ সালে কত টাকা আয় হইয়াছে;

৩। ঐ আয় কি কি ফল বা ফলের চারা বিক্রয় করিয়া তাহার বিবরণ?

ANSWER

১। ত্রিপুরায় সরকারী উদ্যোগে সদর মহকুমার লেম্বুছড়ায় ও বাধারঘাটে, উদয়পুর মহকুমার গোকুলপুরে এবং ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগরে ফ্রুট নার্সারী স্থাপিত হইয়াছে। এইগুলির জন্য এ যাবৎ মোট ৬,০০,১৯৯.৮১ টাকা খরচ হইয়াছে।

২। ফ্রুট নার্সারীগুলি হইতে ১৯৬৭-৬৮ সনের আয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

লেম্বুছড়া ফ্রুট নার্সারী	—	টা: ২৪,৮৪৭.৮২
বাধারঘাট ,, ,,	—	টা: ৬,৩১৪.৪২
গোকুলপুর ,, ,,	—	টা: ১৯,৮৫৬.৫৩
পানিসাগর ,, ,,	—	টা: ১২,৭০০.৮৮

৩। ঐ আয় প্রধানতঃ নারিকেল, সুপারী, লিচু, আম, লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের চারা ও কলম বিক্রয় করিয়া হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, লিচু, লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি ফল এবং শাক-সব্জী ও বীজ বিক্রয় করিয়াও কিছু আয় হইয়া থাকে।

তারকা বিহীন প্রশ্ন নং—৯

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

পূর্তবিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলিবেন কি ?

প্রশ্ন

(১) নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে (ক) নূতনবাজার তীর্থমুখ, (খ) নূতন বাজার-কার্বুক-জলায়া (গ) জলায়া-রবিরায় পাড়া ;

(২) এই সকল রাস্তার estimated cost কত এবং প্রতিটির জন্য এই পর্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে।

উত্তর

(১) নূতনবাজার-তীর্থমুখ রাস্তা :—রাস্তার মাটি কাটার কাজের ৭০ শতক শেষ হইয়াছে। নূতনবাজার-কার্বুক-জলায়া রাস্তা :—রাস্তার মাটি কাটার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে এবং কাঠের শক্ত পুল তৈরী হইয়াছে।

জলায়া-রবিরায় পাড়া রাস্তা :—কাজ আরম্ভ হয় নাই।

(২) নূতনবাজার-তীর্থমুখ রাস্তা :—

বরাদ্দকৃত টাকা :—১,৭৫,৫০০ (শুধু মাটি কাটার কাজের জন্য)

খরচ (মে, ১৯৬৮ পর্যন্ত) :—৫,২২,০৫০ টাকা।

নূতনবাজার-কার্বুক-জলায়া রাস্তা :—বরাদ্দকৃত টাকা :— ১৪,০১,৭০০ (মেটেলিং ও পুলের কাজ সহ)

খরচ (জুন, ১৯৬৮ পর্যন্ত) :—৭,১১,৬৭৪ টাকা।

জলায়া-রবিরায় পাড়া রাস্তা :—কাজের পরিকল্পনা এখনও তৈয়ার হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 33.

BY SHRI BIDYA CH. DEB BARMA

QUESTION

Will the Honble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরায় মোটর গাড়ীর জেলা ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :

২। পাঁচ অথবা তাহার বেশী মোটর গাড়ী আছে এমন মালিকের নাম :

৩। মোটর গাড়ীর সংখ্যা যদি দ্রুত বাড়িয়া থাকে তাহার কারণ :

৪। ত্রিপুরার গড় পরতা দৈনিক বাস যাত্রীর সংখ্যা কত তাহার হিসাব সরকারের নিকট আছে কিনা যদি থাকে তাহার হিসাব ?

ANSWER

১। অত্র সঙ্গে একটি তালিকা দেওয়া হইল।

২। মেসার্স পূর্বকান্ত পাল।
মেসার্স সাহা ব্রাদার্স।
মেসার্স রায় পাল।

৩। জনসাধারণের যাতায়াতের প্রয়োজন ও মাল পরিবহনের প্রয়োজনানুপাতে গাড়ীর সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এই বিষয়ে কোন হিসাব নাই।

ত্রিপুরার মোটর গাড়ীর শ্রেণী বিভাগ।

ত্রিপুরার মহকুমার নাম	ট্রাক	টেক্সী	বাস	ট্রেইলর	ট্রাক্টর	প্রাইভেট গাড়ী	জেন	মোটর সাইকেল	মোট সংখ্যা
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। সদর	*৭২০	*২৭২	১৯০	৯৬	১৪	২০৭	২৪	২২৯	২৫১১
	*১০৬		*৫	*৬৭	*১০	*৪৯৮	*৪৫		
২। উদয়পুর	২২	২২	৭	১	—	৪	—	—	৫৬
৩। সোনামুড়া	১০	২২	১৮	২	—	—	—	—	৫২
৪। বিলোনীয়া	২২	১৪	১৩	৪	১	৩	—	—	৫৭
৫। সাব্রুম	৬	৫	২	২	—	১	—	—	১৬
৬। খোয়াই	৯	২৪	১	৩	—	—	—	—	৩৭
৭। কৈলাশহর	২৫	৪৩	১	১৯	১	৭	—	—	৯৬
৮। কমলপুর	১০	৭	৩	৩	—	১	—	—	২৪
৯। ধর্মনগর	৬৫	৩৯	১১	৩২	৫	২০	—	—	১৭২
সর্ব্বমোট সংখ্যা	১০২৫	৪৪৮	২৫১	২২৯	৩১	৭৪১	৬৯	২২৯	৩০২৭

*সরকারী গাড়ী।

তারকা বিহীন প্রশ্ন নং—৫১

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

প্রশ্ন

পূর্ত্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন কি—

১। কৈলাশহর-গোলকপুর ফটিকরায় রাস্তার কাজ কবে সুরু হইয়াছে;

২। উহার estimated cost কত এবং উহা হইতে এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে।

৩। উহা বর্ত্তমানে যানবাহনের উপযুক্ত কিনা;

৪। উহাকে যানবাহনের উপযুক্ত করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে?

উত্তর

১। তদানীন্তন আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে কাজটি আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সঠিক তারিখ অজ্ঞাত; যাহা হউক কাজটি ১৯৬২ ইং সনের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

২। Estimated Cost—৪,৬৫,৬০০ টাকা এবং এ পর্য্যন্ত খরচ ২, ৮৭,০০০ টাকা।

৩। রাস্তাটি সুদিনে জীপগাড়ী চলাচলের উপযুক্ত।

৪। রাস্তাটি রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে এবং রাস্তার অস্থায়ী পুলগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া কঠোর মজবুত পুল নির্ম্মান করা হইয়াছে।

তারকাবিহীন প্রশ্ন নং—৬১

প্রশ্ন

(১) আগরতলা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত জেনারেটিং সেট কি বসান হইয়াছে ;

(২) ১৯৬৭-৬৮ দুই বছরে শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহে কতবার সাময়িকভাবে break down হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ;

(৩) ঐ ধরনের break down বন্ধ করার কি ব্যবস্থা হইয়াছে ?

উত্তর

বিদ্যুৎ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী :— শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ।

(১) হাঁ, একটি অতিরিক্ত ১০০ কিলো ওয়াট জেনারেটিং সেট ২০-১-৬৮ ইং তারিখে বসানো হইয়াছে।

(২) ১৯৬৭, ১৯৬৮ সালে ৩ (তিন) বার Major break down এবং ৩২ (বত্রিশ) বার momentary break down ঘটিয়াছে।

(৩) ভবিষ্যতে ঐ ধরনের break down বন্ধ করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

তারকাবিহীন প্রশ্ন নং—৯০

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, এম, এল, এ

প্রশ্ন

(১) খোয়াই-উদনা রাস্তাটি কি সীমান্ত রক্ষার পক্ষে জরুরী ;

(২) যদি জরুরী হইয়া থাকে, উহার পুলগুলি স্থায়ী করা—Metalling এবং black topping করার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে কি ;

(৩) যদি ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে তবে ঐ কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ?

উত্তর

(১) রাস্তাটি জরুরী বলে মনে হয়।

(২) ও (৩) রাস্তায় যাবতীয় ছড়ার উপর মজবুত কাঠের পুল নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে এবং রাস্তার উপর সোলিং করার জন্য ইট সংগ্রহের কাজ শুরু হইয়াছে। রাস্তাটির black topping করার ও পুলগুলি পাকা করার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে নাই।

তারকাবিহীন প্রশ্ন নং—১৩৫

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম, এল, এ

প্রশ্ন

(১) সাব্রুম-শ্রীনগর কর্ব্বিয়া টিলার জলসেচ পরিকল্পনা সম্পর্কে পরীক্ষা নীরিক্ষার কাজ কি শেষ হইয়াছে ?

(২) যদি শেষ হইয়া থাকে তবে পরিকল্পনা কবে কার্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

(১) না।

(২) ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

তারকাবিহীন প্রশ্ন নং—১০৯

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম, এল, এ।

প্রশ্ন

(১) সাব্রুম-মনুবাজার-পোয়াংবাড়ী-আমলীঘাট রাস্তার আমলীঘাট অংশ কি জীপ চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত ?

(২) ঐ রাস্তাটি কি পাক সীমান্তে রক্ষীদলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয় ?

(৩) যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে উহা কবে পর্যান্ত জীপ চলাচলের উপযুক্ত করা হইবে ?

উত্তর

(১) বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্য সময়।

(২) গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

(৩) বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরে অন্য সময় জীপ চলাচল করিতে পারে। আগামী কাজের মরশুমে পুল ও কালভার্টের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমলীঘাট পর্যান্ত তখন রাস্তাটি সম্বৎসর জীপ চলাচলের উপযোগী হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 213

By Shri SURESH CHANDRA CHOUDHURY M.L.A.

QUESTION	REPLY
১। ত্রিপুরার বনবিভাগে কতজন ফরেস্টার নিযুক্ত আছে, ইহাদের মধ্যে কতজন অস্থায়ী পদে ও কতজন স্থায়ী পদে নিযুক্ত আছে ;	২১৭ জন। অস্থায়ী—১০৫ জন। স্থায়ী—১১২ জন।

QUESTIONS	REPLY
২। বৎসর বৎসর নিয়োগ পত্র কত জনকে দেওয়া হয়, ১৯৬০ সনের পূর্ব্বে কতজন D.F.O ছিল এবং বর্ত্তমানে কতজন আছে ?	চাকুরীতে নিয়োগ শূন্য পদের উপর নির্ভর করে। ১৯৬০ সনের পূর্ব্বে ডি, এফ, ও,এর সংখ্যা— ৩ জন। বর্ত্তমানে ডি, এফ, ও,র সংখ্যা—৫ জন।
৩। ১৯৬০ ইং সন হইতে ১৯৬৭-৬৮ সন পর্য্যন্ত বন বিভাগের কোন সনের আয় কত ?	১৯৬০-৬১— ৯.১৩ লক্ষ ১৯৬১-৬২— ৯.০০ ,, ১৯৬২-৬৩— ৯.৬৬ ,, ১৯৬৩-৬৪— ১০.০৭ ,, ১৯৬৪-৬৫— ১০.৪০ ,, ১৯৬৫-৬৬— ১৪.৪০ ,, ১৯৬৬-৬৭— ১২.৫৩ ,, ১৯৬৭-৬৮— ১২.৫৬ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 993.

By SHRI AGHORE DEB BARMA.

QUESTION

1. Total acres of Agricultural land receiving irrigation facilities under Minor Irrigation Schemes so far constructed ?
2. And its percentage to the total Agricultural land under cultivation ?
3. Total cost so far incurred in constructing all Minor Irrigation Schemes.

ANSWER

1. Due to implementation of different Minor Irrigation Schemes by the Minor Irrigation Division about 12,500 acres have been provided with irrigation facilities.
2. The above represent 2.15% of the total land under cultivation.
3. Rs. 25,45,500 (upto February, 1968).

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—৩০

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

প্রশ্ন

পূর্ত্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

১। খোয়াই এবং অমরপুর টাউনের বন্যা নিরোধ বাঁধের কাজ কি সম্পূর্ণ হইয়াছে ?

২। যদি সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ ?

৩। বর্ত্তমানে ঐ দুইটি বাঁধের কাজ কি অবস্থায় আছে এবং মোট কত টাকা বরাদ্দের মধ্যে কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়া যায় নাই।

৩। খোয়াই বাঁধ :—বাঁধের ও স্লুইস গেইটের কাজ যথাক্রমে ৮০% ও ৬৮% শেষ হইয়াছে। বরাদ্দকৃত ৭.৫৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪.৫৭ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

অমরপুর বাঁধ :— প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ার জন্য কাজটি আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। বরাদ্দকৃত ৩.০৪ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যান্ত কোন খরচ হয় নাই।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—৩১

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

প্রশ্ন

পূর্ত্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলিবেন কি ?

১) ডম্বুর জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্য সরকার কত জমি একোয়ার করিবেন

২) ঐ জমির মালিকদের সংখ্যা কত ;

৩) তাহাদের ক্ষতিপূরণ দানের কি ব্যবস্থা হইয়াছে ;

৪) তাহাদের বিকল্প জমি দেওয়া হইবে কি ?

উত্তর

১) সার্ভে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জায়গার পরিমাণ সঠিক বলা যায় না।

২) ল্যাণ্ড একুইজিশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জরীপ শেষ করার আগে মালিকের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

৩) জমির জরীপ শেষ হওয়ার পরে আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

৪) যথা সময়ে বিবেচিত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 41

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :-

১। Road Transport Co-operative যাহাদের লইয়া গঠিত হইয়াছে তাহাদের নাম ;

২। ঐ কর্পোরেশন কবে পর্যন্ত বাস চালু করিবেন এবং কোন কোন রুটে চালু করিবেন তাহার বিবরণ।

ANSWER

১। "Road Transport Co-operative" এই নামে কোন সংস্থা গঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।

২। এইরূপ কোন কর্পোরেশন এপর্যান্ত গঠিত হয় নাই। সুতরাং বাস চালু করার প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 953
BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর চা-বাগান হইয়া আখড়া খোলা ভূমিহীন কলোনীতে যাইতে যে জীপ চলাচল যোগ্য রাস্তা আছে, তার উপর দিয়া চা বাগানের কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমোদনে জীপ গাড়ী যাইতে চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন বাধা দেওয়া হয় কি না ;

২। দেওয়া হইয়া থাকিলে, ইহার কারণ কি ;

৩। যদি আইনগত কোন অসুবিধা থাকিয়া থাকে, তবে চা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে এর সম্পর্কে একটা সুরাহা করিয়া উক্ত রাস্তার উপর অবাধে প্রাইভেট জীপগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা বিধান করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি ?

উত্তর

১)
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩)

STARRED QUESTION NO. 1026
BY SHRI RABINDRA CH. DEB RANKHAL

QUESTION

1. What will be the area & boundary of the Reservior of the Gumti Hydro-Electric Project after the same is executed ;

2. Whether some parts of Gandachara, Balangbasa and Raima area will be submerged by the water of this reservior ;

3. if so, what is the total area likely to be submerged ?

ANSWER

1. Approximately 13,500 acres.

2. Yes.

3. Definite area of these villages which will get submerged cannot be indicated, unless the land plan & statement are prepared. These are under preparation.

STARRED QUESTION NO. 963
BY SHRI MANORANJAN NATH

QUESTION

1. Who has been given the contract for the construction of Kanchanpur-Manpai road. Is the contractor an enlisted contractor of Tripura ;

2. Is it a fact that the enlisted contractors of Tripura seldom gets chance of having any contract of the similar bigger valuations ;

3. What are the difficulties in spliting up such contract of bigger valuation. so that the enlisted contractors of Tripura may have the chance to complete for the same ?

ANSWER

1. Group I :— K. M. O to K. M. 10. 46 has been awarded to Shri Krishnalal Tushnial,

Group II :— K. M. 10. 46 to 22 has been awarded to Shri Jnan Ranjan Deb, Registered contractor of Assam P. W. D.

2. No. The tenders are kept open for all enlisted contractors.

3. The works are split up wherever feasible. Enlisted contractors of Tripura PWD always get chances to complete whether the work is splited or not.